শ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয়

দুঃখিনী মায়ের শ্রীগৌর গোপাল

শ্রীল আনন্দ দাস বিরচিত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের

॥ বিশেষ কার্য্যক্রম ॥

১। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া :—

সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীশ্রী গৌরসুন্দর। তাঁহার সংকীর্ত্তন রসের ধারক বাহক প্রাচীন ও আধুনিক কীর্ত্তন শিল্পীগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করণে উদ্যোগী হইয়াছি। বিশেষতঃ লীলাকীর্ত্তন গায়কগণের নাম ও পরিচিতিমূলক একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার প্রয়াস চলছে। লীলাকীর্ত্তন গায়কগণ বিশেষ বিবরণের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

২। কীর্ত্তনীয়া, গবেষণারত ছাত্রছাত্রী ও বৈষ্ণব পদাবলী রস পিপাসু পাঠকগণের প্রয়োজনে প্রকাশিত—

(বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ)

নরহরি দাস, বাসু ঘোষ, বৃন্দাবন দাস, জ্ঞান দাস, রাধামোহন প্রমুখ দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনীসহ তাহাদের সমগ্র পদাবলী (গৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পৃথক ভাবে) প্রাচীন ও আধুনিক পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) কুড়ি টাকা পাঠিয়ে সত্বর গ্রাহক তালিকাভুক্ত হউন। বৎসরে চারটি গ্রন্থ পাইবেন। সত্বর যোগাযোগ করুন।

৩। অপ্রকাশিত দুঃষ্প্রাপ্য (প্রাচীন পুঁথী হইতে সংগৃহীত) বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি বিংশতি বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে—

॥ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ॥

নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার মাধ্যমে। সত্বর ষোল টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হউন। আজীবন সদস্য চাঁদা দুইশত টাকা মাত্র।

বিঃ দ্রঃ—২, ৩ নং পত্রিকাদ্বয়, নিয়মিত গ্রাহক হইতে হইলে বার্ষিক চাঁদা ছত্রিশ টাকা মানিঅর্ডার করিয়া গ্রাহক তালিকা ভুক্ত হউন।

বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষনায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আসুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

শ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয়

প্রথম সংস্করণ

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর
শ্রীলজগদীশ পণ্ডিতের পঞ্চম অধস্তন
শ্রীআনন্দ দাস বিরচিত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম
জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা। পোঃ হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রকাশক ঃ
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
১লা মাঘ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১। শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
২। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ঃ ৭০০০৭৩
ফোন ঃ ৩১-১৪৭৯
৩। জয়গুরু পুস্তকালয়
১২।১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ঃ ৭০০০৭৩
৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৬৮, বিধান সরনী,
কলিকাতা ঃ ৭০০০০৬
ফোন ঃ ২৪১-১২০৮

ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা

মুদ্রাকর ঃ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস,
শ্রীচৈতন্যডোবা

সম্পাদকীয়

পরম করুন শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের অহৈতুকী করুণায় শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের মহিমামূলক "শ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয়" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। ব্রজ রাজ নন্দন মুরলী মনোহর শ্রীকৃষ্ণ তিনবাঞ্ছা পূরনের অভিপ্রায়ে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অবলম্বন করতঃ ব্রজপরিকর সহ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন॥ ব্রজপরিগণ ও বিভিন্ন স্থানে প্রকট হইয়া নবদ্বীপে আগমন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশের সহায়ক হন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত একজন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৪৩ শ্লোকের বর্ণন।

আসিদ্ ব্রজে চন্দ্র হাসো নর্ত্তকোরসকোবিদঃ।
সোহয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য পণ্ডিতঃ॥

ব্রজলীলার রসজ্ঞ নর্ত্তক চন্দ্রহাস গৌরলীলায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত নামে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বলীলা-নুরূপ সেবায় ব্রতী হওয়ায় "নৃত্য বিনোদী" নামে খ্যাতি লাভ করেন। গৌরগনোদ্দেশ দীপিকার ১৯২ শ্লোকে আর এক জগদীশের নাম পাওয়া যায়।

অপরে যজ্ঞ পত্নৌ শ্রীজগদীশ হিরন্যকৌ ।
একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাঽদ্বসৎ প্রভুঃ॥

বৃন্দাবনের যজ্ঞপত্নীদ্বয় হিরন্য জগদীশ রূপে প্রকট হন। শ্রীজয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল মতে হিরন্য জগদীশ দুই ভাই। এখন আমরা দুইজগদীশকে পাচ্ছি, -এক নর্ত্তক চন্দ্রহাস, অপর যজ্ঞপত্নী, হিরন্য-জগদীশ ঘরে মহাপ্রভু বাল্যে একাদশী দিনে নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে নৃত্যবিনোদী জগদীশ পণ্ডিতই বাল্যে একাদশীতে প্রভু নৈবেদ্য খাওয়াইয়া স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রমাণে এক সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। দুই জগদীশ সম্পর্কে সম্যক গবেষণা প্রয়োজন।

জগদীশ পণ্ডিতের পরিচয় বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় বর্ণের বর্ণন—

"পূর্বদেশ স্থিত দ্বিজ কমলাক্ষ নাম। গয়ঘড় বন্দ্য ভট্ট নারায়ণ সন্তান॥
তাঁহার গৃহিনী অতি পতিব্রতা সতী। তাঁর নাম বিখ্যাত শ্রীমতী ভাগ্যবতী॥

আ।

তথাহি—শ্রীজগদীশ পণ্ডিত সূচকে—

জগদীশ পণ্ডিত জয় জয় ।
গোঘাট নিবাস ছাড়ি, জগন্নাথ মিশ্র বাড়ী,
যেঁহ আসি করিলা আশ্রয় ॥

পূর্ব্বদেশ অর্থ্যাৎ বর্ত্তমান বাংলাদেশে গোঘাট নামক স্থানে কমলাক্ষ দ্বিজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। মাতা ভাগ্যবতী, ভ্রাতা মহেশ পণ্ডিত, পত্নী দুঃখিনী, শ্বশুর তপন, পুত্র রামভদ্র, কন্যা রসমঞ্জরী, জামাতা-গোপাল বল্লভ। নারায়ণের বরে ভীম একাদশী দিনে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ নামে আবিষ্ট রহিয়া অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হন। বিদ্যানিধি ভট্ট নামক এক দিগ্বীজয়ীকে পরাভব করে কৃষ্ণ উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে তপন বিপ্র দুহিতা দুঃখিনী সহ বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তারপর পিতা মাতার অন্তর্দ্ধান ঘটিলে পারলৌকীক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করতঃ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অবস্থান করেন। কিছুকাল পরে শ্রী-গৌরাঙ্গ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র রূপে আবির্ভূত হন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত পত্নী দুঃখিনী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গে পুত্ররূপে পরিপরিচর্য্যাদি করেন। একদা একাদশী দিনে শ্রী.গৌরাঙ্গ জগদীশ পণ্ডিত সমীপে গিয়া তাঁহার নৈবেদ্য গ্রহণ করতঃ আপনার স্বরূপ দর্শন করান। কত কাল গৌরাঙ্গ লীলায় সেবা করিয়া শ্রীবাস গৃহে সংকীর্ত্তন লীলা, কাজী উদ্ধার প্রভৃতি লীলা সন্দর্শন করিলেন। জীবোদ্ধারে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিবার জন্য মনস্থ্য করিলেন। অন্তরে জানিয়া জগদীশ পণ্ডিত নবদ্বীপের অবস্থানের আকাঙ্খা বর্জ্জন করিলেন। অন্যত্র থাকিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবা করিবার মানসে গৌরাঙ্গের আদেশ লইয়া পত্নী দুঃখিনীকে ভ্রাতা মহেশের সমীপে রাখিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া পরম আকুতি সহকারে শ্রীজগন্নাথের স্তুতি নতি করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন প্রদান পূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন জগদীশ পণ্ডিত বলিলেন—

তথাহি—৮ম বর্ন

"তোমার যে কলেবর, আছয়ে বৈকুণ্ঠ স্থল,
শ্রীমন্দিরেক উত্তরাংশে।
যদি তব কৃপা পাই, সেই মূর্ত্তি লইয়া যাই,
সেবা প্রকাশিব গৌড়দেশে ॥

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ দেবের নির্দ্দেশ অনুরূপ শ্রীবিগ্রহ পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া গৌড় দেশে আগমন করতঃ যশোড়ায় সেবা স্থাপন করেন। শ্রীজগন্নাথ স্থাপন বার্ত্তা সর্ব্বত্র ব্যাপিত হইল। সেই দেশের রাজা আসিয়া দর্শন করিলেন এবং ভাবিলেন "এত ভারী বিগ্রহ পৃষ্ঠ করিয়া আনা সম্ভবপর নহে। রাজা জগন্নাথ স্পর্শ করিয়া তুলিতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজা জগদীশ পণ্ডিতের চরণে লুণ্ঠিত হইলেন এবং শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য কিছু ভূমি দান করিলেন।

এই ভাবে শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তার পর ভ্রাতা মহেশের বিবাহ দিলেন। মহেশ পণ্ডিত বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করিলেন। এদিকে মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। তথা হইতে যশোড়ায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের গৃহে আসেন। তথায় দুঃখিনী মায়ের সমীপে পরমান্ন ভক্ষণ বাসনা করিলে মাতা দুঃখিনী প্রেমাবেশে হস্ত দ্বারা পরমান্ন আবর্ত্তন করায় মহাপ্রভুর হস্তে জ্বালা সঞ্চার ঘটিল। এই ভাবে নিতাই গৌরাঙ্গ যশোড়ায় তিন দিন অবস্থান করেন। সে সময় জগদীশের তিন পুত্র কৃষ্ণভক্তি বহির্ম্মুখতার জন্য অকাল মৃত্যু বরণ করেন। আর গৌর বিচ্ছেদে দুঃখিনী মাতা ব্যাকুলিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন তুমি আমার শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মান কর আমি তাহাতে প্রকট হইব। গৌরাঙ্গ চলিয়া গেলে এক ভাস্কর শ্রীমূর্ত্তি নির্মানের জন্য অসিলেন। তিনি রাত্রে অবস্থান করিয়া অপ্রাকৃত ভাবে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মান করতঃ দুঃখিনীর দরজার সমীপে শ্রীমূর্ত্তি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। দুঃখিনী শ্রীমূর্ত্তি পাইয়া পরম বাৎসল্যে সেবা করিতে লাগিলেন। তারপর শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি দরশন উপলক্ষ্যে পুনরায় যশোড়ায় আগমন করতঃ অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি একত্রে ভোজন লীলা প্রকাশ করতঃ দুঃখিনী মায়ের মনবাসনা পূর্ণ করিয়া গৌর গোপাল নাম ধারন পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। অদ্যাপি সেই শ্রীজগন্নাথ ও গৌরগোপাল শ্রীপাট যশোড়ায় বিরাজিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাওয়ার কালে জগদীগ পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং দক্ষিণ ভ্রমন অন্তে নীলাচলে আসিয়া প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌড় দেশে পাঠাইলেন। তৎসঙ্গে ভগবান আচার্য্য খঞ্জকে পুত্র বর দিয়া পাঠাইলেন এবং পুত্রকে জগদীশ পণ্ডিতকে অর্পন পূর্ব্বক ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিলেন। দেশে আসিয়া ভগবান আচার্য্যের পুত্র হইলে সেই পুত্র রঘুনাথাচার্য্যকে জগদীশ পণ্ডিত সমীপে রাখিয়া প্রভুর সমীপে নীলাচলে আগমন করিলেন।

জগদীশ পণ্ডিত রঘুনাথাচার্য্যকে অধ্যয়ন করাইয়া দীক্ষা-শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীপাট মালীপাড়ায় অবস্থান করাইলেন এবং দূর্গাপুর বাসী কমলাকান্তকে দীক্ষা প্রদান করেন। কিছু দিন পর পুত্র রামভদ্র ও কন্যা রসমঞ্জরীর জন্ম হয়। নিত্যানন্দ কন্যা গঙ্গাদেবীর পুত্র গোপাল বল্লভের সহিত কন্যা রসমঞ্জরীর বিবাহ প্রদান করেন। তারপর কিছুকাল লীলা প্রকাশের পর পৌষ মাসে শুক্লা তৃতীয়াতে অন্তর্দ্ধান করেন। এই ভাবে জগদীশ পণ্ডিত গৌর লীলায় সেবা করত অন্তর্দ্ধান করেন। আলোচ্য গ্রন্থে জগদীশ পণ্ডিতের লীলা কাহিনী বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক আনন্দ দাস। তাঁহার গুরুপরম্পরা যথা—
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—জগদীশ পণ্ডিত—রঘুনাথাচার্য্য—ভাগবতানন্দ—প্রেমানন্দ—রাধাচরন—আনন্দ দাস। শ্রীভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি ১ম বর্ণ

'ভাগবতানন্দ পদ, মোর ধন সম্পদ,
তাঁর আজ্ঞা হৈল প্রত্যাদেশ।
সে প্রভুর অভিমত, শ্রীজগদীশ চরিত,
বর্ণিল আনন্দ চন্দ্র দাসে॥

তথাহি — ২য় বর্ণ

জয় ভাগবতানন্দ প্রভু কৃপাময়। কৃপা কর মো পামরে হইয়া সদয়॥
সৌভাগ্য সফল মোর হইল জনম। তেঁহ দেখিলাম আমি রাঙ্গা চরণ॥
উনত্রিংশে ভাদ্র আমি নিদ্রাতে কাতর। হেনকালে দেখিলু অপূর্ব কলেবর॥
সুবর্ণ জিনিয়া সেই চরনের শোভা। কোটি সূর্য্য জিনি দেখি শ্রীঅঙ্গের শোভা॥
বদন সুন্দর দেখি চন্দ্র কলঙ্কিত। সে মহাপুরুষ মোর সাক্ষাতে বিদিত॥
হাসিয়া কহেন মোরে মধুর বচন। জগদীশ চরিত্র তুমি করহ বর্ণন॥
আমি মুর্খ কি বর্ণিব ভাবিত অন্তরে। ভয়ে ভীত হৈল চিত্ত বাক্য নাহি স্ফুরে॥
ভীত দেখি পুরুষ রতন কহে মোরে। আনন্দ কদাচ ভয় না কর অন্তরে॥
ভাগবতানন্দ আমি নিশ্চয় জানিবে। অবশ্য আমার আজ্ঞা পালন করিবে॥

তোমার মুখেতে আমি করিব বর্ণন। ভক্তগণ করিবেন অবশ্য গ্রহণ ॥
কৃপা করি প্রভু মোরে এই আজ্ঞা কৈল। হেনই সময়ে মোর নিদ্রা ভঙ্গ হইল ॥
জাগি সেই মূর্ত্তি আর নহিল দর্শন। আজ্ঞা পালনের লাগি ব্যগ্র হৈল মন ॥

এইভাবে শ্রীভাগবতানন্দের স্বপ্নে দর্শন ও আজ্ঞা পাইয়া তাঁহারই কৃপাশক্তি বলে আনন্দ দাস এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ব্যাতীত আনন্দ দাসের পরিচয় জানা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশে "জগদীশ পণ্ডিতের শাখা বর্ণন" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথীশালার ১৬৬৭ নং পুঁথী। পুঁথীর বিবরণ ॥ অসম্পুর্ণ পুঁথী, তুলোট কাগজে লেখা আকার ১০×৫১. পত্র সংখ্যা—১, পংক্তি সংখ্যা—১২, প্রায় ১০০ বৎসরের পুরানো ? হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন 'জগদীশ চরিত্র বিজয়' গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথী শালার—২৪০১ নং পুঁথী। পুঁথীর বিবরণ, অসম্পূর্ণ পুঁথী, তুলোট কাগজে লেখা, আকার —১২।৫ পত্র সংখ্যা —২—৪৯, পংক্তি সংখ্যা—৯ সময় কাল —১৭৩৭ শকাব্দ। মুদ্রিত পুঁথী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথী বিভাগের শ্রীতুষার কান্তি মহাপাত্র (সেক্রেটারী বেঙ্গলী মেনস্ক্রিপ্টস্ এণ্ড পিরিয়ডিক্যালস) মহাশয়, শ্রীমতী শ্যামলী নাথ এম এ ও শ্রীমতী আর্য্যা সরকার এম এ মাধ্যমে পাঠোদ্ধার করিয়া প্রদান করিয়াছেন ॥ তাঁহার এই মহানুভবতায় তাঁহাকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। আর শ্রীমতী শ্যামলী নাথ এম এ ও শ্রীমতী আর্য্যা সরকার এম এ আত্মত্যাগের জন্য ও জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। মহাপ্রভু সবার কল্যান বিধান করুন। আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে আমার ক্রটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। সুধী ভক্ত মণ্ডলী নিজগুনে ক্ষমা করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের লীলা রস মাধুর্য্য আস্বাদনে তৃপ্ত হউন। জয় নিতাই, জয় জগদীশ পণ্ডিত, জয় তাঁর পার্ষদবর্গ।

শ্রীশ্রীপ্রানকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির	ইতি,
জগদ্ গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর-	নিবেদক
পুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা	শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
পোঃ—হালিসহর,উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ	দীন
১৪০২ সাল ১লা মাঘ	কিশোরী দাস

গ্রন্থকার শ্রীআনন্দ দাসের শ্রীগুরু বংশের বিশেষ পরিচিতি

(শ্রীপঞ্চানন গোস্বামী সংকলিত বংশাবলী গ্রন্থ ধৃত)

রাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ গণের আদি পুরুষ--

দক্ষ পুত্র সুলোচন (চট্ট গাঞি) পুত্র (বাসুদেব, মহাদেব) মহাদেবের পুত্র (মহীধর, শ্যামল, চলহ, হলধর) হলধর পুত্র (নায়িদেব, কৃষ্ণদেব, রূপদেব) নায়িদেবের পুত্র বরাহ পুত্র শ্রীধর অধ্বর্য্যু পুত্র বহুরূপ চট্টো (বল্লালী কুলীন) পুত্র গোবিন্দ পুত্র চক্রপানি পুত্র শ্রীকর (খনিয়া চাটুতী) পুত্র উষাপতি পুত্র কামদেব পুত্র কন্দর্প পুত্র শ্রীবর পুত্র (অরবিন্দ, শতানন্দ, মনোহর, বৃহস্পতি, বনমালী, প্রিয়ঙ্কর, গোবর্দ্ধন, বাসুদেব) শতানন্দ (পত্নী দেববালা) পুত্র (খঞ্জ ভগবান আচার্য্য, গোপাল ভট্টাচার্য্য) খঞ্জ ভগবান আচার্য্য (পত্নী কমলা) পুত্র (রঘুনাথ আচার্য্য. রমানাথ আচার্য্য) রঘুনাথ আচার্য্য পুত্র ভাগবতানন্দ পুত্র প্রেমানন্দ পুত্র রাধাচরণের পুত্র আনন্দ দাস।

শ্রীরাধাচরণের "পুত্রের নাম অজ্ঞাত" বলিয়া উল্লেখ থাকায় আনন্দ দাস পুত্র কিংবা শিষ্য বলা কঠিন)

শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য পুত্র ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে শ্রীআনন্দ দাস
শ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয় গ্রন্থ রচনা করেন

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত সূচক

জগদীশ পণ্ডিত জয় জয়।
গোঘাট নিবাস ছাড়ি, জগন্নাথ মিশ্র বাড়ী,
যেঁহ আসি করিলা আশ্রয়॥
অনুজ মহেশ লৈয়া, সঙ্গেতে দুঃখিনী জায়া,
মিশ্রের সহিত সখ্যভাব।
শচীমা দুঃখিনী সনে, সখ্যতা আনন্দ মনে,
সদা ভক্তি রসের আলাপ॥
কতেক দিবস পরে, জগন্নাথ মিশ্র ঘরে,
মহাপ্রভু হৈলা অবতীর্ণ।
একাদশী ব্রতজানি' খাইলা নৈবেদ্য আনি,
তাহাতে জন্মিলা ভক্তি চিহ্ন॥
ঈশ্বর লক্ষণ দেখি, পণ্ডিত হৈলা মহাসুখী,
সেবা করে বাৎসল্যের রসে।
দুঃখিনী পিয়ায় স্তন, ক্রোড়ে করি সর্ব্বক্ষণ,
মুখ দেখি আনন্দেতে ভাসে॥
তবে কতদিন গেল, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কৈল,
জগদীশ দুঃখীত হৃদয়।
গৌরাঙ্গের মন জানি, মনে মনে অনুমানি,
নীলাচলে করিলা বিজয়॥
নাচি জগন্নাথ আগে, ভক্তি কৈলা অনুরাগে,
জগন্নাথ স্বপনে কহিল।
বর লেহ মোর ঠাঁই, যাহ চাহ দিব তাই,
পণ্ডিত বর মাগিয়া লইল॥
তব পূর্ব্ব কলেবর, মোরে দেহ এই বর,
শুনি প্রভু প্রসন্ন হইলা।

রাজস্থানে দেওয়াইল, কান্ধে করি লৈয়া আইল
যশোড়ায় প্রকট করিলা॥
মহাপ্রভু জগন্নাথে, দেখিয়া বিস্ময় চিতে,
পণ্ডিতেরে কহে মৃদু ভাষে।
তুমি এই স্থানে রহ, মোরে তুমি আজ্ঞা দেহ,
আমি করি নীলাচলে বাস॥
শুনিয়া দুঃখিনী কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে
যেন ক্ষেপা পাগলিনী প্রায়।
তবে প্রভু বাল্যরসে, জানিয়া ভকতি বশে,
সেই তনু হৈল দুই কায়॥
তরে এক তনু মিল, গৌর গোপাল নাম থুইল,
সেবা করে বাৎসল্যের ভাবে।
এইমত দিবানিশি, কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভাসি,
নিস্তারিল আপন প্রভাবে॥
পণ্ডিত গোসাঁইর গুণে, কে করিবে বাখ্যানে,
যার শাখা রঘুনাথাচার্য্য।
যাঁর পিতা ভগবান, খঞ্জন আচার্য্য নাম,
মালিপাড়ায় প্রকাশিল আর্য্য॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সঙ্গে লৈয়া ভক্ত বৃন্দ,
যশোড়া আলয়ে সদা বাস।
বৈষ্ণবের আদেশে, পাইয়া কিছু অবশেষে,
বিরচিল গদাধর দাস॥

—০—

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

শ্রীজগদীশ চরিত বিজয়

— প্রথম বর্ণ —

ঃঃ মঙ্গলাচরণ ঃঃ

১ আমি বন্দি সাবধানে।
যদি কৃপা হয় ময়ি মূর্খ দীন হীনে॥
জয় জয় শচীসুত জয় দয়াময়।
জয় প্রকাশাবতার নিত্যানন্দ রায়॥
তথাহি॥ —
নিত্যানন্দ মহং বন্দে কর্ণে লম্বিত মৌক্তি কং।
চৈতন্যাগ্রজ রূপেন পবিত্রী কৃতভূতলং॥
জয় নিত্যানন্দ প্রভু করুনা সদ্ম।
ভক্তি ভাবে বন্দি আমি তার পাদপদ্ম॥
বন্দিলাম একমনে চৈতন্য নিতাই।
জীবনিস্তারিতে দেখ আর কেহ নাই॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় পদ্মাবতী সুত নিত্যানন্দ রায়॥
জয় অদ্বৈত আচার্য্য ভক্ত রাজ।
প্রেমভক্তি যিঁহ প্রবর্ত্তাইল ক্ষিতিমাঝ॥
তথাহি॥ —
বন্দে আচার্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরং।
যস্যজ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যাবতরেদ্ভুবি॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভক্ত অবতার।
শিরে ধরি বন্দি আমি চরন তাঁহার॥
ভক্তাবতার প্রভুর অভিন্ন স্বরূপ।
জীবের মনেরতম নাশে নানা রূপ॥
জীবের নিস্তার হেতু করেন হুঙ্কার।
তাঁহার হুঙ্কারে বিশ্ব হৈল চমৎকার॥
রাত্রি দিবা প্রভুসদা করে হুহুঙ্কার।
সে হুকারে আবির্ভাব ব্রজেন্দ্র কুমার॥
আবির্ভাব হৈয়া প্রভু তাঁরে আজ্ঞা দিল।
সে আজ্ঞা পাইয়া তিঁহ মনেতে জানিল॥
নবদ্বীপে শচীগৃহে হৈব অবতার।
জানিয়া অদ্বৈত প্রভু আনন্দ অপার॥
জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এতদিন পরে প্রভু মোরে কৈল ধন্য॥
ধন্য ধন্য হৈল মোর জনম সফল।
আপনাকে ধন্য মানি পাই কৃপা বল॥
এরূপে অদ্বৈত প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
করাইলা আপনে চৈতন্য অবতার॥
তথাহি॥ —
গদাধর মহং বন্দে সহ শ্রীবাস পণ্ডিতং।

---

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথী শালার ২৪০১ নং পুঁথীর প্রথম পাতা না থাকায় প্রারম্ভের ১৮ পুংক্তি পাঠোদ্ধার করিয়া প্রদান সম্ভব হইল না।

চৈতন্যস্য প্রেমপাত্রৌ ভক্ত শক্ত্যবতারকৌ ॥
জয় জয় গদাধর চৈতন্যের শক্তি।
তার পাদপদ্মে আমি করি নতিস্তুতি ॥
চৈতন্যের প্রিয় ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত।
তাঁহার চরিত্র দেখ ভুবন বিদিত ॥
করি দণ্ডবৎ করি সে পদারবিন্দে।
তত্ত্ববার্ত্তা জানাও প্রভু ময়ি মূঢ় মন্দে।
পঞ্চ তত্ত্বাত্মক প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
অবতার করিলেন কলিযুগ ধন্য।
কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন।
বাহুতুলি হরি বলি করহ নর্ত্তন ॥
হরিনাম মহামন্ত্র মনে কর সার।
হরিনাম বিনা জীব গতি নাহি আর ॥
এই বাক্য মহাপ্রভু কহি উচ্চঃ স্বরে।
যাচিয়া হরির নাম দেন যারে তারে ॥
এইমত নিজ ভক্ত সনে আজ্ঞা কৈল।
আজ্ঞা পাইয়া হরিনাম সভে বিলাইল ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুনা সাগর।
কৃপা করি উদ্ধারিলা যতেক পামর ॥
প্রভুর শাখা এক জগদীশ পণ্ডিত।
তাঁহার চরিত্র দেখ জগত বিদিত ॥
তথাহি ॥ —
জগদীশমহং বন্দে দুঃখিনীবান্ধবং প্রভুং।
চৈতন্য প্রেম বিভ্রান্তং দুঃখৈক কাতরং ॥
জয় জয় জগদীশ লইনু শরন।
কৃপা করি দেহ মোরে ও রাঙ্গাচরন ॥
আমি মূঢ়াধম অতি না জানি ভজন।
মোরে কৃপা কর দুঃখিনীর প্রানধন ॥
চৈতন্যের প্রেমে প্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষন।
দিবানিশি কহে গৌর মোর প্রানধন ॥
উর্দ্ধবাহু করি প্রভু এই বাক্য কন।
একমনে লহ জীব চৈতন্য শরণ ॥
ভজ চৈতন্য লহ চৈতন্যের নাম।
চৈতন্য ভজিলে সভে পাবে পরিত্রান ॥
আপনে চিন্তেন সদা চৈতন্য চরন।
চৈতন্য বলিয়া প্রভু করেন নর্ত্তন ॥
কভু নাচে গায় কভু উর্দ্ধমুখে ধায়।
ধুলায় পড়িয়া কভু গড়াগড়ি যায় ॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীচৈতন্য মোর প্রান ধন।
ইহা কহি প্রেমে ভ্রান্ত কি রাত্র কি দিন ॥
যদি দীন হীন দুঃখী কাতর দেখেন।
চৈতন্যের নাম রত্ন তাহারে যাচেন ॥
দয়া কর জগদীশ জগত পালক।
রঘুনাথচার্য্য প্রভু যাঁহার সেবক ॥
তাঁহার বন্দনা বর্নি কি শক্তি আমার।
আত্ম শুদ্ধ হেতু কিছু করি পরিহার ॥
তথাহি ॥ —
রঘুনাথ পদদ্বন্দং বন্দে পরম মঙ্গলং।
সর্ব্বমাধুর্য্য সারা নামাধীশং হৃদয়েযৎ সর্বং ॥
রঘুনাথচার্য্য প্রভু করুনা সাগর।

কৃপা করি উদ্ধারিলা যতেক পামর ॥
সর্ব্ব মাধুর্য্যে সার যার নামাধার।
হৃদয়ে আনন্দ বাড়ে কৃপায়ে যাহার ॥
যাঁহার চরণ যুগ পরম মঙ্গল।
সে চরণ বন্দি আমি করি ভক্তি বল ॥
ভক্তি ভাবে ভজে যে রঘুনাথ চরণ।
অবশ্য করেন সিদ্ধ তাহার মন ॥
শ্রীরঘুনাথের শাখা ভাগবতানন্দ।
যাঁর কৃপা জীবের ঘুচায় ভববন্ধ ॥
তথাহি ॥ —
শ্রীমদ্ভাগতানন্দ মানন্দ গুন মন্দিরং
করুনা বরুনা গারং তমাভীষ্ট মুপাসহে ॥
জয় জয় ভাগবতানন্দ মহাশয়।
কৃপা কর মো অধমে প্রভু কৃপাময় ॥
গুণগ্রাহী প্রভু অন্ধজনার নয়ন।
জ্ঞানহীন জনে প্রভু দেন তত্ত্ব জ্ঞান ॥
অপার করুনা তাঁর বর্ণন না যায়।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয় যাঁহার কৃপায় ॥
সে চরন বিনা আমি নাহি জানি আর।
কোটি দণ্ডবৎ করি চরণে তাঁহার ॥
আমি মূঢ় কি জানিব তাঁহার চরিত।
পূর্ব্বেতে শ্রীকৃষ্ণনাম আছিল বিখ্যাত ॥
ভাগবত পাঠ কৈলা শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাত।
তাঁর পাঠ শুনি প্রভু হৈল মহাপ্রীত ॥
শুনিয়া তাঁহার মুখে ভাগবতামৃত।
শ্রীমূর্ত্তি হইতে সাক্ষাত হইল বিদিত ॥
তাঁহার বচনে প্রভু মহাসুখ পাইল।
আপনার বস্ত্র তাঁর মাথে আনি দিল ॥
দেখি গৌর ভক্তবৃন্দের হইল আনন্দ।
সভে নাম রাখিলেন ভাগবতানন্দ ॥
এসব বৃত্তান্ত লেখি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
ক্ষম মোর এই দোষ করুণা করিয়া ॥
মহান্ত বৃত্তান্ত লেখি মনের সুসাধ।
কৃপা করি ক্ষেমিবে ইহার অপরাধ ॥
কি লিখি না বুঝি আমি সদাই বিকল।
যে লেখায় লিখি মাত্রতব আজ্ঞাবল ॥
প্রভুতব এক শাখা শ্রীল প্রেমানন্দ।
যাঁহার কৃপাতে জীব পায় পরানন্দ ॥
তথাহি ॥ —
অজ্ঞানাবৃত লোকানাং দিব্যজ্ঞান বিতারিনং।
করুণা পূরিতঃ স্বান্তং প্রেমানন্দ মহং ভজে ॥
শ্রীযুক্ত গোসাঞি প্রেমানন্দ জয় জয়।
প্রেমামৃত সিন্ধু প্রভু সর্ব গুণ ময় ॥
অজ্ঞান আবৃত্ত লোক আছে ভব কূপে।
উদরে পূরিয়া কাল কাটে কোন রূপে ॥
জনম আন্ধুয়া যেন কিছুই না জানে।
স্থানাস্থান নাহি বুঝে সমরাত্র দিনে ॥
মাতৃহীন শিশু যৈছে দুঃখেতে বেড়ায়।
তেন মত জীব ভবে মিথ্যা আইসে যায় ॥
এ সব জীবেরে প্রভুদিব্য জ্ঞান দিয়া।

পার কৈলেভব নদী করুণা করিয়া ॥
ভব ভয়ে ভাবিত হৈয়াছে মোর মন।
বন্দিয়া চরণ তব লইনু শরণ ॥
বন্দি তব শাখা রাধাচরণ মহাশয়।
যাঁহার কৃপাতে জীব আনন্দ হৃদয়,
তথাহি ॥ —
রাধার চরণ কৃপাব্ধে ত্বামহ মধমো বন্দে।
ভববিট খাতগতান্ধে কুরু করুনাময়িমন্দে ॥
জয় প্রভু শ্রীরাধাচরণ কৃপাসিন্ধু।
জীবের নিস্তার হেতু তুমি হও বন্ধু ॥
ভববিটখাতে জীব গতায়াত করে।
সেই ভব কূপে আমি আছি মহাঘোরে ॥
মূঢ় দুরাচার অতি সদামন্দ মন।
দীন হীনাধম তাহে বিহীন ভজন ॥
করুনা করহ প্রভু বন্দিনু চরন।
ভব হৈতে উদ্ধারহ লইনু শরন ॥

তথাহি ॥ —

স্থিরবিদ্যুম্মতাকান্তিমম্বুদাম্বরধারিনীং।
রাধিকাং শস্বরূপাং তাং শ্রীললক্ষীপ্রিয়াং ভজে ॥
সুস্থির বিদ্যুৎ জিনি চরনের আভা।
সুধাকর জিনি নখচন্দ্রিমার শোভা ॥
তদুপরি মেঘাম্বর অতি সুশোভিত।
সুন্দর দেখিতে তাহে সুবর্ণের-রচিত ॥
বন্দিনু আনন্দ মনে চরন তাঁহার।
সে অঙ্গ বর্নিতে শক্তি না হয় আমার ॥

ব্রজপুরে ব্রজেশ্বেরী রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর অংশ স্বরূপিনী ইহা আমি জানি ॥
স্মরন মনন মোর বন্দন ভজন।
অর্চ্চন করিতে সদা ও রাঙ্গা চরণ ॥
আমি মূঢ় মন্দবুদ্ধি অতি দুরাচার।
ও চরণবিনা গতি নাহিক আমার ॥
বন্দনা করিতে নাহি বুঝি গুন দোষ।
এ মূর্খ কিঙ্করে নাকরিবা কিছু রোষ ॥
আত্মগুরুবর্গ কিছু করিল বন্দন।
এবে প্রভুভক্তগনে করিব স্তবন ॥

তথাহি ॥—

শ্রীরূপের শ্রীচরণ, যতনে করি বন্দন,
যাহে ভব ভয় যায় দূরে।
ও চরণ ভজে যেই, শ্রীচৈতন্য পায় সেই,
কৃপা কর ময়ি দুরাচারে ॥
জয় জয় সনাতন, চৈতন্যের প্রানধন,
বিখ্যাত এ জগত সংসারে।
তাঁহার যুগ্মচরণ, মস্তকে করি বন্দন,
যদি অনুগ্রহ হয় মোরে ॥
জয় ভট্ট রঘুনাথ, কর মোরে আত্মসাথ,
ভজন সাধন হীন মন্দে।
তব পাদ পদ্ম ভজি, সেরূপে বিষয় ত্যজি,
কৃপাকর ময়ি মূঢ় মন্দে ॥
জয় শ্রীজীব গোসাঞি, নিবেদিয়ে তব ঠাঞি,
দেহ এ অধমে পদ ছায়া।

বন্দিলাম ও চরন, শুদ্ধকর মোর মন,
কৃপাকর কৃপাদৃষ্টি দিয়া ॥
জয় শ্রীভট্ট গোপাল, মায়া সাগর প্রবল,
তাহে মুঞি আছি মগ্ন হৈয়া।
সে মায়া করহ দূর, দেখিবেন ব্রজপুর,
বিষয় বাসনা ভিয়া গিয়া ॥
জয় রঘুনাথ দাস, হই যেন তব দাস,
এ মোর মনের বাঞ্ছা হয়।
দুঃখহারী ও চরন. আমি তাহে দীন হীন,
বন্দি আছি সংসার মায়ায় ॥
এ সংসার মায়া হৈতে, কাড় মোরে দীন নাথে,
গতি নাহি ও চরন বিনে।
বন্দি তব পদ দ্বয়, দূর কর কুবিষয়,
নিবেদন করি ও চরনে ॥
জয় চৌষট্টি মহান্ত. যাসভা গুনের অন্ত
দেখা নাহি পায় দেবগন।
আমি অতি মন্দ মন, তবু করি সুযতন,
বন্দিলাম তা সভা চরন ॥
নবদ্বীপবাসী যত, শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত
বন্দি আমি দন্তে ধরি তৃন।
অপরাধ ক্ষেমা দিয়া, সকলে প্রসন্ন হৈয়া,
সিদ্ধ কর আমার মনন ॥
বাস করি বৃন্দাবন, আছেন বৈষ্ণবগণ.
বন্দি আমি তা সভার চরন।
নীলাচলবাসী যত, প্রভুভক্ত অবিরত,
তাঁহা বন্দি করি এক মন ॥
দেশ দেশান্তরে বৈসে, মহাপ্রভুর দাস দাসে
তাঁসভা চরণে করি আশ
জনমে জনমে যেন, পাই আমি সে চরণ,
হই প্রভু ভক্ত দাস দাস ॥
সকল বৈষ্ণবগণ, করি আমি বন্দন,
শক্তি নাহি বুদ্ধি সূক্ষ্ম নয়।
আপনার বুদ্ধিমত, বন্দিয়ে বৈষ্ণব যত,
কৃপা কর হইয়া সদয় ॥
ভাগবতানন্দ পদ, মোরধন সুসম্পদ,
তাঁর আজ্ঞা হৈলা প্রত্যাদেশে।
সে প্রভুর অভিমত, শ্রীজগদীশ চরিত,
বর্ণিল আনন্দ চন্দ্র দাসে ॥

— ০ —

ইতি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র বিজয়ে
মঙ্গলাচরনং নাম প্রথমো বর্ণঃ ॥

— দ্বিতীয় বর্ণ —

শ্রীমদ্ভাগবতানন্দ নিদেশং স্বপতঃ পরং।
প্রাপ্য শ্রীজগদীশস্য চরিত্রং বর্ণ্যতেময়া ॥
জয় ভাগবতানন্দ প্রভু কৃপাময়।
কৃপা কর মো পামরে হইয়া সদয় ॥
সৌভাগ্যসফল মোর হইল জনম।
তেঁই দেখিলাম আমি সে রাঙ্গা চরণ ॥
উনত্রিংশে ভাদ্রে আমি নিদ্রাতে কাতর।

হেনকালে দেখিলুঁ অপূর্ব্ব কলেবর ॥
সুবর্ণ জিনিয়া সেই চরণের শোভা।
কোটি সূর্য্য জিনি দেখি শ্রীঅঙ্গের আভা ॥
বদন সুন্দর দেখি চন্দ্র কলঙ্কিত।
সে মহাপুরুষ মোর সাক্ষাতে বিদিত ॥
হাসিয়া কহেন মোরে মধুর বচন।
জগদীশ চরিত্র তুমি করহ বর্ণন ॥
আমি মূর্খ কি বর্ণিব ভাবিত অন্তরে।
ভয়ে ভীত হৈল চিত বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
ভীত দেখি পুরুষ রতন কহে মোরে।
আনন্দ কদাচ ভয় না কর অন্তরে ॥
ভাগবতানন্দ আমি নিশ্চয় জানিবে।
অবশ্য আমার আজ্ঞা পালন করিবে ॥
তোমার মুখেতে আমি করিব বর্ণন।
ভক্তগণ করিবেন অবশ্য গ্রহণ ॥
কৃপা করি প্রভুমোরে এই আজ্ঞা কৈল।
হেনই সময়ে মোর নিদ্রাভঙ্গ হইল ॥
জাগি সেই মূর্ত্তি আর নহিল দর্শন।
আজ্ঞা পালনের লাগি ব্যগ্র হৈল মন ॥
আত্মবার্ত্তা গ্রন্থে লিখি হইয়া পাগল।
ভালমন্দ নাহি বুঝি প্রভু আজ্ঞা বল ॥
শ্রীজগদীশের ভক্ত হইবে যে জন।
অবশ্য এ গ্রন্থ তিহোঁ করিব গ্রহণ ॥
অন্যে কি বুঝিব এই গ্রন্থ বিবরণ।
সে বুঝিব জগদীশ যার প্রাণধন ॥

তথাহি ॥ —

শ্রীমতো জগদীশস্য পণ্ডিতস্য মহাত্মনঃ।
রূপং জন্ম তথা কর্ম্মশ্রূয়তাং বর্ণিতংময়া ॥

জয় জয় শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণ।
জগদীশ চরিত্র কথা করহ শ্রবণ ॥
কৃপা কর ময়ি মূর্খে হইয়া সদয়।
গ্রন্থের বর্ণন যেন সুচ্ছন্দেতে হয় ॥
পূর্ব দেশস্থিত দ্বিজ কমলাক্ষ নাম।
গয়ঘড় বন্দ্য ভট্য নারায়ণ সন্তান ॥
তাঁহার গৃহিণী অতি পতিব্রতা সতী।
তাঁর নাম বিখ্যাত শ্রীমতী ভাগ্যবতী ॥
ভাগ্যবতী সমতুল্য না দেখি সংসারে।
দিবারাত্র বিষ্ণুপূজা পরিচর্য্যা করে ॥
কমলাক্ষ বন্দ্য তিঁহো বিষ্ণু পরায়ন।
কায়মন বাক্যে করে বিষ্ণুর সেবন ॥
বিষ্ণুভক্তি তত্ত্ব বিনা বাক্য নাহি মুখে।
বিষ্ণুনাম গ্রহণে থাকেন মহাসুখে ॥
ভক্তিভাবে দোঁহে করে বিষ্ণু আরাধন।
ভক্তিতে প্রসন্ন হইলেন নারায়ণ ॥
দোঁহে আজ্ঞা কৈল প্রভু করি অনুগ্রহ।
যাহা অভিলাষ তাহা দোঁহে বর লহ ॥
বন্দ্য কহে যদি বর দিবে অকিঞ্চনে।
সুদৃঢ় ভকতি যেন রহে ও চরণে ॥
ধন পুত্র বিষয় না লয় মোর মনে।
মায়াজালে বদ্ধনা করিহ দীনহীনে ॥

প্রভু কহে মনে কিছু না কর সংশয়।
তুমি দোঁহে মোর প্রিয় জানিহ নিশ্চয়॥
বন্দ্য বলে প্রভু যদি তব কৃপা হয়।
এই বর তবে মোরে দেহ দয়াময়॥
বিষ্ণু পরায়ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
ভাগ্যবতী গর্ব্ভে মোর হউক নন্দন॥
শুনি প্রভু তাঁরে কহে সুপ্রসন্ন বাণী।
তব পুত্র হইবে বৈষ্ণব শিরোমনি॥
তাহা শুনি ভাগ্যবতী আনন্দিতা হৈল।
নন্দন বৈষ্ণব হৈব প্রভু আজ্ঞা কৈল॥
পুলকে পূর্ণিত দেবী ঝরে দুনয়ন।
কহে মোর গর্ব্ভে হইবে বৈষ্ণবাগমন॥
সৌভাগ্য আমার জন্ম সফল হইল।
বুঝি পূর্ব্ব জন্মে কিছু শুভ কর্ম্ম কৈল॥
সেই পূণ্য ফলে মোর এ সৌভাগ্য হৈব।
প্রভু আজ্ঞা কৈল পুত্র হইব বৈষ্ণব॥
মন সুখে করে সতী বিষ্ণুর সেবন।
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি পূজন বন্দন॥
এইমতে নানারূপে শ্রীবিষ্ণু সেবিল।
বহুদিন অন্তে দেবী গর্ব্ভবতী হৈল॥
এক দুই ক্রমে দশমাস পূর্ণ হৈল।
বিধি ব্যবহার মতে সর্ব্ব কর্ম্ম কৈল॥
ভাগ্যবতী দেখি বন্দ্য সন্তোষ অন্তর।
মহাতেজঃ পুঞ্জ প্রায় তাঁর কলেবর॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া বন্দ্য করেন বিচার।
বুঝি কোন মহান হইল অন্তর॥
মনসুখে কমলাক্ষ বিষ্ণু আরাধিল।
শুভক্ষণে ভাগ্যবতী পুত্র প্রসবিল॥
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে একাদশী তিথি।
ভীম একাদশী বলি লোকে যার খ্যাতি॥
দিবাশেষে অস্তগত দিবাকর হয়।
গোধূলি উত্তীর্ণ হইল সন্ধ্যার সময়॥
হেনকালে করে লোক সন্ধ্যা আরাধনা।
করতাল মৃদঙ্গাদি বাজায় বাজনা॥
ধূপদীপ জ্বালি লোকে বিষ্ণু পূজা করে।
আরতির শঙ্খ ঘন্টা বর ঘরে ঘরে॥
একাদশী রাত্রে লোক শ্রীহরি বাসরে।
হরে কৃষ্ণ নাম গান করে উচ্চৈঃ স্বরে॥
শুভলগ্ন শুভগ্রহ শুভক্ষেত্র রাশি॥
অবতীর্ণ জগদীশ সর্ব্বগুণ রাশি॥
একাদশী ব্রতী লোক আনন্দের হয়।
হেনকালে ভাগ্যবতী সুত্র প্রসবয়॥
অপূর্ব্ব সুন্দর সেই বালকর মূর্ত্তি।
একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে ভাগ্যবতী॥
চন্দ্রযেন নৃত্য করে সুন্দর বদন।
আকর্ণ পর্যন্ত ভুরু বিশাল লোচন॥
তিলফুল জিনি নাসা সুবিম্ব অধর।
দীর্ঘ কর্ণ যুগল ললাট মংনোহর॥
নিস্কণ্টক মৃনালের তুল্য দুই কর॥
হৃদি সুবিস্তার নাভী যেন সরোবর॥

নব্য দেশ অতিক্ষীণ নিতম্ব বিস্তার।
উরু দেখি লজ্জিত হইল করি কর॥
স্থলপদ্ম জিনি দুই চরণ কমল।
তাহে পঞ্চ পঞ্চ শ্রীঅঙ্গুলী সুনির্ম্মল॥
সেই অঙ্গুলীর নখ চন্দ্রের উদয়।
নিষ্প্রদীপ অরিষ্ট করিল আলোময়।
হরিদ্রা চম্পক জিনি সুপীত বরণ
বালকের অঙ্গে ব্যক্ত সর্ব্বসুলক্ষণ॥
দেখি ভাগ্যবতী দেবী ডাকিল বন্দ্য কে।
আসি কমলাক্ষ বন্দ্য পুত্র মুখ দেখে।
দেখিয়া পুত্রের প্রভা মনেতে বিস্ময়।
ভাগ্যবতী গর্ব্ভে মহাপুরুষ উদয়॥
ঈশ্বরাংশ চিহ্ন বালকের অঙ্গে দেখি।
পুলকে পুর্ণিত বিপ্রহৈল বড় সুখী॥
ধনধান্য আদি যাহা ছিল নিজ ঘরে।
মনের পীরিতে দান কৈল ব্রাহ্মণেরে॥
গায়ক নর্ত্তক আদি যতেক আইল।
অর্থ দিয়া বন্দ্য তাঁহা সভারে তোষিল॥
কমলাক্ষ গৃহে মহামহোৎসব হৈল।
শুনি প্রতিবাসী লোক দেখিতে আইল॥
দেখি বালকের মূর্ত্তি জন্মিল আহ্লাদ।
আনন্দে সকল লোক করে আশীর্ব্বাদ॥
সভে মিলি কৌতুকে যৌতুক আনি দিল।
কমলাক্ষ তাহাসব বিপ্রে বিলাইল॥
ভাগ্যবতী নিজ পুত্র কোলেতে লইয়া।
দরশন করে সদা নিমিষ ত্যজিয়া॥
ব্যবহার মতে এক বিংশ দিন গেল।
মাতা পুত্র স্নান করি গৃহেতে আইল॥
স্ত্রী পুত্র গৃহেতে আনি বন্দ্য মহাশয়।
বহুদান কৈল হই আনন্দ হৃদয়॥
তনয় পাইয়া সুখ বাঢ়ে দিনে দিনে।
বিষ্ণু আরাধয়ে দোঁহে পরম যতনে॥
এই রূপে ক্রমেতে পঞ্চম মাস গত।
ষষ্ঠ মাস বালকের হইল প্রবর্ত্ত॥
পুত্রে অন্নপ্রাশন করাইব ভাবি মনে।
আষাড় মাসেতে দিন কৈল শুভক্ষণে॥
পুত্র কোলে করি দোঁহে করিয়া শয়ন।
পুত্রের কি নাম রাখি করেন চিন্তন॥
জগত মোহন রূপ আমার তনয়।
জগত তারিবা ক্রিহ অনুমান হয়॥
মহানুভাবের চিহ্ন শরীরে অঙ্কিত।
তাতে জগদীশ নাম থুইতে উচিত॥
এতেক নিশ্চয় করি মহাসুখী হৈল।
প্রাতে উঠি বহু বিপ্র নিমন্ত্রন কৈল॥
শাস্ত্রবিধি মতে কৈল শ্রীঅন্নপ্রাশন।
জগদীশ নাম থুই আনন্দিত মন॥
মহামহোৎসব কৈল লই বিপ্রগনে।
নানাবিধ দান কৈল পুত্রের কল্যানে॥
ইহা বিস্তারিতে শক্তি নাহিক আমার।
সূত্ররূপে বর্ণিমাত্র প্রভুর কৃপায়॥

দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন ক্রমে পূর্ণ হয়।
তেনমতে জগদীশ ক্রমেতে বাঢ়য়॥
আমি মূর্খ দুরাচার অত্যন্ত পামর।
সুছন্দ বর্ণন গ্রন্থ না হয় সুন্দর॥
প্রভুর ভকত পদে করি পরিহার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
স্বপ্নে আজ্ঞা কৈল প্রভু ভাগবতানন্দ।
জগদীশ চরিত্র তুমি বর্ণহ আনন্দ॥
সেই আজ্ঞা বলে সে চরনে করি আশ॥
জগদীশ চরিত্র বর্ণে তাঁর দাস দাস॥
ইতিশ্রী জগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র
বিজয়ে জন্মান্ন প্রাশন বর্ণনং
নাম দ্বিতীয়ো বর্ণঃ॥

— ঃ —

— তৃতীয় বর্ণ —

যো বাল্যে বচনার্দ্ধোক্তৌ কৃষ্ণ নাম জপা বলং।
তং চিত্ররচিতং শ্রীমজ্জগদীশং ভজাম্যহং॥
জয় জয় জগদীশ করুনা সাগর।
করুনা করহ প্রভু মো বড় পামর॥
বাল্যকালে প্রভু যবে বাক্যস্ফুট হৈল।
রাধা কৃষ্ণ নাম সদা কহিতে লাগিল॥
আধ মুখে কহে কৃষ্ণ নাম সুমধুর।
শুমি ভাগ্যবতী দেবীর আনন্দ প্রচুর॥
কমলাক্ষে ডাকি সতী মহানন্দে কহে।
তব পুত্র প্রাকৃত মানুষ কভু নহে॥
বালক মুখেতে সর্ব্বক্ষন কৃষ্ণ কথা।
ঈশ্বর পার্ষদ ইঁহ জানিলু সর্ব্বথা॥
ক্ষুদিত হইলে সদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
জিহ্বা কৃষ্ণ নাম লয় নিদ্রাযুক্ত হৈলে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন।
কভু কৃষ্ণ নাম শুনি না করে রোদন॥
কৃষ্ণ নাম শুনি হয় সুহাস্য বদন।
কৃষ্ণ নামানন্দে কভু করয়ে নর্ত্তন॥
প্রতিবাসী দ্বিজপুত্র অনেক ডাকয়।
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন খেলা সদত খেলয়॥
মৃত্তিকাতে কৃষ্ণাকার পুতলী গঢ়য়।
নানা বনফুল দিয়া তাহাকে পূজয়॥
মোরস্থানে মিষ্টান্নাদি করিয়া গ্রহন।
মনস্থির করি কারে কৃষ্ণে সমর্পন॥
এইরূপ দিবানিশি কৃষ্ণ ভাবে রয়।
এ ঈশ্বর পরিকর জানিহ নিশ্চয়॥
শুনি বন্দ্য কহে তাঁরে শুনহ গৃহিনী।
ঈশ্বর পার্ষদ পুত্র তাহা আমি জানি॥
যতনেইঁহার তুমি করিহ পালন।
ইহাতে কৃতার্থ হইব আমরা দুজন॥
এইরূপে দুইজন মহানন্দ মনে।
পুত্র প্রতিপালন করেন রাত্রি দিনে॥
এ দোঁহার চরনে আমার নমস্কার।
মোর প্রভু জগদীশ নন্দন যাঁহার॥

শ্রীজগদীশের বাল্য লীলা সূত্ররূপে।
আপনা পবিত্র লাগি বর্ণিয়ে সংক্ষেপে॥
পঞ্চ বৎসর প্রভুর বয়ঃক্রম হৈল।
শুভদিন দেখি পিতা হাতে খড়ি দিল॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরন করি বিদ্যারম্ভ কৈল।
ষষ্ঠ মাসে প্রভুর লিখন সাঙ্গ হৈল॥
তবে প্রভু কতোদিনে পাঠ আরম্ভিল।
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে মন সমর্পিল॥
পিতা অনুরোধে করে লিখন পঠন।
তাহে বাধা জন্মে কৃষ্ণ চরন স্মরন॥
ভজনের বাধে প্রভু পাইয়া বেদনা।
শ্রীকৃষ্ণ চরনে করে এরূপ প্রার্থনা॥
সদা এই কর প্রভু করুনা করিয়া।
তব পদ ভক্তি যেন মায়া তিয়াগিয়া॥
বিষয় মায়াতে মোরে না কর বন্ধন।
নানা বিদ্যা দিয়া প্রভু না কর বঞ্চন॥
এই মত সদা করে কৃষ্ণ আরাধন।
গুরুর নিকটে থাকি না করে পঠন॥
যখন পাঠের বার্ত্তা গুরু জিজ্ঞা সয়।
কৃষ্ণের কৃপায় অভ্যাসিত যত কয়॥
ব্যাকরন অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলংকার স্মৃতি ন্যায় দর্শন সুল্যক॥
আগম নিগম আর পড়িল বেদান্ত।
সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তাযার নাহি পায় অন্ত॥
চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র লীলায় শিখিল।
পুরাতন পুরানাদি সকল পড়িল॥
এসমত নানা গ্রন্থ করি অধ্যয়ন।
শ্রীমদ্ভাগবত শেষে করেন পঠন॥
তাহে কৃষ্ণ তত্ত্ব বার্ত্তা সর্ব্বোত্তম পাইল।
সেই গ্রন্থ পাঠে প্রভু মনস্থির কৈল॥
কৃষ্ণের স্বরূপ করি গ্রন্থ পূজা করে।
অন্য গ্রন্থ চিন্তা নাহি প্রভুর অন্তরে॥
এইমত জগদীশ সকলি করিল।
অষ্টম বৎসরে অধ্যয়ন সমাপিল॥
গুরু অনুমতি লই নিজ গৃহে আইল।
সবিস্তারে পিতামাতার চরণ বন্দিল॥
পুত্র মুখ দেখি দোঁহে আনন্দিত মন।
পুত্র ক্রোড়ে করি স্নেহে করিল চুম্বন॥
বিবিধ মিষ্টান্ন আনি পুত্র পাশে দিল।
উত্তম সামগ্রী দেখি প্রভু হর্ষ হৈল॥
মন সুখে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পন করে।
কৃষ্ণের প্রসাদ আগে দিলা জননীরে॥
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্য লোকে বাটি দিল।
আপনে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ খাইল॥
কমলাক্ষ বন্দ্য দেখি পুত্রের চরিত।
হইলা আপন জনে মহা আনন্দিত॥
নবম বৎসর পুত্র বয়ঃ ক্রম হৈল।
তবে যজ্ঞ সূত্র দিব মনে বিচারিল॥
নিজাত্মীয় বর্গ আনি দিন স্থির কৈল।
দ্রব্য আহরণে বিপ্র সচেষ্টিত হৈল॥

জগদীশের শুভ বর্ণে কৃষ্ণের কৃপায় ॥
কাঁহা হইতে দ্রব্য আসি উপসন্ন হয় ॥
এইমত নানাবিধ সামগ্রী হইল ।
আত্মীয় কুটুম্ব সব নিমন্ত্রণ কৈল ॥
দেশে দেশে নিমন্ত্রণ কৈল বিপ্রগণে ।
আইলেন সভে উপনয়নের দিনে ॥
হইলেন আসি উপস্থিত বিপ্রগণ ।
যজ্ঞ সূত্র জগদীশ করিলা গ্রহণ ।
নানা উপহার সভাকারে ভুঞ্জাইল ।
কমলাক্ষ যথাযোগ্য সভারে তোষিল ॥
হইল প্রভুর উপনয়ন যে রূপে ।
গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে লিখিল সংক্ষেপে ।

—০—

প্রভু যজ্ঞ সূত্রধরি, প্রকটিল যে মাধুরী
তাহা দেখি নয়ন জুড়ায় ।
সে লাবণ্য দেখে যেই, নির্বিষয়ী হই সেই,
অনায়াসে কৃষ্ণপদ পায় ॥
সে চরন ভজে যিঁহ, পরম ভকত তিঁহ,
তাঁর সম নাহি ভাগ্যবান ।
জগদীশ কৃপা বলে, ভ্রমি সে গৌড়মণ্ডলে,
যারে তারে করে ভক্তিদান ॥
সর্ব শাস্ত্র দূরে রাখি, ভক্তির বড়াই লিখি
জীবে কৃষ্ণ ভক্তি লওয়াইল ।
এইমত জীব যত, হই প্রভু অনুগত,
কৃষ্ণ ভজন শক্তি পাইল ॥
জগদীশ কৃপা যারে, হেলে সেই ভব তরে,
বৃন্দাবন তার লভ্য হয় ।
তেঁই বলি কোন ক্রমে, নাপড় বিষয় ভ্রমে,
কর তাঁর চরন আশ্রয় ॥
ভজ সে পদারবিন্দ, ঘুচিবে এভব বন্ধ,
ইথে কিছু না কর সংশয় ।
সেই চরন প্রভাবে, মায়া সিন্ধু পার হবে,
এই বাক্য জানিহ নিশ্চয় ॥
জগদীশ গুন যত, তাহে যে করি গ্রন্থিত,
আমার নাহিক শক্তি হেন ।
বিষয়েতে বদ্ধ মন, স্থির নহে একক্ষন,
মায়াতে গৃহীত সর্ব্বক্ষন ॥
মায়ার দুষ্টতা ধর্ম্ম, লওয়াইল দুষ্ট ধর্ম,
ভক্তি পথে বিরোধ জন্মায় ।
মন হও অবধান, মায়া বড় বলবান,
কদাচিত যেন নাড়ু বায় ॥
জগদীশ পাদপদ্ম, তাহে মন করি বদ্ধ,
দূর করি সর্ব অন্য আশ ।
আপনি হইয়া সুখী, প্রভুগুন গ্রন্থে লিখি,
এই মোর হইল অভিলাষ ॥
যবে হেন মন হৈল, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ কৈল
প্রভু মোর ভাগবতানন্দ ।
সে প্রভুর আজ্ঞামত, জগদীশের চরিত,
বিরচিল এ আনন্দ দাস ॥

—০—

ইতি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র
বিজয়ে বাল্য লীলোপনয়ন
বর্ণনং নাম তৃতীয়োবর্ণঃ।

—০—

— চতুর্থ বর্ণ —

জয় জয় জগদীশ জয় দয়াময।
কৃপা কর মো পামরে হইয়া সদয় ॥
আমি দীন হীন মন্দ কুবিষয়ী নর।
অধমাকিঞ্চন তাহে অত্যন্ত পামর ॥
স্বপনে ভাগবতানন্দ আজ্ঞা পাই।
সেই আজ্ঞা বলে প্রভু তব গুন গাই ॥
কৃপা করি মো অধমে হও সুপ্রসন্ন।
কোনরূপে পূর্ণ হয় চরিত্র বর্ণন ॥
পূর্বদেশে থাকি প্রভু যে যে লীলা কৈল।
সেই সব লীলা আমি এ গ্রন্থে লিখিল ॥
শ্রীউপনয়ন হৈলে প্রভু হর্ষ মনে।
পড়ায়েন নানা শাস্ত্র ব্রাহ্মন নন্দনে ॥
বিপ্র সুতগনে প্রভু শাস্ত্র পড়াইল।
ভক্তিতত্ত্ব জানি সভে অধ্যাপক হৈল ॥
হেনমতে নানা দেশী বহুবিপ্র দান।
প্রভুর নিকটে আসি করে অধ্যয়ন ॥
ব্যাকরন অভিধান পড়ে কোনজন।
কেহ বা সাহিত্য শাস্ত্র করয়ে পঠন ॥
স্মৃতিতর্কপড়ে কেহ কেহ ত বেদান্ত।
শ্রুতি বেদাগম পড়ে কোন ভাগ্যবন্ত ॥
এইরূপ নানা শাস্ত্র পড়ে কোন শিষ্যগণ।
প্রভু কৃপাতে সভার কৃষ্ণ পদে মন ॥
নানা শাস্ত্র পড়ি শেষে পড়ায় পুরান।
কেহ বা শ্রীভাগবত করে অধ্যয়ন ॥
তাহাতে জানিয়া সব তত্ত্ব নিরূপন।
প্রভু কৃপায় বৈষ্ণব হইল সর্বজন ॥
শিষ্যগণে এ রূপে পড়ান জগদীশ।
দেখি মাতা পিতা মনে হইল হরিষ ॥
বন্দ্য কহে ভাগ্যবতী সৌভাগ্য তোমার।
তেঁই তব গর্ব্ভে হৈল এ সাধু কুমার ॥
ভাগ্যবতী কহে প্রভু তোমার কৃপাতে।
কৃষ্ণভক্ত পুত্র হৈল আমার গর্ব্ভেতে ॥
কমলাক্ষ ভাগ্যবতী বসি নিজ ঘরে।
পুত্রগুন কহে সদা আনন্দ অন্তরে ॥
হেথা জগদীশ পড়ায়েন শিষ্যগণ।
করেন শিষ্যের সঙ্গে হরি সংকীর্ত্তন ॥
প্রাতঃ কালে উঠি প্রভু করে সংকীর্ত্তন।
হেনকালে আইলা এক ব্রাহ্মন নন্দন ॥
মহাজ্ঞানীতিঁহ সর্ব বিদ্যাতে প্রবীন।
সর্বদেশী বিদ্যাবান তাঁহার অধীন ॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য তিঁহ শুনিয়া শ্রবণে।
শাস্ত্র বিচারিতে আইলা প্রভু বিদ্যমানে ॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য খ্যাত নাম তাঁর।
কালিদাস সমতুল্য কবিত্ব যাঁহার ॥

সর্বদেশী পণ্ডিতেরে করি পরাজয়।
জগদীশ স্থানে আসি হইলা উদয়॥
আসি তিঁহ নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিল।
স্মৃতিতর্ক বেদান্তাদি সব বিচারিল॥
সর্ব শাস্ত্র বিচারেতে হৈল পরাভব।
তবে উঠাইল ব্রহ্ম বিচার প্রস্তাব॥
বিদ্যানিধি কহে ব্রহ্ম হয় নিরাকার।
প্রভু কহেন নাহি জান ব্রহ্মত সাকার॥
বিদ্যানিধি কহে ব্রহ্ম নিরাকার জানি।
নিরাকার বলি সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

তথাহি — শাস্ত্রে ঃ—

নিরঞ্জনং নিরাকারং তেজোরূপং তদংশকাঃ।
সর্বে দেবা হনুমন্তমিতি রামঃ পুরাবদৎ॥

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সমুদ্র বন্দিয়া।
পূজা কৈল শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া॥
তাহা দেখি হনুমান করেন বিচার।
পূর্ণব্রহ্ম রাম পূজা করেন কাহার॥
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র এইমাত্র জানি।
বুঝি অন্যব্রহ্ম আছে এবে অনুমানি॥
হনুমন্ত মনে এই সন্দেহ জন্মিল।
অন্তর্যামি রামচন্দ্র তাহাত জানিল॥
হাস্যমুখে হনুমানে কহে ভগবান।
অন্তরে কি ভাবিতেছ বাছা হনুমান॥
হনুমানে কহে প্রভু তুমি সর্বোপরি।
তুমি কারে পূজ ইহা বুঝিতে না পারি॥
আমি জানি সর্বোপরি রামচন্দ্র কর্ত্তা।
অনাদি পুরুষ সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
সে তুমি কাহারে পূজ সন্দেহ হইল।
তোমার এ লীলা আমি বুঝিতে নারিল॥
কাহারে করয় পূজা প্রভু দয়াময়।
কৃপা করি কহ মোরে হইয়া সদয়॥
রামচন্দ্র কহে বাছা শুন বাক্য সার।
সর্ব্বমূল জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম নিরাকার॥
তাঁর অংশ সদাশিব সর্বদেব ময়।
তাঁরে পূজা করি আমি জানিহ নিশ্চয়॥
পূর্ণ ভগবান রামচন্দ্র অবতার।
তিঁহ কহিলেন আদি ব্রহ্ম নিরাকার॥
তুমি অন্য ব্রহ্ম কহ কোন শাস্ত্র মতে।
তাহা বিস্তারিয়া কহ আমার সাক্ষাতে॥
জগদীশ কহে তুমি আমারে বুঝাহ।
কিসে দূর হৈল হনুমানের সন্দেহ॥
বিপ্র কহে, আমি তাহা কিছুই না জানি।
জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার ব্রহ্ম মাত্র মানি॥
তুমি কি জানহ তাহা করহ প্রচার।
পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান কেমন আকার॥
জগদীশ কহে তবে শুনহ সে মর্ম্ম।
শ্রীরামের বিভূতি সে জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম॥
যে প্রসঙ্গ কৈলে তুমি নিকটে আমার।
তাহাতেই সুসিদ্ধান্ত আছয়ে তাহার॥
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম আছে শ্রীরাম কহিল।

শুনি হনুমান মনে সন্দেহ জন্মিল ॥
সে সন্দেহ দূর করিবারে হনুমান ।
চলি গেলা যেথা আছে জ্যোতির্ম্ময় ধাম ॥
তথা যাই প্রশ্ন কৈল শুন জ্যোতির্ম্ময় ।
আপনার তত্ত্ব তুমি কহত আমায় ॥
পবন নন্দন আমি শ্রীরামের ভৃত্য ।
আইলাম হেতা জানিবারে তব তত্ত্ব ॥
দোহাই রামের তুমি মোরে না বঞ্চিবে ।
বিবরিয়া নিজ তত্ত্ব সকলি কহিবে ॥
এতেক কহিতে জ্যোতির্ম্ময় ধাম হৈতে ।
নির্গত হইল এক ধ্বনি হেনমতে ॥
যস্য রামস্যদাসস্ত্বং যস্মাত্ততাগুনাস্ত্রয়ঃ ।
সৃষ্ট্যাদিকং যতো ভাতিতদ্বিভূতিরহং পরং ॥
যে রামের দাস তুমি পবন তনয় ।
তাঁহা হৈতে উৎপন্ন হইল গুণ ত্রয় ॥
সৃষ্ট্যাদি সকল এই তাঁহা হৈতে হয় ।
তাঁহারি বিভূতি আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
ব্রহ্ম করি আপনাকে কহিল রঘুবর ।
তিঁহ জগতের পতি সভার ঈশ্বর ॥
বুঝিতে তোমার মন ছলিল তোমায় ।
ছলনায় ভুলি তুমি আইলে এথায় ॥
শীঘ্র যাই ধর গিয়া শ্রীরামচরণ ।
তোমার নিকটে মোর এই নিবেদন ॥
রাম কারে পূজে তব সন্দেহ হইল ।
আপনার পূজা রাম আপনি করিল ॥
শুনি দৈববানী হনুমান মহাশয় ।
আনন্দিত হই মনে বিচার করয় ॥
শ্রীরামের বিভূতি এ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ।
শ্রীরাম পরম ব্রহ্ম জানিলাম মর্ম্ম ॥
এতেক নিশ্চয় করি বীর কপিপতি ।
তথা হৈতে আইলেন অতি শীঘ্র গতি ॥
আসিয়া বন্দিল বীর শ্রীরাম চরণ ।
হনুমানে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥
তবে হনুমান বীর শ্রীরাম অগ্রেতে ।
করযোড়ি স্তুতি করি লাগিলা কহিতে ॥
তব পদে অপরাধ হইল আমার ।
ক্ষম দোষ আমি মূর্খ কিঙ্কর তোমার ॥
আমি দীন হীন পশু জাতিতে বানর ।
কৃপা কর মো অধমে করুনা সাগর ॥
মনঃ ভ্রান্তি ক্রমে আমি না পারি বুঝিতে ।
তাহা দূর হৈল প্রভু তব করুনাতে ॥
শ্রীহনুমানের ভ্রান্তি এরূপে ঘুচিল ।
নিরাকার শ্রীরামের বিভূতি জানিল ॥
পণ্ডিত হইয়া তুমি ঈশ্বর না জান ।
ঈশ্বরের অঙ্গছটা ব্রহ্ম করি মান ॥
চারি যুগে চারি অবতার ভগবান ।
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তাহার প্রমান ॥

তথাহি — শ্রীদশমস্কন্ধে ॥ —

আসন বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনু যুগং তনুঃ ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

চারি যুগে প্রভু পূর্ণ অবতার হয়।
সে প্রভুর অঙ্গছটা ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় ॥
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার।
সত্ত্ব-রজঃ-তম হৈল অংশদ্বারে যাঁর ॥
সেই প্রভু সর্বময় সভাকার ভর্ত্তা।
তিঁহ বিনা জগতের নাহি অন্য কর্ত্তা ॥
তথাহি— শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরানে—
শ্রীপার্ব্বতী প্রতি শ্রীমহাদেব বাক্যং।
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং শিয্যৈব পার্বতী।
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্মরাধেশং ত্রিগুনাৎপরং ॥
শিব কহে গৌরী শুন আমার বচন।
এক চিত্তে ভজ সদা শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
রাধিকার ঈশ প্রভু ত্রিগুণের পার।
সে প্রভুর পদ বিনা গতি নাহি আর ॥
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলি অনিত্য।
সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ পরং ব্রহ্ম সত্য ॥
হেন কৃষ্ণ চন্দ্র ছাড়ি যেই ভজে আন।
মায়ায় মোহিত সেই পরম অজ্ঞান ॥
ত্রিজগত নাথ শিব দেবের দেবতা।
তিঁহ কহে কৃষ্ণব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা ॥
হেন ব্রহ্ম ছাড়ি কহ ব্রহ্ম নিরাকার।
কল্পিত শাস্ত্রেতে বিদ্য জানিহুঁ তোমার ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্রমাথা হেট কৈল।
পুনঃ জগদীশ তাঁরে কহিতে লাগিল ॥
শুন বিপ্র বেদব্যাস পুরাণে লিখিলা।
সুরথ নৃপেরে যাহা পার্ব্বতী কহিলা ॥
তথাহি-শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে—
ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্তং সর্বংনশ্বরমেবচ।
নিত্যং সত্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ নির্গুনমচ্যুতং ॥
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলি নশ্বর।
নিত্য সত্য পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর ॥
ব্রহ্মাণ্ডেতে যত দেখ সব মায়াময়।
কৃষ্ণমায়া হৈতে ব্রহ্মাদিক দেব হয় ॥
নির্গুন অচ্যুত কৃষ্ণ সভাকার পিতা।
সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বহর্ত্তা সর্ব্বপালয়িতা ॥
পার্ব্বতী সুরথ বিপ্রে এ তত্ত্বকহিল।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে দেবী উপদেশ দিল ॥
নৃপ কহে মাতা আমি কৃষ্ণকে না জানি।
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী তুমি ত্রিগুণ জননী ॥
দেবী কহে মন দিয়া শুনহ রাজন।
তুমি যা কহিলে নহে অসত্য বচন ॥
তথাহি — তত্রৈব—
ব্রহ্মা বিষ্ণুশিবাদীনা মহমাদ্যা পরাৎপরা।
সগুনা নির্গুনা চাপি বরাস্বেচ্ছাময়ী সদা ॥
নানা বিধাইহং কলয়া মায়য়া সর্বযোষিতঃ।
সাহংকৃষ্ণেন সৃষ্টাচ ভ্রূভঙ্গিলীলয়া নৃপ ॥
ভ্রূভঙ্গি লীলয়া সৃষ্টো যেন পুংসামহা বিরাট্।
যস্য লোমালিকূপোষু বিশ্বানি সন্তি নিত্য সর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির আদ্যা আমি হই।
সগুনা নির্গুনা পরাৎপরা স্বেচ্ছাময়ী ॥

কলা অংশ দ্বারে আমি হই নানা রূপা।
সকল যোষিত হয় আমার স্বরূপা॥
হেন আমি আমারে সৃজিল বংশীধর।
ভ্রূভঙ্গি লীলায় এ জানিহ নৃপবর॥
ইহাত শুনিলে এবে কহি কথা আর।
বিরাট্ পুরুষ মহাবিষ্ণু অবতার॥
তাঁহারে সৃজিল কৃষ্ণ ভ্রূভঙ্গি লীলায়।
সদা যাঁর লোম কূপে এই বিশ্বরয়॥
পার্ব্বতী সুরথ নৃপে যে কথা হইল॥
এবে সেই কথা আমি তোমারে কহিল॥
আর কিছু কহি বিপ্রবর তুমি শুন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাহা কহিলা অর্জ্জুন॥
তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ং—
একাদশাধ্যায়ে—
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরানস্তমস্য,
বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ॥
বায়ুযমোঽগ্নির্ব্বরুনঃ শশাঙ্কঃ,
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ,
পুনশ্চভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্তংসর্ব্বং,
সমাপ্নোষী ততোঽপি সর্ব্বঃ॥
সর্ব্বদেবতার আদি পুরুষ পুরাণ।
এই ভবিশ্বের হও পরলয় স্থান॥
তুমি জগতের ধাতা বেদ্যবস্তু এক।
তুমি সে কারণ মূর্ত্তি হও পরতেক॥
তুমি এক এই বিশ্ব করিলে ব্যাপিত।
অনন্ত স্বরূপধারী নহেত প্রতীত॥
বায়ু যম অনল বরুন নিশাপতি।
ব্রহ্মার তাতের তাত কে বুঝিবে গতি॥
নম নম মহাপ্রভু নম বারবার।
সহস্র সহস্র পুনঃ পুঃ নমস্কার।
অপ্রমেয় শক্তি কেহ পরিমিতে নারে॥
সর্ব্বভূতে রহ তুমি ভিতরে বাহিরে।
স্বর্ণ এক নানারূপ গঠনের ভেদ।
তুমি সর্ব্বরূপ যেইমত কহে বেদ॥
এইত ভারত মধ্যে অর্জুন কহিল।
তাহা শুনি সে বিপ্রের মনফিরি গেল॥
জগদীশে প্রনময়ে অষ্টাঙ্গ হইয়া।
কহে উদ্ধারহ মোর শিরে পদ দিয়া॥
প্রভু কহে মোরে কেন কহ এ প্রকার।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর ছাড়ি নিরাকার॥
কৃষ্ণ বিনা জীবের নাহিক গতি আর।
এক মনে ভজ তুমি চরণ তাঁহার॥
বিপ্রকহে, জানিলাম কৃষ্ণ অংশ তুমি।
কৃপাকর তোমার আশ্রিত হই আমি॥

দুর্ম্মতি খণ্ডিল মোর তোমার কৃপায়।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রভু জানাহ আমায়॥
তত্ত্বজ্ঞান নাহি মোর মুঞি দুরাচার।
জীবে তত্ত্ব জানাইতে তব অবতার॥

তথাহি ঃ—

বিষয়াকৃষ্ট চিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়কং।
সাক্ষাদিশ্বর রূপং শ্রীজগদীশং ভজেহ নিশং॥

বিষয় আকৃষ্ট চিত্ত যত জীবগণ।
ভব কূপে তা সভার হৈয়াছে পতন॥
সেই জীবগণে প্রভু করুনা করিয়া।
উদ্ধার করিলে তুমি তত্ত্বজ্ঞান দিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর রূপ তুমি দয়ানিধি।
দয়াকর তব পদ ভজি নিরবধি॥
কৃতার্থ করহ মোরে পদ ছায়া দিয়া।
জানাহ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব করুনা করিয়া॥
কৃপা কর জগদীশ জগত উদ্ধার।
তব পাদপদ্ম বিনাগতি নাহি আর॥
ইহা কহি বিপ্র পড়ে প্রভুর চরনে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা কৃপাযুক্ত মনে॥
আশ্বাসিয়া প্রভু তাঁরে বসাইল পাশে।
হিত বাক্য কহে তাঁরে সুমধুর ভাষে॥
প্রভু কহে শুন ওহে ব্রাহ্মন তনয়।
মনুষ্য হইয়া যেই কৃষ্ণ না ভজয়॥
ব্যর্থ জন্ম তার মিথ্যা গতায়াৎ করে।
পশু মধ্যে গনি সেই অধম পামরে॥

তথাহি শ্রীপদ্ম পুরানে—

চণ্ডালোহপি মুনি শ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণুভক্তি পরায়নঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোহপিশ্চপচাধমঃ॥

চণ্ডাল হয়েন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ভক্ত হৈলে।
বিপ্রকে অধম বলি কৃষ্ণ না ভজিলে॥
এমতে উত্তর খণ্ডে শিব মহাশয়
পার্ব্বতীর প্রতি প্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব কয়॥
এতেক শুনিয়া কহে ব্রাহ্মন তনয়।
কৃপা কর মোরে বৃথা দিন যায়॥
তবে জগদীশ প্রভু বহু কৃপা কৈল।
কৃষ্ণতত্ত্ব বার্ত্তা সব তাঁরে বুঝাইল॥
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি পাই সেই দ্বিজবর।
কৃতার্থ হইয়া গেলা আপনার ঘর॥
এইরূপে জগদীশ ভক্তি সংস্থাপন।
করিয়া তারিলা যত সংসারিক জন॥
জগদীশ চরিত্র কোটি সুধাসিন্ধুময়।
বিস্তারি বর্ণিতে গ্রন্থ অতিশয় হয়॥
গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে অল্পেতে লিখিল।
ব্রহ্মের বিচার ইথে সংক্ষেপে বর্নিল॥
শ্রীল ভাগবতানন্দ প্রভু কৃপাময়।
এ আনন্দ আশা করে তাঁর পদদ্বয়॥
স্বপনেতে প্রত্যাদেশে সে প্রভু কহিল।
তাঁর আজ্ঞাবলে আমি কিঞ্চিৎ বর্নিল॥

—০—

ইতি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র বিজয়ে ব্রহ্ম বিচার কথনং নাম চতুর্থো বর্ণঃ॥

— পঞ্চম বর্ণ —

জয় জয় জগদীশ জয় দয়াময়।
কৃপাকর মো পামরে হইয়া সদয়॥
এইরূপে প্রভু সদা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে।
দেখি বন্দ্য মহাশয় আনন্দ অন্তরে॥
কমলাক্ষ ভাগ্যবতী মনের সুখেতে।
পুত্র গুণ কহে সদা বসি বিরলেতে॥
দোঁহে মন সুখে করে শ্রীবিষ্ণু সেবন।
পুত্রের প্রশংসা শুনি আনন্দিত মন॥
এইরূপে ভাগ্যবতীর কতদিন অন্তে।
আর এক পুত্র হৈল কৃষ্ণের কৃপাতে॥
মহেশ তাঁহার নাম রাখিল যতনে।
কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদী যারে কহে ত্রিভুবনে॥
জগদীশ তুল্য হৈল তাঁহার শীলতা।
দেখি আনন্দিত বড় তাঁর পিতামাতা॥
জগদীশ প্রভু তাঁরে শাস্ত্র পড়াইল।
তাহার সমান গুণ মহেশের হৈল॥
দুই পুত্র পাই কমলাক্ষ ভাগ্যবতী।
মহাসুখের দোঁহে আনন্দিত মতি॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য হৈল সর্বত্র বিদিত।
সভে কহে জগদীশ পরম পণ্ডিত॥
সর্বদেশীয় পণ্ডিত আসি বিচারয়।
কৃষ্ণতত্ত্ব জানিয়া বৈষ্ণব সভে হয়॥
এইরূপ বিদ্যারসে, ভক্তি ব্যাখ্যা পরকাশে,
গীতা ভাগবত পাঠ করে।
দেখি তাঁর গুণরাশি, যত সেই গ্রামবাসী,
আসি নিত্য মিলয়ে তাঁহারে॥
সভাকারে প্রভু তোষে, যথাযোগ্য সুসন্তোষে,
তাহে হয় সভার উল্লাস।
কমলাক্ষ প্রতি কেহ, কহে পুত্র বিভা দেহ
যৌবন সময় পরকাশ॥
শুনি বলে দ্বিজবর, সভে আশীর্ব্বাদ কর,
পুত্র মোর থাকুক কল্যাণে।
ঈশ্বরের ভবিতব্য, যা হইবে সে কর্ত্তব্য,
সচেষ্টিত আছি সে কারণে॥
এই মতে গ্রামীজন, করে সভে আগমন,
জগদীশ গুণের বশ হইয়া।
দৈবে তথা একদিন, তপন নামে ব্রাহ্মণ,
উপনীত হইল আসিয়া॥
সৎকুলীন শান্ত অতি, সেই দেশ মধ্যে স্থিতি,
বিষ্ণুভক্ত ভক্তি পরায়ন।
কমলাক্ষ তাঁরে হেরি, মহাসমাদর করি,
বসিবারে দিলেন আসন॥
প্রভু জগদীশ দেখি, হইয়া পরম সুখী,
উঠি তাঁরে নমস্কার কৈল।
জানিয়া বৈষ্ণব তাঁরে, প্রভু ইষ্ট গোষ্ঠী করে
কৃষ্ণ কথা অনেক কহিল॥
জগদীশ গুণ দেখি, হইয়া পরম সুখী
কমলাক্ষে কহে দ্বিজমনি।
তুমি মহা ভাগ্যবান, পুত্র তব মহাজন
দেবতুল্য ইহা অনুমানি॥

দ্বিজমুখে পুত্র যশ, শুনি কৈল মহোল্লাস,
কমলাক্ষ তাঁর প্রতি কয়।
তোমা সভা কৃপাবলে, সর্বসিদ্ধি অবহেলে,
হয় এই আমার নিশ্চয় ॥
বিপ্রগণ যারে রুষ্ট, তারে কৃষ্ণ নহে তুষ্ট
হইা আছে পুরাণে প্রচার।
ব্রাহ্মণ নিকটে যেন, অপরাধ নহে কোন,
ইহা আমি করি পরিহার ॥
বিপ্র কহে শুন কথা, তব পুত্র ধর্মবেত্ত',
অল্পকালে যাহে সদাচার।
বিষ্ণু আরাধন ফলে, তুমি এ পুত্র লাভিলে,
ইহা হৈতে হৈবে ভবপার ॥
কমলাক্ষ তাঁরে কয়, কি তব অপত্য হয়,
বিবরিয়া কহ মহামতি
বিপ্রকহে এক কন্যা, তাহা বিনা নাহি অন্যা,
তা লাগি তাপিত আছি অতি ॥
দেখি তার কন্যাকল, নাহিরুচে অন্ন জল,
বিভা দিতে না হই ভাজন।
অর্থযোগ নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার,
ইহলোকে বড়ই নিন্দন ॥
সুহৃৎ কে হেন আছে, যাইব তাহার কাছে,
কন্যাভারে করিবে উদ্ধার।
কন্যাভার দাবানলে, সদা মোর মন জ্বলে,
তাহে বড় হৈয়াছি কাতর ॥
হৃদয়ে বিচার করি, আইলাম তব পুরী,
জানি তব দয়ার্দ্র শীলতা।
এ বিপদে মোরে তার, জগদীশে আজ্ঞা কর,
গ্রহণ করুন মোর সুতা ॥
তবে রহে জাতিকুল, নহিলে হই নির্মূল।
লোক ধর্ম্ম নারি তরিবারে।
মোর কিছু নাহি যোত্র, কন্যা সম্প্রদান মাত্র,
ইহা বুঝি কহিবে আমারে ॥
শুনিয়া তাঁহার বাণী, বিপ্র হিত মনে গনি,
কমলাক্ষ জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
কি নাম কন্যার তব, গণনা করি দেখিব,
তবে পারি আশ্বাস দিবারে ॥
বিপ্র কহে গুনধাম, দুঃখিনী কন্যার নাম,
রাখিয়াছি রাশি লগ্ন দেখি।
আমি হেন মনে বাসি, জগদীশ গুন রাশি,
তাঁরে বিভা করি হবে সুখী ॥
তবে বন্দ্য খড়িপাতি, গনে রাশি গন জাতি,
পুত্রবধু মিলন লক্ষন।
গনিয়া জানিল দ্বিজ, যেন ভানু সরসিজ,
অপরূপ দোঁহার ঘটন ॥
জানি সব সুলক্ষন, কহয়ে শুন তপন,
ইহা আমি করিলুঁ স্বীকার।
তোমার তনয়া সহ, জগদীশের বিবাহ,
সম্বন্ধ নির্ণয় হৈল স্থির ॥
যত কিছু মোর দায়, দিব আমি সর্বথায়,
এবে আর চিন্তা নাহি কর।
তবে শুভলগ্ন ধরি, বিপ্র গেলা নিজ পুরী,
আনন্দে পূর্ণিত কলেবর ॥

ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণীরে, কহে কথা প্রেমভরে,
শুন প্রিয়া তাপিনী সুন্দরী।
দুঃখিনী কন্যার অন্ত, করিয়াছি সম্বন্ধ,
এই আইলাম লগ্ন ধরি॥
নিকটেতে হয় বাটী, গয়ঘড় বন্দ্য ঘটী,
কমলাক্ষ নামে দ্বিজবর।
জগদীশ তাঁর সুত, সকল সদগুন যুত,
মনোহর পরম সুন্দর॥
তাঁর মাতা ভাগ্যবতী, জানিতে পারিবে সতী,
তুমি দেখিয়াছ কতবার।
সেই দ্বিজ কমলাক্ষ, করুণা হৃদয় মুখ্য,
কৃপা কৈল দেখিয়া কাতর॥
আদ্যোপান্ত সব কথা, যতেক হইল তথা,
সকলি কহিল ভার্য্যা পাশে।
শুনিয়া সে সব কথা, দুঃখিনী দেবীর মাতা,
আপনারে পাসরে হরিষে॥
তবে কতদিনান্তরে, সেই লগ্ন অনুসারে,
দিন এক দেখি শুভক্ষণ।
কললাক্ষ দ্বিজরাজ, নিজ কুটুম্ব সমাজ,
সভাকারে কৈল নিমন্ত্রণ॥
ভাগ্যবতী সমাদরে, বিপ্রনারী সভাকারে,
নিজগৃহে আনিল হরিষে।
আসিয়া ব্রাহ্মণীগণ, হই আনন্দিত মন,
হরিদ্রা মাখান জগদীশে॥
আই বড়ভাওদেব, বিবাহের পূর্ব যেন,
লোকরীতি আছে ব্যবহার।
নানা দ্রব্য অনুপানে, ব্রহ্মাণ সজ্জনগনে,
বহুবিধ করান আহার॥
ইহা পরে দ্বিজগণ, করে সব নিমন্ত্রণ,
জগদীশ প্রভুকে সাদরে।
যথাবিধি বিপ্রগণ, প্রভুর করে সম্মান,
বস্ত্র মাল্য নানা উপহারে॥
তবে বন্দ্য হর্ষ হৈয়া, দিব্য সভা বিরচিয়া,
আনিলেন নিজবন্ধুগণ।
সভা আরোহন করি, যথাযোগ্য সারি সারি,
বৈসে সবব্রাহ্মণ সজ্জন॥
সুসন্ধ মাল্য চন্দনে, সম্মানিল সর্বজনে,
গুয়া পান সবিনয়ে দিল।
যতেক বিপ্র মণ্ডলী, হই সভে কুতূহলী,
নিজঘরে উঠিয়া চলিল॥
অধিবাস দ্রব্য যত, বস্ত্র অলঙ্কার কত,
তপনের গৃহে পাঠাইল।
দেখিয়া সন্তোষ অতি, সেই দ্বিজশুদ্ধমতি,
মহাহর্ষে ঘরে সব নিল॥
হেথা দ্বিজ কমলাক্ষ, শুভ কর্ম নান্দীমুখ,
সাবহিতে সমাপ্ত করিল।
ভক্ষ্য ভোজ্য অন্নপানে, আত্মীয় কুটুম্বগণে,
যথাযোগ্য সভা সম্মানিল॥
তবেত নাপিত আসি, ক্ষেউর করিল বসি,
বরসজ্জা করয়ে উচিত।

তবে প্রভু জগদীশ, ধরে দিব্য বর বেশ,
বস্ত্র অলঙ্কার তনু শোভা।
সু টোপর মনোহর, পরে প্রভু শিরোপর,
ললাটে তিলক মনো লোভা॥
তবে কমলাক্ষ বন্দ্য, আনি বহুবিধ বাদ্য,
করে নানা উৎসব মঙ্গল।
খমক টমক ভেরী, মাদল সানাই তুরী,
বাজয়ে দামামা জয় ঢোল॥
যোড় গাই আর কাঁশী, কেহ বীনা কেহ বাঁশী,
বাজাইয়া চলে আগুয়ান।
রায় বাঁশ খেলে টালী, জয় শব্দে কুতূহলী,
বান ডঙ্কা চামর নিশান॥
নর্ত্তকী বাদক ভাট, গায়গীত করে নাট,
রঙ্গভঙ্গ ভাঁড়ে ঢঙ্গ করে।
স্বস্তি স্বস্তি বলেবাণী, দ্বিজগণে বেদ ধ্বনি,
জয় জয় মঙ্গল উচ্চারে॥
মঙ্গল আচার করে, রামাগণ কুলাচারে,
হুলাহুলী শঙ্খের নিস্বানে।
শ্রীহরি স্মরিয়া মনে, আরোহিলা দিব্য যানে,
প্রভু জগদীশ শুভক্ষণে॥
সঙ্গে লই পুরোহিত, কুটুম্ব আত্মীয় যত,
কমলাক্ষ পরম হরিষে।
পুত্র বিভা দিতে চলে, বহু রঙ্গ কোলাহলে,
নানা কাব্য আনন্দ বিশেষে॥
জ্বালিয়া দিউটি ধরে, বিবিধ উজ্জ্বলা করে,
নানান প্রকারে বাজী সব।
নগর ভ্রমিয়া সুখে, বরযাত্র সুকৌতুকে,
যায় লোক মহা কলরব॥
ওখানে তপনালয়ে, বসিয়া আছে সভায়ে,
যত সব ব্রাহ্মণ সজ্জন।
বর যাত্র গণ যত, হৈলা আসি উপনীত,
হেনকালে সভা বিদ্যমান॥
দেখিয়া তপন দ্বিজ, আসন ছাড়িয়া নিজ,
সভার অগ্রেতে দাণ্ডাইল।
সভারে করিয়া নতি, করে বহু বিধ স্তুতি,
বিনয়েতে সভারে তোষিল॥
যেই জন যেই রূপ, তারে কহি সেই রূপ,
বসাইল উত্তম আসনে।
যথাযোগ্য যেইজন, সেই বৈসে সেই স্থান,
নমস্কার আচার বিধানে॥
বসিল ঘটক ঘটা, কপাল যুড়িয়া ফোটা,
করে কত কুলের বিচার।
সভে বংশাবলী পড়ে, ঘনঘন হস্ত পাড়ে,
ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হইল উচ্চার॥
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, যতেক পণ্ডিত আর্য্য,
বসিয়া বিচারে শাস্ত্র কথা।
কহিতে কহিতে তবে, শব্দ অর্থ অনুভবে,
বিবাদ বাটিয়া গেল তথা॥
একজনে ফাঁকি করে, সে সিদ্ধান্ত অন্যে পুরে,
আর জন বলে নহি নহি।

পুনঃ একজন কয়, বটে ওই নাহি হয়
দ্বিঅর্থ আছয়ে শুন কহি ॥
তারে উচ্চভাষা কহি আর জন আগু হই
পাণ্ডিত্য প্রকাশে দম্ভ করি।
এইমত উচ্চরোল, খটত্ব পটত্ব বোল
কেহ কারে পরাজিতে নারি ॥
করে ব্রহ্ম নিরূপন কেহ করে খণ্ডন
কেহ অস্তি কেহ নাস্তি ভাসে।
যত মায়াবাদীগনে, বেদান্ত ভাষ্য বাখানে,
শাস্ত্র ন্যায় যারে যাহা আইসে ॥
অশাস্ত্র কল্পিত মত, গদ্য পদ্য ছন্দ যত,
পড়ে সভে বিবিধ রচনা।
শাস্ত্রমদে হই মত্ত, নিরাসনে উপস্থিত,
কহে বাক্য নানান ঘটনা।
বৃদ্ধ যে পণ্ডিত গন, অন্য প্রতি সম্বোধন,
অহো বিদ্যা বাগীশ কহিতে।
অহো শব্দ তাহে কাসে, খোহ খোহ কণ্ঠ ভাষে,
রহে বিদ্যাবাগীশ মনেতে ॥
কহিতে কাঁপায়শির, তথাপি না হয় স্থির,
পূর্ব বিদ্যা চর্চ্চার আবেশে।
শক্তি নাহি করে গর্ব, পাছে কেহ বলে খর্ব,
এই অভিমান প্রতি আশে ॥
পণ্ডিতগনের ঈশ, দেখি প্রভু জগদীশ,
মনে হরি করিল স্মরণ।
কহে কৃষ্ণ কতদিনে, এসব কুমতি জনে,
অবতরি করিবে তারণ।
এই রূপে দ্বিজচয়, নানাশাস্ত্র বিচারময়,
সভা মধ্যে ঝড়ের আকার।
নহেত কেহ নিবর্ত্ত, বিচারেতে উন্মত্ত,
অতিশয় অশান্ত দুর্বার ॥
শুভ লগ্ন উপস্থিত, জানি তপন পণ্ডিত,
বিপ্রে কহে করিয়া সন্মান।
শুন সব মহাশয়, বিরাহের লগ্ন যায়,
আজ্ঞা কৈলে করি কন্যাদান ॥
তপনের কথশুনি, ভাল ভাল বলি ধনী,
স্থির হই আসনে বসিলা।
তদন্তে দ্বিজ তপন, করি শ্রীগুরু বরণ,
পুরোহিতে বরণ করিলা ॥
আর যত বিপ্রগনে, দিব্যমাল্য চন্দনে,
অর্চ্চিয়া লইলা অনুমতি।
শ্রীতপন দ্বিজমনি, দুখিনী কন্যারে আনি,
সভা মধ্যে করয় প্রনতি ॥
বেদোক্ত মন্ত্রউচ্চারি, জগদীশে হস্ত ধরি,
শুভলগ্নে কন্যা কৈল দান।
স্ত্রী আচার করি পুনঃ, কুশণ্ডিকা সমাপন,
করে যথাবিধি অনুষ্ঠান ॥
বাজে বাদ্য সুমঙ্গল, নারীগনে কোলাহল,
বিপ্রগনে করে বেদ ধ্বনি।
কন্যাসহ জামাতাকে, বরন করিয়া সুখে,
ঘরে নিল তপন ব্রাহ্মনী ॥

স্ববামে দেবী দুঃখিনী, দম্পতীর শিরোমনি,
বসিলেন শ্রীল জগদীশ।
মনোহর কি সুন্দর, পীতবর্ণ কলেবর,
হেরি সভে হইলা হরিষ॥
যতেক যুবতীগনে, মোহ যায় দরশনে,
যে বিনোদ রূপের বিলাস।
রামাগন প্রভুসঙ্গে, কৌতুক করয়ে রঙ্গে,
নানা ছলে হাস্য পরিহাস॥
বুঝি সময়ানুসার, প্রভুহ সেই প্রকার,
কৌশল করয়ে সভা সনে।
এইমত প্রসঙ্গেতে, নারীগনের সহিতে,
গেল নিশি কথোপ কথনে॥
প্রভাতে উঠিয়া তবে, আনন্দ মঙ্গলোৎসবে,
কমলাক্ষ পুত্র বধু লৈয়া।
আমত্যগনের সঙ্গে, হরিষ বিধান রঙ্গে,
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া॥
দেখি দেবী ভাগ্যবতী, শীঘ্র উঠিআ'স সতী,
বধূ কোলে কৈল হরষিতে।
পুত্র হস্ত পদ্ম ধরি, সমিভ্যারে দ্বিজ নারী.
আনিলেন নিজ মন্দিরেতে॥
আসিয়া ব্রাহ্মনীগন, কৌতুকে যৌতুক দেন,
আশীর্ব্বাদ করে সভে মেলি।
ধান্য দূর্ব্বা শিরেধরি, সকলে প্রশংসা করি,
নিজ নিজ গৃহে গেলা চলি॥
কুলের আচার যাহা, বিবাহের পরে তাহা,
ক্রমে সব সমাপ্তি করিলা।
কমলাক্ষ ভাগ্যবতী, পুত্রবধুর সংহতি,
এইরূপে সংসারে রহিলা॥
শ্রীজগদীশের এই, বিবাহ মঙ্গল মুক্তি,
সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর, অপরাধ ক্ষমা কর,
ইথে দোষ না লবে কখন॥
শ্রীল ভাগবতানন্দ, পরম আনন্দ কন্দ,
তাঁর পাদপদ্মে করি আশ।
প্রভুর বিবাহ লীলা, সুত্র রূপেতে বর্ণিলা
দীন হীন এ আনন্দ দাস॥

— : —

ইতি শ্রী জগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র
বিজয়ে শ্রী জগদীশস্য বিবাহ বর্ণনং
নাম পঞ্চমোবর্ণঃ॥

— : —

— ষষ্ঠ বর্ণ —

আশ্চর্য্য অসংখ্য প্রভু তোমার চরিত।
সাধুজন স্থানে তাহা আছয়ে বিদিত॥
শুনিয়া সে সব কথা সাধুজন মুখে।
আত্ম শুদ্ধি হেতু কিছু লিখি মহাসুখে॥
এইরূপে জগদীশ নানা লীলা করে।
দেখি কমলাক্ষ ভাসে আনন্দ সাগরে॥
একদিন ভাগ্যবতী কহে স্বামী প্রতি।
আমার বচন শুন বন্দ্য মহামতি॥

জগদীশ পুত্র মোর সর্বগুনময়।
সেইমত পুত্রবধূ গুনের আলয়॥
মনমত পুত্র আর বধূ দিল বিধি।
সংসার সুখের এই হইল অবধি॥
বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত তোমার আমার।
এবে চিন্তা কর কিসে হইভব পার॥
বিষয় সুখেতে সদা মগ্ন রহে মন।
বারেক না হয় কৃষ্ণ চরণ স্মরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ বিনা বৃথাকাল যায়।
কিসে কৃষ্ণ স্মৃতি হবে কি করি উপায়॥
এত শুনি কমলাক্ষ মহাতুষ্ট হৈলা।
ভাগ্যবতী প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥
শুন প্রিয়া ধন্য ধন্য তোমার জীবন।
মোরে করাইলা তুমি শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥
আমিহ সর্বদা চিন্তি আপনার মনে।
কিরূপে বান্ধি মন শ্রীকৃষ্ণ চরনে॥
চল গিয়া কহি দোঁহে জগদীশ স্থানে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ পাই কিরূপ বিধানে॥
এই যুক্তি করি দোঁহে পরম হরিষে।
কহিতে লাগিলা গিয়া জগদীশ পাশে॥
শুন বাপু বৃদ্ধ হইলাম দুইজনে।
এখন কিরূপে পাই শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
উপায় কহিয়া দেহ আমা দোঁহাকারে।
দুইজনে আচরি বসে সেই অনুসারে॥
ইহা শুনিয়া জগদীশ হৈলা হরষিত।
কহিতে লাগিলা কিছু হই সাবহিত॥
শুন পিতামাতা এই আমার বচন।
কৃষ্ণ পাইবার আছে অশেষ সাধন॥
কিন্তু সে সকল হয় অত্যন্ত দুষ্কর।
কলিযুগে তাহা সাধিবারে নারে নর॥
পরম সুগম এক আছয়ে সাধন।
যাতে সুখে প্রাপ্তি হয় শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যবে অবতার হৈলা।
ব্রহ্মা আসি দ্বারকাতে তাঁরে স্তুতি কেলা॥
সেই স্তুতি মধ্যেতে আছয়ে এক শ্লোকঃ।
সেই শ্লোকে মনোযোগ নাহি করে লোক॥
সেই শ্লোক অনুসারে যে করে সাধন।
সুখে ভব তরি পায় শ্রীকৃষ্ণ চরন॥
তথাহি—শ্রীমদ্ভা—১১ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণং
প্রতি শ্রীব্রহ্ম বাক্যং—
যানিতে চরিতা নীশমনুত্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃন্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্চ সাতমঃ॥
ব্রহ্মা কহে শুন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
তব অবতার জীব উদ্ধার কারণ॥
যে সব চরিত্র কৈলে হই অবতীর্ণ।
নিরন্তর তাহা করি শ্রবন কীর্ত্তন॥
অনায়াসে কলিযুগে যত সাধু জন।
ভবতরি পাইবেন তোমার চরণ॥
ব্রহ্মা কহিলেন এই পরম সাধন।
ইহা দোঁহে কর পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

আর নিবেদন করি শুন পিতা মাতা।
পুনঃ ভাগবতে কহে সাধনের কথা ॥
তথাহি—তত্রৈব - দ্বিতীয় স্কন্ধে ॥
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃহতশ্চ সচেষ্টিতং।
কালেন নাতি দীর্ঘেন ভগবান বিশতে হৃদি ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত।
নাম সংকীর্ত্তন করে হই সচেষ্টিত ॥
অল্পকালে ভগবান তাহার হৃদয় ॥
হয়েন প্রবেশ ইথে নাহিক সংশয় ॥
জগদীশ কহে এই ভাগবতে কয়।
কলিযুগে সাধনের পরম উপায় ॥
তোমরাহ এই বাক্যে দৃঢ় শ্রদ্ধা করি।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র শুন বল হরি হরি ॥
ভক্তি ভাবে কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তণ।
অনায়াসে পাবে দোঁহে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
শুনি তাঁর পিতামাতা কহিল তাহারে।
শুনাহ শ্রীকৃষ্ণ কথা আমা সভাকারে ॥
তবে প্রভু জগদীশ শ্রীমদ্ভাগবত।
শুনান দোঁহারে ব্যাখ্যা করি নানা মত ॥
এই রূপে শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব শ্লোক।
কৃতার্থ হইয়া দোঁহে গেলা বিষ্ণু লোক।
পিতামাতা বিয়োগেতে পণ্ডিত ঠাকুর ॥
অস্থির হইয়া শোক করিলা প্রচুর।
গৃহেতে দুঃখিনী দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
সে বিলাপ বর্ণিবারে কেবা শক্তি ধরে ॥

কতক্ষণ পরে প্রভু সুস্থির হইলা।
দুঃখিনী দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥
শুন প্রিয়া এ সংসার মায়ার রচিত।
সকলি নশ্বর ইথে জানিহ নিশ্চিত ॥
কৃষ্ণের মায়ার জীবের জন্মস্থিতিলয়।
স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে কালক্রমে হয় ॥
এইমত জীব ভবে সদা আইসে যায়।
যাবৎ কৃষ্ণের ভক্ত সঙ্গ নাহি পায় ॥
কৃষ্ণভক্ত কৃপা হৈতে হয় কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণে ভক্তি হৈলে ঘুচে সকল দুর্গতি ॥
বিচার করহ প্রিয়া আপন হৃদয়।
কৃষ্ণ হেন আর কেবা আছে দয়াময় ॥
যাঁর নাম গ্রহণ করিলে কোন ছলে।
মহাপাপী মুক্ত হয় পুরানেতে বলে ॥
তার সাক্ষী অজামিল আপন তনয়ে।
নারায়ণ বলি ডাকে মরণ সময়ে ॥
তাহাতে হইল তার গতি বিষ্ণু ধামে।
কেকহিতে পারে কত ফল কৃষ্ণ নামে ॥
তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—
ম্রিয়মানো হরের্ণাম গৃনন পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোহপ্য যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃনণ ॥
মোর পিতামাতা ত কৃষ্ণে পরিকর।
স্বেচ্ছায় লভিলা জন্ম পৃথিবী উপর ॥
নানারূপে করি দোঁহে শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
কালপূর্ণ হৈলে গেলা শ্রীকৃষ্ণ সদন ॥

সে দোঁহা নিমিত্ত শোক না কর কখন।
শোক পরিহরি কর শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
রাধাকৃষ্ণ মূল পিতামাতা সভাকার।
কহিলাম এই কথা সর্বতত্ত্বসার॥

তথাহি—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

শ্রীকৃষ্ণ জগতাং তাত জগন্মাতা চ রাধিকা।
এইরূপে জগদীশ সান্তনা করি॥
শুনিয়া দুঃখিনী দেবী সুস্থিরা হইলা।
তবে প্রভু নানা দ্রব্য করি আহরন॥
ব্রাহ্মণ সজ্জনে প্রভু কৈলা নিমন্ত্রণ॥
বিচার করেন প্রভু আপনার মনে।
করিব শ্রদ্ধাদি ক্রিয়া তুলসী কাননে॥
তুলসী কাননে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য সর্বথা।
স্কন্দ পুরানেতে আছে ইহার ব্যবস্থা॥

তথাহি—তত্রৈব—ব্রহ্ম-নারদ সম্বাদে—

তুলসী কাননোদ্ভুতা ছায়া যত্র ভবেৎ দ্বিজ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৃনাং তৃপ্তি হে তবে॥
তুলসী বীজ নিকরঃপততে যত্র নারদ।
পিণ্ডদানং কৃতং তত্র পিতৃনাং দত্তমক্ষয়ং॥
একাদশাহেতে প্রভু তুলসী কাননে।
শ্রাদ্ধ করিবার স্থান কৈলা হর্ষ মনে॥
তার চতুর্দিগে কৈলা উত্তম আসন।
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বসিবা কারণ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ কৈলা আগমন।
যথাযোগ্য আসনে বসিলা সর্বজন॥
সময় উচিত বিধিমত করি ক্রিয়া।
শ্রাদ্ধ করিবারে প্রভু বসিলা আসিয়া॥
তথা আনাইয়া প্রভু শালগ্রাম শিলা।
পিতৃলোকোদ্দেশে আগে তাহারে পূজিলা॥
পিতৃউদ্দেশে কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ পূজন।
তাহার প্রমাণ আছে পুরান বচন॥

তথাহি—তত্রৈব—

পিতৃ মুদ্দিশ্য য়ৈঃ পূজা কেশবস্তকৃতা নরেঃ।
ত্যক্তা তে নারকী পিণ্ডাং মুক্তিং যান্তি মহামুনে
ধন্যাস্তে মানবালোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরেন্নিত্যং পিত্রর্থং পূজনং মুনে॥
কিংদত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডের্গয়া শ্রদ্ধাদির্ভিমুনে।
যেরর্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে॥
তদন্তেবরিলা প্রভু কুল পুরোহিত।
বিপ্রগনে সম্মানিলা হই সাবহিত॥
তবে সেই স্থানে বিষ্ণু ভক্ত বিপ্রগণ।
গীতা শ্রীমদ্ভাগবত করেন পঠন॥
বৈষ্ণব মণ্ডলী লই খোল করতাল।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণলীলা পরম রসাল॥
তথা জগদীশ নানা দ্রব্য দান দিলা।
শালগ্রাম সমীপেতে শ্রাদ্ধ আরম্ভিলা॥

তথাহি—তত্রৈব—শ্রীশিব-স্কন্দ সম্বাদে—

শালগ্রাম সমীপেতুযঃ শ্রাদ্ধং করুতে নরঃ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তা কল্পশতংদিবি॥
শালগ্রাম শিলাগ্রেতু সকৃৎ পিণ্ডেন তর্পিতাঃ।

বসন্তি পিতরস্তস্যান সংখ্যা তত্র বিদ্যতে ॥
শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করি শেষে কৈলা পিণ্ডদান ॥
শ্রীমহাপ্রসাদে যৈছে আছয়ে প্রমান ॥

তথাহি — শ্রীপদ্ম পুরানে —

বিষ্ণো নিবেদিতান্নেন যষ্টবং দেবাতান্তরং ।
পিতৃভ্যশ্চার্পিত দ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥
হেনমতে প্রভু শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপিলা ।
দক্ষিণা সুবর্ণমুদ্রা পুরোহিতে দিলা ॥
শঙ্খাঙ্কিত উর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারী বিপ্রগনে ।
ভোজন করান প্রভু অশেষ বিধানে ॥
শঙ্খেতে অঙ্কিত তনু বৈষ্ণব ব্রাহ্মন ।
গৃহে আনি তঁারে যেই করায় ভোজন ॥
তার অন্ন আপনি খায়েন ভগবান ।
পিতৃলোক লই সঙ্গে কহয়ে পুরান ॥

তথাহি—ব্রহ্ম পুরানে ব্রহ্মনারদ সংবাদে—

শঙ্খাঙ্কিত তনু বিপ্রোভুক্তে বস্যান বেশ্মনি ।
তদন্নং স্বয় মৃশ্নাতি পিতৃভিঃ সহকেশবঃ ॥
উর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারী বিপ্রে শ্রাদ্ধে যে ভুঞ্জায় ।
কোটি কল্প পিতৃগন তারে তুষ্ট হয় ॥

তথাহি—পদ্মপুরানে শিবপার্ব্বতী সম্বাদে—

উর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েৎ প্রিয়ে।
আকল্প কোটিং পিতরস্তস্য তুষ্টান সংশয় ॥
কৃষ্ণ কহে উর্দ্ধ পুণ্ড্রধারী বিপ্রগণ ।
যাহার গৃহের অন্ন করেন ভোজন ॥
চত্বারিংশ কুল তার নরক হইতে ।
অবশ্য উদ্ধারি আমি জানিহ নিশ্চিতে ॥

তথাহি-তত্রৈব-শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥

উর্দ্ধ পুণ্ড্র ধরোবিপ্রোগৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
চত্বারিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধারাম্যহং ॥
আত্মীয় কুটুম্বগণ আর প্রতিবাসী ।
সভারে ভুঞ্জাইলা জগদীশ গুণরাশি ॥
বস্ত্রতঙ্কা তৈজসাদি বিপ্রগণে দিলা ।
মধুর বচনে প্রভু সভারে তোষিলা ॥
তারপর জগদীশ মহোৎসব কৈলা ।
নানা দ্রব্য বৈষ্ণবগণেরে ভুঞ্জাইলা ॥
হেনমতে জগদীশ মহাহর্ষ মনে ।
শ্রাদ্ধ ক্রিয়া পূর্ণ কৈলা নাম সংকীর্ত্তনে ॥
সূত্র মাত্র আমি তাহা করিল বর্ণন ।
ইথে অপরাধ না লইবে ভক্তগণ ॥
তদন্তরে জগদীশ দুঃখিনীর সঙ্গে ।
গৃহে থাকে সদা কৃষ্ণ ভজন প্রসঙ্গে ॥
কৃষ্ণনাম গুণলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণপাদ পদ্ম ধ্যান অর্চন বন্দন ॥
এইরূপে প্রভু করে ভক্ত্যাঙ্গ যাজন ।
দুঃখিনী করেন সদা প্রভুর সেবন ॥
কিন্তু কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ লোক সব দেখি ।
অন্তরে হয়েন প্রভু অতিশয় দুঃখী ॥
বিচারিলা প্রভু এদেশে না রহিব ।
দুঃখিনীর কিবা মত তাহা জানিব ।
নিশিযোগে একদিন শয়ন গৃহেতে ।

কৌতুক আছেন প্রভু দুঃখিনী সহিতে ॥
হেনকালে প্রভুকহে শুনহদুঃখিনী ।
পরলোক গেলা মোর জনক জননী ॥
আমার আত্মীয় বর্গ নাহি কেহ হেথা ।
অতএব এ দেশে না রহিব সর্বথা ॥
পিতা মাতা তোমার আছেন বর্ত্তমান ।
তোমারে রাখিয়া যাই সেই সন্নিধান ॥
এই বাক্য শুনি দেবী বিষাদেতে বলে ।
মোর ভাগ্য ক্রমে প্রভু এ আজ্ঞা করিলে ॥
তব পাদপদ্ম ভজিলাম সুযতনে ।
তথাপি অঙ্গীকার নাহিল কি কারণে ॥
কিবা অপরাধ করিলাম শ্রীচরনে ।
যেহেতু আমারে ছাড়িয়া যাবে অন্য স্থানে ॥
এত কহি দুঃখে দেবী মৌনী হইলা ।
শুনি জগদীশ প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
আমার বচন শুন না হও বিষন্ন ।
তুমি আমি এক আত্মা কেহ মাত্র ভিন্ন ॥
তোমাতে আমাতে ভিন্ন দেখে যেই জন ।
কদাচ সে নহে মোর কৃপার ভাজন ॥
মোর ইচ্ছা হইয়াছে না থাকি এ দেশে ।
কি ইচ্ছা তোমার মনে কহত বিশেষে ॥
দুঃখিনী কহয়ে প্রভু আমি ভিন্ন নই ।
আপনি রাখিবে যথা রহিব তথাই ॥
এতেক বচন যদি দুঃখিনী কহিলা ।
তবে জগদীশ প্রভু কহিতে লাগিলা ॥

শুন প্রিয়া তোমারে কহি এ তত্ত্ব সার ।
মন মধ্যে ইহা তুমি করহ বিচার ॥
বহু জন্ম অন্তে নরদেহ লভ্য হয় ।
তাহাতে যে বুদ্ধিমন্ত সে কৃষ্ণ ভজয় ॥
যেই স্থানে বাস কৈলে কৃষ্ণ ভক্তি পাই ।
বসতি কর্ত্তব্য এবে হইল তথাই ॥
নারদীয় পুরানে কহয়ে এই কথা ।
ভাগীরথী তীরে বাস কর্ত্তব্য সর্বথা ॥

তথাহি — তত্রৈব —

কিমষ্টাঙ্গেন যোগেন কিন্তু পোভি কি মধুরৈঃ ।
বাসত্র বহিগঙ্গায়াং ব্রহ্ম জ্ঞানস্য কারনং ॥
কলিযুগে যাগযোগ তপে কিছু নয় ।
গঙ্গাতীরে বাস মাত্রে ব্রহ্মজ্ঞান হয় ॥
ব্রহ্ম শব্দে কৃষ্ণ কহি তাঁর তত্ত্ব জ্ঞান ।
গঙ্গাবাস কৈলে হয় কহয়ে পুরান ॥
কৃষ্ণ পদোদক বলি গঙ্গার মহিমা ।
শিরে ধরি শিব জানে তাঁর তত্ত্ব সীমা ॥

তথাহি — শ্রীস্কন্দ পুরানে —

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্কর ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গাশিরসা যেন ধারিতা ॥
আর কহি শুন কলিযুগে কর্ম্ম যত ।
সকলেতে প্রায় বিঘ্ন আছে শত শত ॥
নিরাপায় হরিনাম আর গঙ্গা স্নান ।
কোন বিঘ্ন নাহি ইথে কহয়ে পুরান ॥

তথাহি—তত্রৈব—শ্রীব্রহ্মা নারদ সম্বাদে—
কলৌ সর্বানি কর্ম্মানি সাপায়ানি মহামুনে।
গঙ্গাস্নান হরের্নাম নিরাপায়া মিতি দ্বয়ং॥
এইত কহিল তত্ত্ব তোমারে সকল।
এদেশ ছাড়িয়া প্রিয়া গঙ্গাতীরে চল॥
দেবী বলে শুন প্রভু আমার উত্তর।
যে আজ্ঞা তোমার তাহা কর্ত্তব্য আমার॥
শুনি তুষ্ট হই প্রভু তাঁর প্রতি কয়।
গঙ্গাতীরে বাস আমি করিব নিশ্চয়॥
তোমার মনেতে যদি সেই বাক্য লৈল।
বুঝিলাম তোমায় কৃষ্ণের কৃপা হৈল॥
দুঃখিনী কহয়ে নাহি জানি ভাল মন্দ।
ভরসা কেবল তব চরনার বিন্দ॥
যথা যাবে তুমি তথা যাইব নিশ্চয়।
দুঃখিনীরে নিয়ত রাখিহ রাঙ্গা পায়॥
দুঃখিনীর মনোবৃত্তি জানিয়া নিষ্কর্ষ।
জন্মিল প্রভুর মনে অতিশয় হর্ষ॥
একদিন জগদীশ আপনে ভবনে।
ডাকি আনাইলা নিজ প্রতি বাসীগণে॥
প্রভুর আহবানে সবে আসিয়া মিলিলা।
সভারে বিনয়ে প্রভু কহিতে লাগিলা॥
গঙ্গাতীরে বাস ইচ্ছা হৈয়াছে অন্তরে।
কৃপা করি অনুমতি সবে দেহ মোরে॥
প্রভু জগদীশ যদি এতেক কহিলা॥
শুনি বিপ্রগণ মহা দুঃখিত হইলা।
করযোড়ি বিপ্রগণ প্রভু আগে কয়॥
কহ প্রভু মো সভার কি হবে উপায়॥
প্রভু কহে তোমরা না করিহ চিন্তন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
এই রূপে তোমরা তারহ এই দেশ॥
প্রভুর বিরহে সভে মহা দুঃখী হইলা।
সুধাময় বাক্যে প্রভু সবারে তোষিলা॥
অনুমতি লই প্রভু কতদিন রহে।
একদিন নিশিযোগে দুঃখিনীরে কহে॥
কালি শুভক্ষণ যাত্রা দিন বড় ভাল।
এদেশ হইতে প্রিয়া গঙ্গাতীরে চল॥
এতেক কহিলা যদি প্রভু জগদীশ।
শুনিয়া দুঃখিনী দেবী হইলা হরিষ॥
দেবী কহে সৌভাগ্য হইল মোর এবে।
মোর সঙ্গে লই প্রভু গঙ্গাতীরে যাবে॥
বিলম্ব নাহিক এবে শীঘ্র চল।
মহেশ পণ্ডিতে প্রভু এই কথা বল॥
তবে প্রভু নিজ ভ্রাতা মহেশে ডাকিলা।
গঙ্গাতীরে যাইবার বৃত্তান্ত কহিলা॥
মহেশ কহয়ে আমি তোমার কিঙ্কর।
তব আজ্ঞাবহ কভু নাহি স্বতন্ত্রর॥
তোমার সে আজ্ঞা প্রভু তাহাই করিব।
যথায় রহিতে কহ তথায় রহিব॥
এতেক শুনিয়া প্রভু মহেশের মুখে।

মহেশেরে আলিঙ্গন কৈলা মহাসুখে ॥
প্রাতে উঠি দুঃখিনী সহিত যাত্রা কৈলা।
মহেশ পণ্ডিত তার পশ্চাতে চলিলা ॥
দেশ ছাড়ি জগদীশ গঙ্গা তীরে যায়।
দেখি গ্রাম বাসী লোক মহা দুঃখ পায় ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সভে হাহাকার করে।
কহে আমা সভা ত্যজিয়াও কোথাকারে ॥
এইরূপে কান্দয়ে গ্রামের সর্ব্ব জনে।
সভারে প্রবোধে প্রভু মধুর বচনে ॥
তোমা সভা ছাড়া আমি নহি এককক্ষণ।
আজ্ঞা দেহ গিয়া করি গঙ্গা দরশন ॥
গঙ্গা দরশন কৈলে কৃষ্ণে হয় মন।
তেকারনে চলিলাম ছাড়িয়া ভবন ॥
এইরূপে জগদীশ সভারে বুঝায়।
মনে দুঃখ পাই সভে নিজ গৃহে যায় ॥
সভা প্রবোধিয়া প্রভু চলে তথাহৈতে।
দুঃখিনী মহেশ চলে তাহার পশ্চাতে ॥
চলিতে চলিতে পথ ষষ্ঠ দিন হৈল।
সপ্তম দিবসে গঙ্গা তীরেতে আইল ॥
আসি জগদীশ প্রভু চিন্তে নিজ মনে।
গঙ্গাতীরে আইলাম রহি কোন স্থানে ॥
গঙ্গা স্নান করি প্রভু মনে মনে ভাবি।
কৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগে অবতীর্ণ হৈবে ॥
পীতবর্ণ হৈবে প্রভু ভাগবতে কয়।
সেই স্থানে রহি যদি সুনিশ্চিত হয় ॥
এতেক ভাবিতে প্রভু মনেতে জানিলা।
সেই ক্ষণে নবদ্বীপে আনন্দে চলিলা ॥
১ নবদ্বীপ গ্রামে আসি হইল উল্লাস।
সেই স্থানে মহাসুখে করিলেন বাস ॥
এই রূপে জগদীশ নদীয়া আইলা।
আসি সেই দেশে কৃষ্ণভক্তি প্রচারিলা ॥
এরূপে করিলা প্রভু নবদ্বীপে স্থিতি।
ইহার শ্রবনে হয় গৌর পদে ভক্তি ॥
প্রভু ভাগবতানন্দ গৌর প্রেম খনী।
গৌর ভক্ত গণে মত্ত দিবস রজনী ॥
বিশেষত জগদীশ প্রভুর রচিত।
শ্রবণ কীর্ত্তনে তার অতিশয় প্রীত ॥
তাঁর আজ্ঞা বলে তাঁর পদে করি আশ।
জগদীশ লীলা বর্ণে এ আনন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র
বিজয়ে শ্রীজগদীশস্য
শ্রীনবদ্বীপাগমন বর্ণ নং নাম
ষষ্ঠো বর্ণঃ

—০—

১—নবদ্বীপ—নদীয়া জেলায় অবস্থিত হাওড়া ষ্টেশন (কলিকাতা) হইতে কাটোয়া গামী রেলপথে নবদ্বীপ ধাম ষ্টেশন, শিয়ালদা (কলিকাতা) ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর গামী রেলপথে কৃষ্ণনগর ষ্টেশন নামিয়া বহু মুখী ভাবে যাওয়া যায়।

সপ্তম বর্ণ

জয় জয় জগদীশ জয় কৃপাসিন্ধু।
জীবের নিস্তার বার্ত্তা তুমি দীনবন্ধু ॥
হেনমতে প্রভু জগদীশ নবদ্বীপে।
বাস কৈলা ১ জগন্নাথ মিশ্রের সমীপে ॥
মিশ্র ঠাকুরের পত্নী শচী ঠাকুরাণী।
তাঁর অতি প্রিয়তমা হইলা দুঃখিনী ॥
এই রূপে জগদীশ রহি সেইস্থানে।
কৃষ্ণ পূজা আরম্ভিলা কায়বাক্য মনে ॥
কৃষ্ণ পূজা করে প্রভু আনন্দ অন্তরে।
শ্রীমতী দুঃখিনী তার পরিচর্য্যা করে ॥
দুঃখিনী দেবীর মন কৃষ্ণ পরায়ন।
দেখি জগদীশ প্রভু আনন্দিত মন ॥
হেনমতে জগদীশ বৈসে নদীয়ায়।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ লোকে দেখি দুঃখ পায় ॥
সে সর্ব্ব জীবের প্রতি হইয়া সদয়।
কিরূপে তরিবে তারা চিন্তেন উপায় ॥
জগদীশ কহে কৃষ্ণ হই অবতার।
এসব বিমুখ জনে করহ নিস্তার ॥
সর্ব্বে তব পাদপদ্ম করুক ভজনা।
কায়মনো বাক্য এই আমার কামনা ॥

এইরূপে জগদীশ করেন অর্চ্চনা।
জীবের নিস্তার লাগি করেন প্রার্থনা ॥
এই রূপে বহুদিন হইব ব্যতীত।
শ্রীজগদীশের বাঞ্ছা হইল পূর্ণিত ॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি প্রভু কৃপাময়।
শচী গৃহে কৃষ্ণচন্দ্র হইলা উদয় ॥
কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছা দিয়া হৈলা গৌরবর্ণ।
সেই বর্ণনে ধৃত কৈল জম্বুনদ স্বর্ণ ॥
সে প্রভুর লীলা কথা অসংখ্য অপার।
চৈতন্য চরিতামৃতে আছয়ে বিস্তার ॥
মোর শক্তি নাহি তাহা করিতে বর্ণন।
অপরাধ ক্ষম মোর গৌর ভক্ত গণ ॥
শচী গৃহে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর পিতা তাঁর নাম রাখিলা নিমাই ॥
নিমাইর মাতা আর ঠাকুরাণী দুঃখী।
পরস্পর দরশনে হন মহাসুখী ॥
দোঁহাকার প্রীতি দুই সহোদরা যেন।
যেইজন নাহি চিনে জ্ঞান করে হেন ॥
পরম সুন্দর হৈলা শচীর কুমার।
দেখিয়া দুঃখিনী মনে আনন্দে অপার ॥

১—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র - শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা। তাঁর বংশ পরিচয় যথা—কান্য কুব্জের শ্রীবিশুদ্ধ মিশ্রের পুত্র মধুকর মিশ্র শ্রীহট্টের বরু গঙ্গাবাসী। তৎ পুত্র কীর্ত্তিদ, রঙ্গদ, কীর্ত্তিবাস ও উপেন্দ্র মিশ্র। উপেন্দ্র মিশ্রে পুত্র কংসারি, পরমানন্দ; জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পাদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকপ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বরূপ ও শ্রীগোরাঙ্গদেব।

শচীদেবী দুঃখিনীরে পুত্র সমর্পিলা।
মহাসমাদরে তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥
আমার তনয় এই নিমাই সুন্দর।
ইহারে রাখিহ সদা আপন গোচর ॥
এতেক শুনিয়া দেবী শচীর শ্রীমুখে।
নিমাইকে ক্রোড়ে লৈলা পরানন্দ সুখে ॥
তবেত দুঃখিনী দেবী লইয়া নিমাই।
লালন পালন করে মনে সুখ পাই ॥
এরূপে নিমাই প্রতি স্নেহাবিষ্ট মন।
সামান্য বালক জ্ঞানে করেন পালন ॥
হিরন্য ভাগবত নামে এক মহামতি।
কৃষ্ণের পরম ভক্ত নবদ্বীপে স্থিতি ॥
তাঁহার সহিত জগদীশ প্রেমরঙ্গে।
থাকেন সর্ব্বথা কৃষ্ণ কথার প্রসঙ্গে ॥
দোঁহাকার এক মন একই ভজন।
দোঁহে প্রেমযোগে করে শ্রীকৃষ্ণ পূজন ॥
বিষয় সুখের লাগি জগত সতৃষ্ণ।
মায়া মুগ্ধ হই জীব নাহি ভজে কৃষ্ণ ॥
প্রবোধ করিলে কেহ না করে শ্রবন।
প্রবোধ যে করে তারে কহে কুবচন ॥
এইরূপে বিষ্ণুমায়া মোহিত হইয়া।
রহিয়াছে জীব সব কৃষ্ণ পাশরিয়া ॥
তা সভার লাগি দোঁহে করেন চিন্তন।
কিরূপে হইবে ইহা সভার তারণ ॥
যদি কৃষ্ণ আসিয়া হয়েন অবতার।
তবে হয় এই সর্ব জীবের উদ্ধার ॥
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জীব উদ্ধার করিবে।
তবেত এ সর্ব জীব উদ্ধার হইবে ॥
আনিব শ্রীকৃষ্ণ এই কামনা দোঁহার।
বাঞ্ছাপূর্ণ কিসে হয় করেন বিচার ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে এক শ্লোক স্মৃতি হৈল।
সেই শ্লোক বিচারিয়া আনন্দ লভিল ॥
তথাহি—শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরানে—
একাদশী ব্রতং নাম সর্বকামফল প্রদং।
কর্ত্তব্য সর্ব্বথা বিপ্রৈর্বিষ্ণু প্রীতেন কারনং।
একাদশী ব্রত এই যে নর করয়।
তাহার কামনা সর্ব পরিপূর্ণ হয় ॥
বিপ্রের কর্ত্তব্য বিষ্ণু প্রীতের কারণ।
ইহা হৈতে হয় সর্ব কাম পরিপূর্ণ ॥
এতেক বিচার করি দোঁহে হর্ষ হৈলা।
মহানন্দে একাদশী ব্রত আরম্ভিলা ॥
ভক্তি ভাবে করে দোঁহে একাদশী ব্রত।
বিধান আছয়ে তার যেন শাস্ত্র মত ॥
তথাহি—শ্রীবিষ্ণু পুরানে
একাদশ্যামুভোপক্ষৌ নিরাহার সমাহিতঃ।
স্নাত্বা সম্যদ্বিধানেন ধৌত বা সা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সংপূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুং শ্রদ্ধয়াতি সমাহিতং ॥
পুষ্পৈ গন্ধৈস্তথা ধূর্পৈদ্দিপে নৈবেদ্যকৈঃ পরেঃ
উপহারৈর্ব্বহুবিধৈ র্জপহোম প্রদক্ষিনৈঃ।
স্তোত্রৈর্নানা বিধৈর্দ্দিব্যগীত বাদ্যৈর্মনোরমৈঃ ॥
দণ্ডবৎ প্রানিপাতৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথোত্তমৈঃ।
এবং সংপূজ্য বিবিধদ্রাত্রৌ কুর্য্যাৎ প্রজাগরং।

কথাং ৰাগীতিকাং ৰাপিকুর্য্যা দ্বিষ্ণুপরায়ণাঃ।
যাতি বিষ্ণোঃ পরং স্থানং নরানাস্ত্য এসংশয় ॥
এইরূপে দোঁহে করে একাদশী ব্রত।
কৃষ্ণের করয়ে পূজা শাস্ত্র বিধি মত ॥
নতি স্তুতি করি দোঁহে করয়ে প্রার্থনা।
কৃষ্ণ পূর্ণকর আমা দোঁহার কামনা ॥
আপনি আসিয়া প্রভু হই অবতার।
মায়া মুগ্ধ জীবগণে করহ উদ্ধার ॥
পাষণ্ড ছাড়ি সভে হউক বৈষ্ণব।
সকলে জানুক প্রভু তোমার বৈভব ॥
তোমা বিনা জীব যেন নাহি ভজে আন।
তুমি হও সকল জীবের ধন প্রান ॥
জীবে নিস্তারহ প্রভু আপনি আসিয়া।
জীবেরে করহ সুখী নিজ ভক্তি দিয়া ॥
এই অভিলাষ প্রভু আমা দোঁহাকার।
সকল জীবেরে প্রভু করহ উদ্ধার ॥
এরূপ প্রার্থনা করি শ্রীকৃষ্ণ চরণে।
একাদশী ব্রত দোঁহে করে হর্ষ মনে ॥
সে দোঁহার ব্রত নিষ্ঠা দেখি গৌর রায়।
দোঁহারে মিলিতে প্রভু করেন উপায় ॥
একদিন মহাপ্রভু করেন রোদন।
জননী সান্ত্বনা করে নহে সম্বরণ ॥
জনক জননী পাশে ঔদ্ধত্য জানায়।
অপ্রাপ্য যে দ্রব্য প্রভু তাহাই মাগয় ॥
যাহা প্রভু চাহে তাহা পিতামাতা দেন।
তথাপিহ মহাপ্রভু ক্রন্দন করেন ॥
আছয়ে ইহার মাত্র এক প্রতিকার।
হরি নাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর ॥
প্রভুর সান্ত্বনা লাগি যত নর নারী।
'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গান উচ্চ করি ॥
তথাপিহ মহাপ্রভু স্থির নাহি হয়।
কারণ না কহে মাত্র কেবল কান্দয় ॥
শচীদেবী কহে বাপ কান্দ কি কারণ।
প্রভু কহে মোর বাই হইল এখন ॥
ইহার শুশ্রূষা সভে করহ বুঝিয়া।
তবে আমি খেলা করি সুস্থির হইয়া ॥
ইহা শুনি শুশ্রূষা করেন সর্বজন।
তথাপিহ মহাপ্রভু করেন রোদন ॥
মিশ্র কহে, ৰাপ বিশ্বম্ভর কিবা চাহ।
সেই দ্রব্য দিব ৰাপ ক্রন্দন ছাড়ই ॥
প্রভু কহে, যদি সুস্থ করিবা আমারে।
তবে শীঘ্র যাহ দুই ব্রাহ্মনের ঘরে ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরন্য ভাগবত।
দুই বিপ্রকৈলা আজি একাদশী ব্রত ॥
নৈবেদ্য করিল তারা বিষ্ণু পূজিবার।
খাইতে পাইলে তাহা না কান্দিব আর ॥
বালকের মুখেতে শুনিয়া এই বাণী।
বহুত কারনে খেদ মিশ্রের গৃহিনী ॥
শুনিয়া সে দুই বিপ্র ত্বরায় আইলা।
বিষ্ণুর নৈবদ্য আনি প্রভু আগে দিলা ॥

তাহা খাই মহাপ্রভু সুস্থির হইলা।
শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাত এই তাঁরা না জানিলা॥
তবে প্রভু চিন্তিলেন আপন হৃদয়।
জগদীশে দিব আমি নিজ পরিচয়॥
পুনঃ একাদশী দিনে নৈবেদ্য খাইব॥
সেই দিনে তারে আমি দরশন দিব॥
এইরূপে কিছুদিন ব্যতীত হইলা।
তবে মহাপ্রভু জগদীশেরে মিলিলা॥
অন্য একাদশী দিনে প্রভু বিচারিলা।
এবে জগদীশ কৃষ্ণপূজা আরম্ভিলা॥
এই কালে তথা আমি করিব গমন।
বিচারিয়া মহাপ্রভু চলিলা তখন॥
জগদীশ পণ্ডিতেরে দেখিলা আসিয়া।
কৃষ্ণপূজে বাহ্য জ্ঞান বিস্মৃতি হইয়া॥
অনেক নৈবেদ্য দ্রব্য বিবিধ প্রকার।
ফল মূল মিষ্টান্নাদি লেখা নাহি তার॥
কৃষ্ণে মন ধরি জগদীশ সমর্পয়।
দেখি মহাপ্রভু হৈলা পরমানন্দ ময়॥
ভক্ত দ্রব্য পাই হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
বাল্যের চাঞ্চল্য কিছু তথা প্রকাশয়॥
অজ্ঞানের প্রায় কিছু নৈবেদ্য খাইলা॥
পণ্ডিতের সেই কালে ধ্যান ভঙ্গ হৈলা॥
জগদীশ কহে তুমি কি কৈলে নিমাই।
নৈবেদ্য খাইলে বিষ্ণু পূজা হয় নাই॥
প্রভু কহে জগদীশ শুনহ বচন।
আসি কৃষ্ণ পূজ তুমি আমার চরণ॥
জগদীশ দেখে সেই শচীর তনয়।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহে নাহিক সংশয়॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া ভূমে করে প্রণিপাত।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করে যোড়ি দুই হাত॥
প্রভু কহে তুমি বৃদ্ধ বিপ্র মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
প্রাচীন পণ্ডিত তুমি সর্বজ্ঞ হইয়া।
অকল্যান কর মোরে প্রণাম করিয়া॥
জগদীশ কহে প্রভু না বঞ্চিহ আর।
সাক্ষাৎ দেখিল চিহ্ন চরণে তোমার॥
তথাহি—
ধ্যাত্বা ব্রহ্মাদয়ো নিত্যং নপ্রাপ্তুং যৎ পদাম্বুজ
মম সৌভাগ্য হেতু ত্বাং সাক্ষাদ্দৃষ্টমদ্ভুতং॥
ব্রহ্মা ভব আদি দেব ধ্যান করি সদা।
যে চরণ প্রাপ্তি বাঞ্ছা করেন সর্বদা॥
কত জন্ম জন্মান্তের সৌভাগ্য হইতে।
সে পদ যুগল অদ্য দেখিলুঁ সাক্ষাতে॥
এতদিন না চিনিলুঁ মুঞি দুরাচার।
সার্থক হইল আজি মোর কলেবর॥
অধম পামরে যদি প্রভু কৈলে দয়া।
কৃপা করি মোর শিরে দেহ পদ ছায়া॥
ভক্তেরে দিয়াছ তব যুগল চরণ।
এবে ভাণ্ডাইতে না পরিবে কদাচন॥
এ প্রকার জগদীশ নানা স্তুতি করে।

কহে অপরাধ ক্ষমা কর আমারে ॥
একালে দুঃখিনী দেবী তথায় আইলা।
আসি মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দেখিলা ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন পদ তলে সোহে।
চারিভূজে শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম তাহে ॥
বক্ষস্থলে বনমালা কটিতটে ধড়া।
ললাট অলকাবৃত তনু পরি চূড়া ॥
দেখিয়া সেরূপ শোভা দুঃখিনী মূর্চ্ছিতা।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে হৈলা জ্ঞানযুতা ॥
নয়ন সজল দেবী প্রভুরে কহয়।
এতদিনে প্রভু মোর হইলা সদয় ॥
এতদিনে মোর জন্ম সফল করিলা।
অপরাধ ক্ষমি মোরে দরশন দিলা।
সামন্য বালক জ্ঞানে করিলু পালন ॥
সেই অপরাধ মোর ক্ষম নারায়ণ ॥
স্ত্রীজাতি অজ্ঞান আমি নাহি কোন শক্তি।
তব পাদপদ্মে প্রভু দেহ দৃঢ় ভক্তি ॥
এই রূপে দুঃখিনী দেবী বহু স্তুতি করি।
দণ্ডবৎ প্রনতি কৈলা প্রভু পদ ধরি ॥
জগদীশ দুঃখিনী প্রভু চরণ বন্দিলা।
দোঁহে কৃপা করি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
তুমি দোঁহে মোর পারিষদ ছিলা পূর্ব্বে।
ভকত হইয়া জন্ম লভিয়াছ এবে ॥
এইমত দ্বাপরের পারিষদ গণ।
ভক্ত রূপে জন্মিলেন কোন কোন স্থান ॥
তোমা সহ মিলিলাম সভার অগ্রেতে।
তবে সর্ব্ব ভক্ত সহ মিলিব পশচাতে ॥
সভে মিলি ভাগবত ধর্ম্ম আচরিব।
হরি নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিব ॥
বিষয়েতে মত্ত জীব আছে কলি কালে।
হরি নাম দিয়া আমি তারিব সকলে ॥
গৌরাঙ্গের বাক্য শুনি পণ্ডিত ঠাকুর।
লভিলা নিজমনে আনন্দ প্রচুর ॥
প্রেমে মত্ত জগদীশ নাচিতে লাগিলা।
তবে মহাপ্রভু তারে সান্ত্বনা করিলা ॥
জগদীশ হেনমতে প্রভুরে মিলিলা।
সস্ত্রীক হইয়া তাঁর চরণ ভজিলা ॥
শ্রদ্ধা করি শুনহ সকল ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর সঙ্গে জগদীশের মিলন ॥
কতদিন পরে প্রভু ভক্তগণ লইয়া।
কীর্ত্তন করেন পরমানন্দ যুক্ত হৈয়া ॥
১ শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে নিশাযোগে মিলি।

১ শ্রীবাস পণ্ডিত ঃ—শ্রীবাস পণ্ডিত পঞ্চতত্ত্বের একজন। পূর্ব্ববতারের নারদ মুনিই শ্রীবাস পণ্ডিত রূপে প্রকট হন। শ্রীহট্টে আবির্ভূত হইয়া নবদ্বীপে অবস্থান, তৎপরে কুমার হট্টে আসিয়া অবস্থান করেন। পিতার নাম জলধর পণ্ডিত, নলিনী পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, রামাই পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত ও শ্রীনিধি পণ্ডিত এই পাঁচ ভাই।

হরি হরি বোলে সভে দিয়া কর তালি ॥
তবে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন প্রকাশিলা।
কাজীর সহিত তাহে অতি দ্বন্দ্ব হৈলা ॥
কাজীকে দলিয়া প্রভু সংকীর্ত্তন করে।
নিজ ভক্ত গোষ্ঠী সহ আনন্দে বিহরে ॥
পাষণ্ড উদ্ধার লাগি প্রভু গৌর হরি।
চিন্তেন আপন মনে দিবস শর্ব্বরী ॥
তাহার উপায় নিজ মনে বিচারিলা।
সেই বার্ত্তা জগদীশ অন্তরে জানিলা ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু সন্ন্যাসী হইয়া।
জগন্নাথে রহিবেন ভক্তগণ লৈয়া ॥
জানি জগদীশ মনে কৈলা অভিলাষ।
শ্রীজগন্নাথের সেবা করিব প্রকাশ ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি অন্য স্থানেতে রহিব।
গৌরাঙ্গের এই আজ্ঞা কিরূপে পাইব ॥
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু গৌরগুন মনি।
জগদীশে ডাকি আজ্ঞা দিলেন আপনি ॥

প্রভু কহে জগদীশ শুনহ বচন।
চলি যাহ পূর্ণ হৈব তোমার মনন ॥
আজ্ঞা পাই জগদীশ মহাসুখী হৈলা।
মহেশ পণ্ডিতে ডাকি কহিতে লাগিলা ॥
নীলাদ্রি যাইব জগন্নাথ দরশনে।
দুঃখিনীরে রাখি যাই তোমার সদনে ॥
এইমতে প্রবোধিয়া নিজ সহোদরে।
নীলাচলে যাত্রা কৈলা আনন্দ অন্তরে ॥
এই কথা শ্রদ্ধা করি শুনে যেই জন।
জগদীশ কৃপায় পায় চৈতন্য চরণ ॥
প্রভু ভাগবতানন্দ পদে করি আশ।
জগদীশ লীলা কহে এ আনন্দ দাস ॥

—০—

ইতি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র
বিজয়ে শ্রীমহাপ্রভু না সহ শ্রীজগদীশস্য
মিলনং নাম সপ্তমো
বর্ণঃ

গৌরাঙ্গের আত্ম প্রকাশের পূর্ব্বে নলিনী পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান করায় শ্রীবাসের চার ভাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। নলিনী পণ্ডিতের কন্যাই নারায়ণী দেবী। গৌরাঙ্গদেব গয়া হইতে ঈশ্বর পুরীর সমীপে দীক্ষা গ্রহন করিয়া নবদ্বীপে আগমন করতঃ শ্রীবাস ভবনে সংকীর্ত্তন আরম্ভ ও মহাবৈভব প্রকা[শ] করিয়া প্রিয় পার্ষদ বর্গকে আকর্ষণ করতঃ জীবে প্রেমদান লীলার সূচনা করেন। গৌরা[ঙ্গ] সন্ন্যাসে কুমার হট্টে আসিয়া অবস্থান করেন। জীবনী মৎপ্রনীত গৌর ভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

অষ্টম বর্ণ

জয় জগদীশ জয়, মোরে হইয়া সদয়,
কৃপাকর কৃপা দৃষ্টি দিয়া।
আত্মমনে হৈয়া সুখী, তবগুণ গ্রন্থে লিখি,
পুর্ণ কর করুণা করিয়া॥
জগদীশ এইমত, করিলেন লীলা যত,
তাহা সংখ্যা কে করিতে পারে।
সাধুমুখে যাহা শুনি, তাহাই কিঞ্চিত বর্ণি,
নিজ চিত্ত শুদ্ধ করিবারে॥
মহাপ্রভু আজ্ঞা কৈলা, শ্রীজগদীশ চলিলা,
জগন্নাথ ক্ষেত্র দরশনে।
প্রেমরসে গদগদ, প্রনমি বাড়ায় পদ,
প্রেমধারা বহে দুনয়নে॥
গায় উচ্চ হরিধ্বনি, বৈষ্ণবের চুড়ামনি,
চলিলা আপন মহা সুখে।
প্রবোধিয়া দুঃখিনীরে, রাখি মহেশের ঘরে,
চলিলেন দক্ষিণাভি মুখে॥
পথে চলি চলি যান, গৌরগুণ সদাগণ
একক্ষণ নাহিক বিশ্রাম।
মনে সদা কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ কথা শুনে কান,
জিহ্বা সদা লয় কৃষ্ণ নাম॥
এই রূপে শ্রীপণ্ডিত, হই মহামুরষিত,
প্রেমাবেশে পথে চলি যায়।
ঘাটে ঘাটিয়াল যত, প্রভু দেখি যোড়ে হস্ত
কেহ কোন বাধা না জন্মায়॥
প্রভু সুখে চলি যায়, স্থানে স্থানে দেবালয়
প্রেমাবেশে করেন দর্শন।
নাহি জানে কোন দুঃখ, কৃষ্ণ নামে সদা সুখ,
পথ শ্রান্তি না হয় কখন॥
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, মনে হই আনন্দিত,
ক্রমেতে আইলা ১ রেমুনায়।
তথায় ২ শ্রীগোপীনাথ, দেখি হৈলা প্রনিপাত'
মনসুখে আত্ম নিবেদয়॥

১— রেমুনা উৎকলে অবস্থিত বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে বাসে বা রিক্সায় যাওয়া যায়। এইখানেক্ষীর চোরা গোপীনাথ দেব বিরাজিত। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করেই ক্ষীর চোরা গোপীনাথ নাম ধারন করেন। এখানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধি ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুষ্প সমাধি বিদ্যমান।

২—শ্রীগোপীনাথ :—রেমুনাতে অবস্থিত শ্রীগোপীনাথ দেবের প্রকট রহস্য বিষয়ে শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থের নবম দশার বর্ণন। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র সীতা লক্ষণ সহ বনবাসে গমন কালে চিত্রকূট পর্বতে গমন করতঃ এক বটবৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া সীতাদেবী বলিলেন—

"এই এক স্থান আমার শুন প্রিয়োত্তম।

দৈন্য করি নিবেদয়, কৃপাকর কৃপাময়,
মোর প্রতি সুপ্রসন্ন হৈয়া।
তোমার প্রসাদে যেন, জগন্নাথ দরশন,
পাই আমি নীলাচলে গিয়া॥
এতেক প্রার্থনা করি, রহিলেন সে শর্ব্বরী,
গোপীনাথ প্রভুর সদনে।
প্রাতে উঠি শ্রীপণ্ডিত, বন্দিয়া শ্রীগোপীনাথ,
চলিলেন সুখ পাই মনে॥
প্রেমে মত্ত চলি যায়, যেন বাউলের প্রায়,
ক্ষিপ্ত জ্ঞান করি লোক হাসে।
অতি ভাগ্যবান যেই, প্রভুর চিনিয়া সেই,
স্তুতি করি প্রেমানন্দে ভাসে॥
এই যে প্রভুর রীতি, সম দয়া সভা প্রতি,
গুন লয় দোষে দৃষ্টি নাই।
গৌর আজ্ঞা শিরে ধরি, চলে নীলাচল পুরী,
গৌরাঙ্গের নাম গুন গাই॥
এইরূপে শ্রীপণ্ডিত, কটকেতে উপস্থিত,
তথাত সাক্ষী গোপাল দেখিলা।
শ্রীগোপাল মূর্ত্তি দেখি, হইয়া পরম সুখী,
নতি স্তুতি অনেক করিলা॥

দ্বাপরের রূপ কলিযুগে এথা হবে। গোপীনাথ নাম আমার অবশ্যই হইবে।। সীতা সেই রূপ দেখিতে চাহিলে রামচন্দ্র একটি প্রস্তুর খণ্ড আনাইয়া শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মান করিলেন।

"তবে শর মূলে লিখেন শ্রীরঘুনন্দন। বৃন্দাবনে ফিরে যেন শ্রীনন্দন॥ সীতার এই মূর্ত্তি দর্শনে মূর্চ্ছিত হইলেন"। তারপর এই বট বৃক্ষ মূলে শ্রীমুর্ত্তি রাখিয়া রামচন্দ্র অন্যত্র গমন করিলেন।

"একদিন বিশিষ্ট মুনি সেখানে মিলিল। বটমূলে মুর্ত্তি দেখি আচম্বিত হৈল॥
ধ্যানে জানিল রঘুনাথের নির্মান। দ্বাপরেতে এইরূপ হইবে ভগবান॥ এত বিচারিয়া মুনি শিষ্যে আজ্ঞা কৈল। এই সেবা তোমারে সমর্পন করা গেল॥ মন্দির বানায়া তাহাতে স্থাপিল। শিষ্য আজ্ঞা করি মুনি অন্তর্দ্ধানে গেল॥ রেমুনাতে খ্যাতি শ্রীগোপীনাথ নাম। মহা মহোৎসব সেবা হৈল সেই স্থান"। এই ভাবে রেমুনাতে শ্রীগোপীনাথ প্রকট হইলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া ক্ষীর চোর গোপীনাথ নাম ধারন করেন। শ্যামানন্দ প্রভুর লীলা কালীন গোপীনাথের দর্শন না পাইয়া চিন্তিত হইলে, গোপীনাথ স্বপ্নে বলিলেন—
"লোক লৈয়া হাটে চণ্ডী করিছে আমারে। সিন্দুর দিয়াছে আমার সর্ব্বাঙ্গ শরীরে। আমারে আনিয়া তুমি মন্দিরে স্থাপিবে। পূর্ব্বমত করি সেবা আমারে করিবে"॥
অদ্যাপি শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা বিরাজিত। রেমুনায় বিরাজিত শ্রীগোপাল দেবের প্রকট রহস্য

দিন দুই তথা থাকি, অষ্টকাল সেবা দেখি,
মহা আনন্দিত প্রভু হৈলা।
তুলসী চূড়াতে আসি, জগদীশ গুনরাশি,
নীলাচক্র দরশন কৈলা॥
নীলাচক্র দরশনে, যে আনন্দ প্রভু মনে,
কার শক্তি আছে তাহা কহে।
প্রেমে গদগদ অঙ্গ, নাচে করে কত রঙ্গ,
প্রেমধারা দুনয়নে বহে॥
পদে পদে দণ্ডবত, নতি করে শত শত,
স্তুতি করে গদ্য গদ্য ছন্দে।
গৌর জগন্নাথ বলি, নাচে দুই বাহু তুলি,
আপনা পাসরে প্রেমানন্দে॥

প্রেমাবেশে এইমত, আসি আঠার নালাতে,
বহু নৃত্য কীর্ত্তন করিলা।
তাঁহা হৈতে মহাসুখে, কৃষ্ণ প্রেমের কৌতুকে
অষ্টাঙ্গে প্রণাম আরম্ভিলা॥
জগদীশ প্রেমাস্পদ, চলে প্রভু এক পদ,
পুনঃ অষ্টাঙ্গেতে প্রণময়।
এইমত পদে পদে, আপনার মন সাধে,
ক্রমেতে প্রণতি করি যায়॥
এইরূপে নীলাচলে, আসি মহা কুতূহলে,
দরশন কৈলা জগন্নাথ।
প্রেমে গদগদ হৈয়া, ভূমিতলে লোটাইয়া,
ভক্তি ভাবে কৈলা প্রণিপাত॥

সম্পর্কে মুরারী গুপ্তের কড়চার ৩য় প্রক্রম ৬ষ্ঠ সর্গের বর্ণন —

"রেমুনায়াং মহাপূর্য্যাং দ্রষ্টুং গোপাল দেবম্॥
বারনস্যা মুদ্ধাবেন স্থাপিতং পুজিতং পুরী।
ব্রাহ্মনু গ্রহার্থায় যত্র গত্বা স্থিতং হরিঃ"॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে — মধ্য খণ্ডে

"মহাপুরী রেমুনাতে আছয়ে গোপাল। দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার॥ পূর্ব্বে বারানসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিল। ব্রাহ্মনেরে কৃপা ছলে এথা আচম্বিত" সাক্ষী গোপাল ও এই গোপাল এক কিনা বিচার্য্য।

৩—সাক্ষী গোপাল— বড় বিপ্রের ধর্ম্ম রক্ষার কারনে ছোট বিপ্র কর্ত্তৃক বৃন্দাবন হইতে বিদ্যানগরে আনিত হইয়া গোপাল দেব সাক্ষী প্রদান করেন। উৎকলরাজ পুরুষোত্তম দেব সেই দেশ বিজয় করিয়া কটকে আনয়ন করতঃ গোপাল দেবকে স্থাপন করেন। এতদ্বিষয়ে চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে বিশেষ বর্ণন রহিয়াছে।

প্রনমি শ্রীজগন্নাথে, স্তুতি করে যোড় হাতে,
দর্শন করয়ে হর্ষ মনে।
প্রেম রসে অঙ্গভার, নয়ন সজল তাঁর,
বাক্য নাহি স্ফুরে শ্রীবদনে॥
এইরূপে কতক্ষণ, করিলেন দরশন,
তদন্তরে বাহ্য জ্ঞান হইল।
তবে নিজ মন সুখে. দাণ্ডাইয়া পূর্ব মুখে,
এইরূপে বহু স্তুতি কৈল॥
হে কৃষ্ণ করুনাময়, করুনা কর আমায়,
কাঙ্গালের তুমি ধন প্রাণ।
কাল ভয়ে মোর প্রাণ, সদা কম্প কম্পুবান,
কৃপা করি কর মোরে ত্রান॥
আমি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া, ক্ষিতি মধ্যে জনমিয়া,
বদ্ধ হৈয়া আছি মায়া জালে॥
তুমি জগতের কর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডের এক ভর্ত্তা,
অপরাধ ক্ষমি দেখা দিলে॥
গোবিন্দ নন্দনন্দন, ধরিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন,
কৃপা করি গোকুল রাখিলে।
গোপীকার প্রাননাথ. গোপ শিশু করি সাথ,
ব্রজপুরে গূঢ় লীলা কৈলে॥
দীনবন্ধু দয়া কর, দয়াময় নাম ধর,
তুমি প্রভু অকিঞ্চন প্রাণ।
কুবিষয়ে আছি বদ্ধ, দিয়া নিজ পাদ পদ্ম,
মোরে প্রভু কর পরিত্রান॥
আমি ভক্তি হীন জন, নাহি ভজন সাধন,
এ সংসার তরিব কেমনে।
তুমি করুনা করিয়া, নিজ ভক্তি যোগ দিয়া,
দাস করি রাখ শ্রীচরণে॥
এইমত নানা স্তোত্র, করিলেন শ্রীপণ্ডিত,
প্রসন্ন হইলা জগন্নাথ।
কহেন পণ্ডিত প্রতি, বর লহ যৈছে মতি,
হইলাম তোমারে সাক্ষাৎ॥
নীলকান্ত মনি জ্যোতি, দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি,
জগদীশ যুড়ি দুই হাত।
দুই সজল নয়ন, প্রেমে গরগর মন,
অষ্টাঙ্গে করয়ে প্রণিপাত॥
তোমার যে কলেবর, আছয়ে বৈকুণ্ঠ স্থান,
শ্রীমন্দিরেক উত্তরাংশে।
যদি তব কৃপা পাই, সেই মূর্ত্তি লইয়া যাই,
সেবা প্রকাশিব গৌড় দেশে॥
তবে প্রভু আজ্ঞা কৈলা. জগদীশে আজ্ঞা দিলা,
অঙ্গীকার করিলুঁ তোমায়।
চলিযাহ একেশ্বর, লই মোর কলেবর,
যেই স্থানে তব ইচ্ছা হয়॥
শুনি হৈলা হরষিত, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত,
কহিতে লাগিলা সবিনয়।
তিন সঙ্গের ভারি মূর্ত্তি, লইতে আমার শক্তি,
কিরূপেতে সম্ভব এ হয়॥
আর রাজ চরগণে, ছাড়িয়া বা দিবে কেনে,
এ দুই সঙ্কোচ হয় মনে।

যদি আজ্ঞা দিলা প্রভু, মনে ভয় করি কভু,
নির্ভয় করহ দীন জনে ॥
ইহা শুনি জগন্নাথ, কাঙ্গালের প্রাণনাথ,
কহে তাঁরে সদয় হইয়া।
রাজদূতে না বাধিব, আমি তব পিষ্ঠে যাব,
লই চল নির্ভয় হইয়া ॥
প্রাতে উঠি শ্রীপণ্ডিত, হই মহা হরষিত,
সিন্ধুজলে কৈলা প্রাতঃস্নান।
হেনকালে রাজচর, আসিয়ে নিকটে তার,
করিলেক এই নিবেদন ॥
করি বহু নতি স্তুতি, রাজা দিলা অনুমতি,
লইয়া যাইতে কলেবর।
শুনিয়া পাইলা সুখ, দূর হইল সর্ব্ব দুঃখ,
আনন্দ হইল বহুতর ॥
বোঝা বান্ধি পৃষ্ঠপর, জগন্নাথ কলেবর,
লইলেন ঠাকুর পণ্ডিত।
সে আখ্যান সুধাময়, ভাগবতের আজ্ঞা হয়,
এ আনন্দ বর্ণিল কিঞ্চিত ॥

—০—

জগন্নাথ কলেবর লহয়া পণ্ডিত।
প্রেমে পথ চলি যায় হৈয়া হরষিত ॥
দিবানিশি গান করি গৌর কৃষ্ণ নাম।
ক্রমে আসি উত্তারিলা ১ শ্রীযশোড়াগ্রাম ॥
তাঁহা আসি পণ্ডিতের বাহ্যজ্ঞান হৈল।
জগন্নাথ ইহাঁ রহ নিবেদন কৈল ॥
জগন্নাথ তাঁর বাক্য স্বীকার করিলা।
মোর সেবাকর তুমি এই আজ্ঞা দিলা ॥
শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা পাইয়া পণ্ডিত।
মন মধ্যে হইলেন অতি হরষিত ॥
মহেশ পণ্ডিত আর দুঃখী ঠাকুরাণী।
সেইস্থানে দোঁহাকারে আনিলা আপনি ॥
জগদীশ জগন্নাথ সেবা প্রকাশিলা।
শুনি সে দেশের লোক দেখিতে আইলা ॥
সর্বলোক কহে এই দেশ ধন্য হৈল।
এক বিপ্র জগন্নাথ আনি সেবা কৈল ॥
নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করিতে।
অর্থ ব্যয় হয় আর পরিশ্রম পথে ॥
অনায়াসে এস্থানে পাইব দরশন।
আমা সভা উদ্ধারিলা এই সুব্রাহ্মণ ॥
এইরূপে সর্বলোক আসিয়া কৌতুকে ॥
দরশন করি যায় প্রেমানন্দে সুখে ॥
জগন্নাথ আগমন মহাখ্যাত হৈল।
শুনি সে দেশের রাজা দেখিতে আইল ॥
আসি মহারাজা দেখি হইল বিস্ময়।
আপনার মনে তবে বিচার করয় ॥
তিন সাঙ্গের ভারী দেখি এই কলেবর।

১—যশোড়া—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদা ষ্টেশন হইতে রাণাঘাট রেলপথে চাকদহ ষ্টেশন নামিয়া এক মাইল পশ্চিমে শ্রীল জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত।

পৃষ্ঠে করিএ বিপ্র আনিল একেশ্বর ॥
সত্য মিথ্যা নাহি বুঝি ভ্রান্ত হয় মন।
সোলাতে বা জগন্নাথ করিল নির্ম্মান ॥
এতভাবি সেই রাজা জগন্নাথে ধরে।
বহু যত্ন কৈল তভু তুলিতে না পারে ॥
বিস্ময় হইয়া রাজা প্রণাম করিল।
তথা হৈতে আসি প্রভুর চরনে ধরিল ॥
রাজা কহে, অপরাধ ক্ষম কৃপাময়।
আমি লইলাম প্রভুতে তোমার আশ্রয় ॥
জগদীশ কহে তুমি রাজ্য অধিপতি।
তোমার উচিত নহে মোরে কর স্তুতি ॥
রাজা কহে, প্রভু আর না করিহ মায়া।
করুনা করিয়া দেহ চরনের ছায়া ॥
তোমার মহিমা আমি জানিলুঁ বিশেষ।
তুমি অবতীর্ণ হৈলা তারিতে এদেশ ॥
মোর প্রতি করি প্রভু কৃপাবলোকন।
কিঞ্চিৎ আমার দ্রব্য করহ গ্রহণ ॥
তবে মোর সর্ব অপরাধ ক্ষমা হয়।
অপরাধ না ক্ষমিলে মরিব নিশ্চয় ॥
কাতর দেখিয়া তাঁরে পণ্ডিত ঠাকুর।
তাঁর প্রতি কৃপা প্রকাশিলেন প্রচুর ॥
জগদীশ কহে রাজা যে ইচ্ছা তোমার।
তব প্রীতি নিমিত্তে করিব অঙ্গীকার ॥
রাজা কহে প্রভু মোর এই নিবেদন।
মোর রাজ্যে কিছু ভূমি করহ গ্রহন ॥
প্রভু কহে, তব রাজ্যে আমি বাস করি।
আমি বৃত্তি ভোগী তুমি রাজ্য অধিকারী ॥
রাজা কহে জগন্নাথ সেবার কারণ।
উর্বরা নিষ্কর ভূমি করহ গ্রহণ ॥
এইস্থানে রহি জগন্নাথ সেবা করি।
উদ্ধার করহ সর্ব পতিত সংসারী ॥
রাজার বিনয়ে প্রভু সন্তুষ্ট হইলা।
রাজ দত্ত ভূমি প্রভু গ্রহণ করিলা ॥
পুনঃ সেই রাজা ধরি প্রভুর চরণ।
আপনার হিত লাগি করে নিবেদন ॥
রাজা কহে পড়িয়াছি এ সংসার কূপে।
ইহা হৈতে উদ্ধার হইব কোনরূপে ॥
কৃপা করি কহ মোরে তাহার উপায়।
লইলাম শরণ তোমার রাঙ্গা পায় ॥
রাজার দেখিয়া আর্ত্তি প্রভু জগদীশ।
উপদেশ করিলেন হইয়া হরিষ ॥
প্রভু কহে, রাজা শুন আমার বচন।
পুত্রবৎ স্নেহে কর প্রজার পালন ॥
নিজরাজ্যে কর কৃষ্ণ ভক্তি প্রবর্ত্তন।
অনায়াসে পাবে তুমি গোবিন্দ চরণ ॥
প্রভু স্থানে উপদেশ পাই নৃপবর।
প্রভুকে করিলা নতি স্তুতি বহুতর ॥
তবে সেই মহারাজা প্রভু আজ্ঞা লৈয়া।
আপন আলয়ে গেলা আনন্দিত হৈয়া ॥
গৃহে গিয়া প্রভু আজ্ঞা করিলা পালন।

নিজ রাজ্যে কৃষ্ণভক্তি কৈলা প্রবর্ত্তন ॥
হেতা জগদীশ প্রভু আপন ভবনে।
শ্রীজগন্নাথের সেবা করে হর্ষ মনে ॥
যে রূপে করেন জগন্নাথের সেবন।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে বর্ণন ॥
শ্রীজগদীশের গুণ বর্ণন না যায়।
জগন্নাথ বশ হৈলা যাঁহার সেবায় ॥
শ্রীযশোড়া গ্রামে জগন্নাথ যেই রূপে।
আইলেন তাহা আমি বর্ণিল সংক্ষেপে ॥
শ্রীজগদীশের লীলা সুধা সিন্ধু প্রায়।
জগন্নাথ কৃপা কৈলা যাঁর শীলতায় ॥
আমার প্রভুর প্রভু পণ্ডিত ঠাকুর।
তাঁহার চরণ বিনা গতি নাহি মোর ॥
তাঁরলীলা বর্ণি আমি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
অপরাধ ক্ষম সভে করুনা করিয়া ॥
অধম পামর মুঞি অতি দুরাশয়।
কিবা লিখি নাহি বুঝি আপন হৃদয় ॥
প্রভু ভাগবতানন্দ যে আজ্ঞা করিল।
সেই আজ্ঞা অনুসারে আনন্দ রচিল ॥

ইতি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র
বিজয়ে শ্রীজগদীশস্য যশোড়া
গ্রামে বাস শ্রীজগন্নাথ সেবা
প্রকাশ কথনং নামাষ্টমোবর্ণঃ

—০—

নবম বর্ণ

জয় জয় জগদীশ জয় দয়াময়।
মো পামরে কৃপা কর হইয়া সদয় ॥
তোমার চরিত্র বর্ণি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
গ্রন্থ পূর্ণ কর প্রভু করুনা করিয়া ॥
ভাগবতানন্দ মোরে স্বপ্নে আজ্ঞা দিলা।
সেই আজ্ঞা বলে বর্ণিতেছি তব লীলা ॥
অজ্ঞান পামর আমি কিছুই না জানি।
যে কহায় ভাগবত কহি সেই বাণী ॥
এইরূপে জগদীশ যশোড়াতে স্থিতি।
জগন্নাথ সেবা করি করিলা বসতি ॥
জগন্নাথ সেবা করি কায়বাক্য মনে।
সাংসারিক ধর্ম্ম করে শাস্ত্রের বিধানে ॥
হেনমতে জগদীশ যশোড়া রহিলা।
মহেশের বিভা দেহ দুঃখিনী কহিলা ॥
পণ্ডিত ঠাকুর তবে চিন্তিলা হৃদয়।
কিরূপেতে ভ্রাতা মহেশে বিভা হয় ॥
এইরূপে বিচারিতে কত দিন গেল।
দৈব যোগে এক বিপ্র যশোড়া আইল ॥
সেই ব্রাহ্মনের এক কন্যা মাত্র আছে।
তার বিবাহের লাগি চিন্তিত হৈয়াছে ॥
পণ্ডিত নিকটে আসি নিবেদন করে।
মোর কন্যা বিভা দেহ তোমার ভ্রাতারে ॥
জগদীশ আগে তার কৌলিন্য জানিলা।
তবে তাঁর বাক্য প্রভু স্বীকার করিলা ॥
তদন্তরে সেই বিপ্র জগদীশ স্থানে।
নিবেদন করে কিছু বিনয় বচনে ॥
কৃপাকরি মোরে তুমি দেহ অনুমতি।

মোর গৃহে হয় যেন মহেশের স্থিতি ॥
যাবৎ জীবন রহিবেক মোর দেহে।
তাবৎ মহেশ রহিবেন মোর গৃহে ॥
জগদীশ তাঁরে তাহা অনুমতি দিলা।
লগ্ন ধরি সেই বিপ্র স্বগৃহে চলিলা ॥
ভ্রাতার বিবাহ দিলা শ্রীল জগদীশ।
রহিলা শ্বশুর গৃহে পণ্ডিত মহেশ ॥
ক্রমে জগদীশের তনয় তিন হৈল।
দুঃখিনী দেবীর মনে আনন্দ জন্মিল ॥
এইরূপে সংসার আশ্রমে প্রভু রহে।
মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলা ১ কাটোয়ায়ে ॥
২ নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু ৩ শান্তিপুর আইলা।
তাঁহা আসি ভক্তগণ প্রভুরে মিলিলা ॥
সেইক্ষনে মহাপ্রভুর হইল অন্তরে।
যশোড়ায় জগদীশ মোরে স্মৃতি করে ॥
জগদীশ প্রেমাকৃষ্ট হই গৌরচন্দ্র।
নিত্যানন্দ প্রতি কহে পাই পরানন্দ ॥
শুনহ শ্রীপাদ সঙ্গে লইয়া তোমায়।
যশোড়া গ্রামেতে অদ্য যাইব নিশ্চয় ॥
নিত্যানন্দ কহে সেথা আছে কোন জন।
যাহার আলয়ে প্রভু করিবে গমন ॥
প্রভু কহে, তথা আছে মহান্ত প্রধান।
যাঁর প্রেমে বশ জগন্নাথ ভগবান ॥
ভুবনেতে তাঁর নাম সর্ব্বত্র বিদিত।
বৈষ্ণবাগ্রগন্য শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ॥
মোর বাল্যকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হৈল।
মোর আজ্ঞা পাই জগন্নাথ সেবা কৈল ॥
মোর আজ্ঞা লই কৈল যশোড়াতে বাস।

১—কাটোয়া বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া হইতে ব্যাণ্ডেল—বার হারওয়া লুপ রেল পথে কাটোয়া জংশন। ষ্টেশনের পূর্ব দিকে অনতি দূরে কেশব ভারতীর শ্রীপাট বিরাজিত।

২—নিত্যানন্দ—ব্রজের বলরাম রাঢ় দেশের একচাক্রা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র রূপে ১৩৯৫ শকে আবির্ভূত হন। মাতা পদ্মাবতী, পিতামহ শ্রীসুন্দরামল ওঝা। নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ এই সাত ভাই। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীঈশ্বর পুরী সহ গৃহ ত্যাগ করতঃ তীর্থ ভ্রমনে প্রবৃত্ত হন। গৌরাঙ্গের আত্ম প্রকাশে নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হন। তৎপর গৌরাঙ্গের আদেশে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। পুত্র বীরচন্দ্র, কন্যা গঙ্গাদেবী। ১৪৬৩ শকাব্দে প্রথমে খড়দহের শ্যামসুন্দর পরে একচাক্রা ধামে শ্রীবঙ্কিম দেবে অন্তর্দ্ধান করেন।

৩—শান্তিপুর—শান্তিপুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শান্তিপুর লোকালে যাইতে হয়।

পূর্বেতে জানিল তিঁহ আমার সন্ন্যাস ॥
অতএব তথা অদ্য যাইব নিশ্চয় ।
অনুগ্রহ করি তুমি চলহ তথায় ॥
নিত্যানন্দ কহে প্রভু তোমার অজ্ঞায় ।
অবশ্য যাইব জগদীশের আলয় ॥
ইহা কহি দুই প্রভু একত্রে চলিলা ।
প্রহরেক রাত্রি অন্তে যশোড়া আইলা ॥
আসি দোঁহে চলিলা জগদীশ ঘরে ।
পণ্ডিত জানিলা তাহা আপন অন্তরে ॥
মহাহর্ষে কত দূর আসি আগু সারি ।
দোঁহাকারে প্রনমিলা বহু স্তুতি করি ॥
গৃহে আসি প্রক্ষালিলা চরণ দোঁহার ।
উত্তম আসন আনি দিলা বসিবার ॥
প্রভু কহে, জগদীশ শুনিয়াছি আমি ।
জগন্নাথ আনি সেবা করিয়াছ তুমি ॥
আমারে লইয়া তাহা করাহ দর্শন ।
সার্থক হউক অদ্য আমার নয়ন ॥
জগদীশ কহে, প্রভু তুমি জগন্নাথ ।
কৃপা করি মো পামরে কৈলে আত্মসাথ ॥
দুই প্রভু অগ্রে করি পণ্ডিত চলিলা ।
শীঘ্র শ্রীমন্দির দ্বার মোচন করিলা ॥
জগন্নাথ দেখি বহু নতি স্তুতি কৈলা ।
প্রেমাবেশে দুই প্রভু অনেক নাচিলা ॥
জগদীশ দোঁহাকারে আনি নিজ ঘরে ।
উত্তম আসনে বসাইলা সমাদরে ॥

দুঃখী ঠাকুরাণী আসি প্রণাম করিলা ।
দুই প্রভু দরশনে মহাসুখ পাইলা ॥
সজল নয়ন দেবী নানা স্তুতি করে ।
মাতৃ বাক্যে মহাপ্রভু সম্বোধিলা তারে ॥
মহাপ্রভু কহে গো দুঃখিনী মাতা শুন ।
তপ্ত পরমান্ন অদ্য করিব ভোজন ॥
ক্ষুধানলে দহিতেছে আমার জঠর ।
তুমি মাতা পরমান্ন শীঘ্র পাক কর ॥
প্রভু বাক্য শুনিয়া দুঃখিনী ঠাকুরানী ।
হৃদয়েতে চিন্তাযুক্তা হইলা তখনি ॥
এত রাত্রে দুগ্ধ আমি কোথায় পাইব ।
কিরূপে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব ॥
আপন গৃহের মধ্যে এক গাভি আছে ।
সত্বরে দুঃখিনী চলি গেলা তাঁর কাছে ॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে জননী গো শুন ।
তোমার নিকটে মোর এই নিবেদন ॥
এথা মহাপ্রভু হৈয়াছে আগমন ॥
আজ্ঞা কৈলা পরমান্ন করিব ভোজন ॥
এত রাত্রে দুগ্ধ বা পাইব কোন স্থানে ।
তেঁই আইলাম মাতা তব সন্নিধানে ॥
যদি দুগ্ধ দান কর অনুগ্রহ করি ।
তবে প্রভু লাগি পরমান্ন পাক করি ॥
ইহা শুনি সেই গাভী তাঁহারে কহিল ।
গাভী জন্ম মোর অদ্য সার্থক হইল ॥
শীঘ্র পাত্র আনি ধর মোর সন্নিধান ।

যত দুগ্ধ চাহ তাহা করিব প্রদান ॥
মোর দুগ্ধ মহাপ্রভু করিব আহার ।
ইহার অধিক ভাগ্য কি আছে আমার ॥
ইহা শুনি এক পাত্র আনিয়া ধরিল ।
অর্দ্ধ মন দুগ্ধ তাহে সেই গাভী দিল ॥
সেই দুগ্ধ লৈয়া দেবী আনন্দিত চিতে ।
চলিলেন প্রভু লাগি রন্ধন করিতে ॥
এথা প্রভু নিত্যানন্দ জগদীশ প্রতি ।
আজ্ঞা করিলেন হৈয়া হরষিত অতি ॥
ভেকুট মৎস্য আম্র দিয়া করিব ভোজন ।
শীঘ্র গিয়া তুমি গিয়া তার আয়োজন ॥
তাহা শুনি জগদীশ মনে বিচারয় ।
পৌষ মাসে আম্র আমি পাইব কোথায় ॥
নিত্যানন্দ পাদপদ্মে হৃদয়ে চিন্তিয়া ।
আম্রের উদ্যানে উপস্থিত হৈলা গিয়া ॥
আলো ধরি অন্বেষন করে প্রতি গাছে ।
দেখে এক গাছে পাঁচ গণ্ডা আম্র আছে ॥
তাহা আনি পণ্ডিত দিলেন দুঃখিনীরে ।
মৎস্য হেতু চলিলেন যমুনার তীরে ॥
যমুনার প্রতি কহে করিয়া বিনয় ।
ভেকুট মৎস্য এক মাতা দেহ গো আমায় ॥
অদ্য নিত্যানন্দ প্রভু আমার আলয় ।
আগমন কৈলা হই পরম সদয় ॥
ভেকুট মৎস্য প্রভু করিব ভোজন ।
তব স্থানে আইলাম তাহার কারণ ।
এত কহি জগদীশ তথা দণ্ডাইলা ॥
যমুনার স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলা ।
হেনকালে এক মৎস্য তাহার নিকটে ॥
তরঙ্গে তপন সুতা আনি দিলা তটে ॥
মৎস্য লই জগদীশ গৃহেতে আইলা ।
দুঃখিনীর নিকটে তাহা আনি দিলা ॥
মৎস্য দিয়া জগদীশ আসি প্রভু স্থানে ।
বসিলেন কৃষ্ণলীলা কথা আলাপনে ॥
এথায় দুঃখিনী দেবী হরষিত মনে ।
দুই প্রভু লাগি পাক করেন যতনে ॥
মহাপ্রভু করিবেন পায়াস ভোজন ।
সে কারণে প্রেমাবেশে করেন রন্ধন ॥
প্রেমাবেশে শ্রীদুঃখিনী বাহ্য পাসরিলা ।
হস্ত দিয়া পরমান্ন নাড়িতে লাগিলা ॥
এথা জগদীশ মহাপ্রভু সন্মুখে ।
কৃষ্ণ কথা কহি মগ্ন পরানন্দ সুখে ॥
প্রভু কহে, জগদীশ শুনহ বচন ।
হস্ত জ্বালা করে মোর কিসের কারণ ॥
শুনি জগদীশ মহা দুঃখিত হইলা ।
কিরূপে হইবে ভাল চিন্তিতে লাগিলা ॥
তাঁহারে কাতর দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ।
আজ্ঞা কৈলা দেখি গিয়া রন্ধন শালায় ॥
হস্ত জ্বালা কারন জানিবে তবে তমি ।
শীঘ্র প্রতিকার কর সুস্থ হই আমি ॥
শুনি আস্তেব্যস্তে জগদীশ তথা গিয়া ।

দেখেন দুঃখিনী রান্ধেন প্রেমাবীষ্ট হৈয়া ॥
হস্ত দিয়া পরমান্ন নাড়ে ঠাকুরানী।
দেখি জগদীশ কহে কি কর দুঃখিনী ॥
অগ্নিবৎ পায়াস স্বহস্তে কেন নাড়।
না কর না কর প্রিয়া শীঘ্র ইহা ছাড় ॥
শুনিয়া দেবীর তবে বাহ্য জ্ঞান হৈল।
লজ্জিত হইয়া দেবী কহিতে লাগিল ॥
নিদ্রা যুক্তা হৈয়া আমি কিছুই জানি নাই।
কিন্তু যা হউক হস্তে ব্যথা নাহি পাই ॥
জগদীশ কহে তুমি ব্যথা পাবে কেনে।
এই ব্যথা মহাপ্রভু পাইলা আপনে ॥
শুনি দুঃখী হই দেবী হস্ত প্রক্ষালিলা।
কাটি দিয়া পরমান্ন নাড়িতে লাগিলা ॥
দুই প্রভু লাগি পাক পৃথক হইল।
মহাসুখে দুই প্রভু ভোজন করিল ॥
ভোজন করাই জগদীশ সুখী হৈলা।
উত্তম শয্যায় দোঁহাকারে শোয়াইলা ॥
যবে দুই প্রভু সুখে করিলা শয়ন।
দুঃখী জগদীশ কৈলা চরণ সেবন ॥
প্রাতে উঠি দুই প্রভু প্রাতঃ কৃত্য কৈলা।
দুঃখিনীর যতনেতে সেদিন রহিলা ॥
দৈবযোগে সেইদিন মহেশ আইলা।
নিত্যানন্দ প্রভু তাঁরে অঙ্গীকার কৈলা ॥
চৈতন্য নিতাই অবতার দুই ভাই।
জগদীশ মহেশ বিক্রীত দুই ঠাঞি ॥

দুই ভাই হই অতি আনন্দিত মন।
নানা রূপে কৈলা দুই প্রভুর সেবন ॥
প্রাতে উঠি দুই প্রভু গন্তকাম হৈলা।
রাখিতে মহেশ তবে বহু যত্ন কৈলা ॥
মহেশের আর্ত্তি দেখি গৌরাঙ্গ নিতাই।
না চলিলা সেইদিন রহিলা তথাই ॥
প্রভুর সেবার লাগি করিয়া যতন।
দুই ভাই কৈলা বহু দ্রব্য আহরন ॥
পরম পবিত্র পাত্রে করিলা প্রস্তুত।
একালে আইলা তথা জগদীশ সুত ॥
বালা চঞ্চলেতে তথা করে নানা খেলা।
ইক্ষু চিরাইয়া সেই দ্রব্যেতে ফেলিলা ॥
জগদীশ তাহা দেখি দুঃখিত হইলা।
ক্রোধাবিষ্ট হই তবে কহিতে লাগিলা ॥
সন্তান নিমিত্ত কাম্য করয়ে সংসারী।
উদ্ধার করিবে পুত্র ইহা মনে করি ॥
কিন্তু যদি পুত্র হয় কৃষ্ণ পরায়ন।
তবে তাহা হয় এই শাস্ত্রের বচন ॥
তথাহি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রী
শুক দেবং প্রতি শ্রীবেদব্যাস বাক্যং ॥
সপুত্রাঃ কৃষ্ণ ভক্তো যো ভাবতে সুখশঙ্কর।
পুনাতিপুং সাংশতকং জন্ম মাত্রেন লালয়া ॥
কিন্তু কারো পুত্র যদি হয় অবৈষ্ণব।
তবে তার ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যর্থ হয় সব ॥
মোর তিন পুত্র হৈল গৌর বহির্ম্মুখ।

ইহারা বাঁচিলে মোর হইবে মহাদুঃখ ॥
এত কহি মহাপ্রভু নিকটে আইলা।
প্রভুর চরণ ধরি কহিতে লাগিলা ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার হৈল আঠার তনয়।
অনুগ্রহ করি তুমি সব কৈলে ক্ষয় ॥
সেই রূপ কর নাশ মোর পুত্র গণ।
তোমার চরনে মোর এই নিবেদন ॥
তবে জগদীশ কোপে তিন মহাশয়।
দেহত্যজি গৌরাঙ্গের অঙ্গে হৈলা লয় ॥
দুঃখিনী ঠাকুরানী তাহা অনুভব করি।
গৌরাঙ্গের সেবা করি শোক পরিহরি ॥
সেই বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত জগদীশ।
প্রেমাবেশে নৃত্য কৈলা পাইয়া হরিষ ॥
তবে নানা দ্রব্য করিলেন আহরণ।
দুঃখিনী আপনি তাহা করিলা রন্ধন ॥
দুই প্রভু মহানন্দে ভোজন করিলা।
তবে ভক্তগণ মহাপ্রসাদ পাইলা ॥
প্রভু সেবা করি জগদীশ সুখী হৈলা।
সর্ব্ব রাত্রি বসি নাম সংকীর্ত্তন কৈলা ॥
প্রভু ভাগবতানন্দ পদে করি আশ।
জগদীশ লীলা কহে এ আনন্দ দাস ॥

—০—

ইতি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র বিজয়ে
শ্রীমহাপ্রভু যশোড়া গ্রাম গমনং কথনং নাম
নব মো বর্ণঃ

দশম বর্ণ

জয় জয় জগদীশ জয় দয়াময়।
মো পামরে কৃপা কর হইয়া সদয় ॥
এরূপে পণ্ডিত করি রাত্রি জাগরণ।
প্রাতে প্রনমিল আসি প্রভুর চরন ॥
তবে মহাপ্রভু আর প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রাতঃ কৃত্য কৈলা দোঁহে হইরা সানন্দ ॥
তবে দুই প্রভু চলিতে হৈল মন।
দুঃখিনী দেবীরে কহে মধুর বচন ॥
মহাপ্রভু কহে মাতা করি নিবেদন।
এবে নীলাচলে আসি করিব গমন ॥
এতেক বচন যদি গৌরাঙ্গ কহিলা।
শুনিয়া দুঃখিনী দেবী মূর্চ্ছিতা হইলা ॥
কতক্ষণ পরে দেবী চেতনা পাইলা।
কান্দিয়া প্রভুর আগে কহিতে লাগিলা ॥
এই কৃপা কর মোরে হই সুপ্রসন্ন।
তোমার সাক্ষাতে মোর হউক মরণ ॥
কিরূপে বাঁচিব প্রভু না দেখি তোমারে।
গমনের কথা শুনি পরান বিদরে ॥
আমি কি কহিব প্রভু তুমি ইচ্ছাময়।
তোমার যে ইচ্ছা তাহা হইবে নিশ্চয় ॥
কিন্তু উপদেশ কহ মোরে কৃপা করি।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ কিরূপেতে ধরি ॥
এতেক কহিয়া দেবী কান্দিতে লাগিলা।
কৃপা করি মহাপ্রভু তাঁহারে কহিলা ॥

শুন গো দুঃখিনী মাতা আমার বচন।
মোর প্রতি মূর্ত্তি তুমি করহ স্থাপন॥
সেই প্রতিমাতে আমি সর্ব্বদা রহিব।
জননী বলিয়া আমি তোমারে ডাকিব॥
যেই রূপে বাঞ্ছা তুমি করিবে যখন।
সেই বাঞ্ছা পূর্ণ আমি করিব তখন॥
এই রূপে দুঃখিনীরে সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলেন দোঁহে জগদীশে আলিঙ্গিয়া॥
তবে দুই প্রভু আইলেন শান্তিপুরে।
আসিয়া রহিলা সুখে অদ্বৈত মন্দিরে॥
যশোড়াতে জগদীশ পরম হরিষে।
শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি মূর্ত্তি পরকাশে॥
যে রূপেতে প্রতি মূর্ত্তি হইল স্থাপন।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু করিয়ে বর্ণন॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা মূর্ত্তি প্রকাশিতে।
চিন্তিত পণ্ডিত সদা তাহার নিমিত্তে॥
দৈব যোগে সন্ধ্যা কালে আসি একজন।
পণ্ডিতেরে প্রনমিয়া কৈল নিবেদন॥
জাতিতে ভাস্কর আমি শুন মহাশয়।
আইলাম এথা মহাপ্রভুর আজ্ঞায়॥
মোরে আজ্ঞা করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
যশোড়া গ্রামেতে তুমি যাহ শীঘ্র করি॥
তথায় আছেন এক পণ্ডিত ব্রাহ্মন।
জগদীশ নাম তার বিখ্যাত ভুবন॥
তাঁহার গৃহিনী সতী দুঃখী ঠাকুরানি।
মোর প্রতি মূর্ত্তি পূজা করিবেন তিনি॥
অতএব শীঘ্র যাই জগদীশ পাশ।
মোর প্রতি মূর্ত্তি তুমি করহ প্রকাশ॥
মেরে মহাপ্রভু আজ্ঞা কৈলা এই কথা।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে আইলাম এথা॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ভাস্কর কহিলা।
প্রেমে জগদীশ তবে নাচিতে লাগিলা॥
মহা আনন্দিত হইলেন জগদীশ।
শুনিয়া দুঃখিনী মনে হইলা হরিষ॥
ভক্তিভাবে যত্ন করি ভাস্করে রাখিলা।
সেই রাত্রে ভাস্কর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিলা॥
বাল্যকালে প্রভু যবে নদীয়া নগরে।
হাঁটুপাতি খেলাইতা দুঃখিনীর ঘরে॥
সেই রূপ প্রতি মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মান।
দ্বারে রাখি ভাস্কর চলিলা নিজ স্থান॥
প্রাতে দুঃখী দেবী দ্বার মোচন করিলা।
নিমাই কান্দয়ে দ্বারে দেখিতে পাইলা॥
অস্তেব্যস্তে দুঃখিনী সেই মূর্ত্তি ক্রোড়ে নিলা।
স্তন পান করাইয়া সান্ত্বনা করিলা॥
গৌর প্রেমার্নবে মগ্না হইয়া দুঃখিনী।
কোথা আছে কি করয়ে না জানে আপনি॥
জগদীশ আসি সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিলা।
দেখি প্রেমে অষ্টাঙ্গেতে প্রনাম করিলা॥
দেখে প্রেমাবিষ্ট চিত্তে আছয়ে দুঃখিনী।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত তাঁরে কহেন আপনি॥

মহাপ্রভু আজ্ঞা কৈলা মূর্ত্তি প্রকাশিতে।
সেই প্রতি মূর্ত্তি এই জানিহ নিশ্চিতে॥
জগদীশ এত কহি তাঁরে প্রবোধয়।
তথাপি দেবীর বাহ্য জ্ঞান নাহি হয়॥
তবে জগদীশ সেই মূর্ত্তি লই কোলে।
জগন্নাথ মন্দিরে চলিলা কুতূহলে॥
তথা রত্ন সিংহাসনে প্রভু বসাইলা।
যথাযোগ্য সেবা তাঁর স্বহস্তে করিলা॥
এই রূপে জগদীশ সেবন করেন।
বাৎসল্যে বালক রূপ ত্বঃখিনী দেখেন॥
যেই কালে জগদীশ করেন সেবন।
কৃষ্ণরূপ মহাপ্রভু ধরেন তখন॥
ত্বঃখিনী থাকেন যখন একাকিনী ঘরে।
তখম বালক রূপে প্রভু খেলা করে॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভক্ত ভাব জানি।
দোঁহাকার বাঞ্ছাপূর্ণ করেন আপনি॥
গৌরাঙ্গের কৃপা অন্য কে বুঝিতে পারে।
হেনমতে লীলা করে জগদীশের ঘরে॥
হেতা শান্তিপুরে অদ্বৈতে মন্দিরে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা আনন্দে বিহরে॥
যশোড়ায় প্রতি মূর্ত্তি হইলা প্রকাশ।
জানিয়া প্রভুর মনে হইল উল্লাস॥
মহাপ্রভু কহে শুন নিত্যানন্দ রায়।
মোর মূর্ত্তি প্রকাশ হইল যশোড়ায়॥
নিত্যানন্দ কহে প্রভু তুমি কৃপা পারাবার।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর স্বভাব তোমার॥

১—অদ্বৈত—অদ্বৈত আচার্য্য ১৩৫৫ শকাব্দে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীহট্টের লাউড় পরগণায় নবগ্রামে আবির্ভূত হন। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম লাভাদেবী। কুবের পণ্ডিত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের আমত্য ছিলেন। পূর্ণতর কৃষ্ণ, উজ্জ্বল সখা, সম্পূর্ণ মঞ্জরী ও সদাশিবের মিলনে কমলাক্ষ নামে অবতীর্ণ হন। পরবর্ত্তী কালে অদ্বৈত আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। পিতৃ মাতৃ অন্তর্দ্ধানে গয়া কার্য্য করিয়া তীর্থ ভ্রমন কালে বৃন্দাবনে কুব্জার সেবিত মদনমোহনকে প্রকট করেন। পরে তঁাহাকে চৌবের হস্তে অর্পন করিয়া নিকুঞ্জ বন হইতে বিশাখার নির্ম্মিত চিত্রপট, গণ্ডকী হইতে শালগ্রাম শিলা গ্রহন করতঃ শান্তিপুরে আগমন করেন। কতদিনে চন্দনোদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্র পুরী শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষার্পন করেন। তারপর সপ্তগ্রামবাসী নৃসিংহ ভাতুড়ীর তুই কন্যা শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণীকে বিবাহ করেন। ক্রমে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ নামে ছয় পুত্র জন্মে। আচার্য্যের আরাধনায় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব সপার্যদে অবতীর্ণ হইয়া

জগদীশ পণ্ডিত তোমার প্রিয় ভক্ত।
জগতে মহিমা তার করাইলা ব্যক্ত॥
জগদীশ পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।
তার প্রেমে বশ হৈলা তুমি ভগবান॥
জগদীশ পণ্ডিতের সৌভাগ্য বিস্তার।
গৃহে বসি তব পদ দেখে নিরন্তর॥
তবে প্রভু তাঁরে কহিলেন স বিনয়ে।
কৃপা করি চল জগদীশের আলয়ে॥
কৈছে প্রতি মুর্ত্তি মোর হইয়াছে সেথা।
তথা গিয়া তাহা আমি দেখিব সর্বথা॥
আজ্ঞা পাই সেই ক্ষণে নিত্যানন্দ রায়।
মহাপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে চলিলা তথায়॥
দুই প্রভু চলিলেন পরম কৌতুকে।
আসি প্রবেশিলা জগদীশ গৃহে সুখে॥
পণ্ডিত ঠাকুর দুই প্রভুরে দেখিয়া।
পদতলে পড়িলেন দণ্ডবত হৈয়া॥
হস্ত যোড় করি বহু করিলা স্তবন।
দুই প্রভু পণ্ডিতেরে কৈলা আলিঙ্গন॥
তবে জগদীশ আনি সুবাসিত জল।
প্রক্ষালিলা দোঁহাকার চরণ কমল॥
দেখিলা পণ্ডিত তথা গৌর ভগবান।
দুঃখিনীর ক্রোড়ে বসি করে স্তন পান॥
দুই প্রভু আগমন তথা জানাইলা।
শ্রীগৌরগোপাল তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
মোরে লুকাইয়া রাখ গৃহের ভিতরে।
দুই প্রভু সেবা কর আনন্দ অন্তরে॥
এতেক কহিয়া তাঁরে শ্রীগৌর গোপাল।
প্রতিমা স্বরূপ প্রভু হইলা তৎকাল॥

ত্রিভুবন উদ্ধার করেন। কতদিন গৌরাঙ্গ সহ লীলা বিহার করিয়া গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের ২৫ বৎসর পরে ১৪৮০ শকাব্দে অন্তর্দ্ধান করেন। কুবের পণ্ডিতের পিতৃপুরুষ গণের পরিচয় যথা—

নারায়ণ ভট্ট (শাণ্ডিল্য গোত্রচতুর্বেদী)—আদিবরাহ—বৈনেতেয়—সুবুদ্ধি—বিবুধেশ—গুহ—গঙ্গাধর—সুহাস—শকুনি—আকাশবানী (আকাই) —নারায়ণ পঞ্চতপা—অগ্নিহোত্রী—পৃথ্বীধর কুলপতি—শরভ আচার্য্য (মোড়ড়া) — মত্তওঝা (মাতঙ্গ ওঝা) —জিন্মনি (জৈমনী) —ভাস্কর বৈদান্তিক (বারেন্দ্র শ্রেণী আরম্ভ)—সায়ন আচার্য্য—আড়ো ওঝা (আরুনি)—যদুনাথ পণ্ডিত— শ্রীপতি—কুলপতি— ঈশান—বিভাকর—প্রভাকর—নৃসিংহ নাড়িয়াল (সাত পুত্র-কন্দর্প, সারঙ্গ, বিদ্যাধর, মহাদেব, নারায়ণ, পুরন্দর ও গঙ্গাধর) —বিদ্যাধর—ছকড়ি— (পুত্র নীলাম্বর, কুবের,) —কুবের (সাতপুত্র—শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলদাস, কীর্ত্তিচন্দ্র ও কমলাক্ষ) —কমলাক্ষ অদ্বৈত প্রভু নামে বিখ্যাত। প্রথম ছয় পুত্রের চারিজন তীর্থ পর্য্যটনে গিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। বাকী দুইজন গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন।

সংগোপনে গোপালেরে রাখিয়া দুঃখিনী।
দুই প্রভু নিকটেতে আইলা আপনি॥
আসি প্রণমিলা দেবী দণ্ডবৎ হৈয়া।
সজল নয়নে রূপ দেখে দাণ্ডাইয়া॥
কুশল বারতা প্রভু প্রশ্ন কৈলা তাঁরে।
কর যুড়ি দুঃখী দেবী নিবেদন করে॥
সকল কুশল তব চরণ প্রসাদে।
কোন দুঃখ আমার অন্তরে নাহি বাধে॥
তোমার চরণ স্মৃতি সর্বদুঃখ হরে।
আমার কি দুঃখ প্রভু তুমি মোর ঘরে॥
দুঃখিনীর বাক্যে প্রভু সন্তুষ্ট হৈলা।
মধুর বচনে তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
প্রভু কহে, শুন মাতা গৃহ মধ্যে যাহ।
ক্ষুধিত হৈয়াছি শীঘ্র রন্ধন করহ॥
তবে শ্রীদুঃখিনী দেবী প্রভু বাক্য শুনি।
রন্ধন করিতে গৃহে চলিলা আপনি॥
বহু দ্রব্য আনি দিলা ঠাকুর পণ্ডিত।
পাক আরম্ভিলা দেবী হৈয়া হরষিত॥
অন্ন ব্যঞ্জন আর বিবিধ মিষ্টান্ন।
পিষ্টকাদি পাক কৈলা আর পরমান্ন॥
স্থান উপস্করি দুই আসন রাখিলা।
দুই ভোগ সাজাইয়া তথায় ধরিলা॥
তবে জগদীশ অতি আনন্দ অন্তরে।
নিবেদন কৈলা দুই প্রভুর গোচরে॥
দুঃখিনীর হৈল প্রভু পাক সমাপন।
কৃপা করি আসি দোঁহে করহ ভোজন॥
শুনি মহাপ্রভু আর প্রভু নিত্যানন্দ।
ভোজন করিতে যায় হইয়া সানন্দ॥
দুই ভোগ দেখি কহে প্রভু গৌরহরি।
আর এক ভোগ আনি দেহ সজ্জ করি॥
ইহা শুনি আসন সে স্থানেতে ধরিলা।
তথা এক ভোগ সাজাইয়া আনি দিলা॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু হর্ষ হয় মনে।
জগদীশে কহে কিছু মধুর বচনে॥
শুনিলাম লোক সভে কহে পরস্পর।
তোমার গৃহেতে এক আসিয়া ভাস্কর॥
মোর প্রতি মূর্ত্তি এক করিল নির্ম্মান।
তাঁহারে পূজহ তুমি করি আমাজ্ঞান॥
দুঃখিনী করেন তাঁরে লালন পালন।
দুঃখিনীরে করে তিঁহ মাতৃ সম্বোধন॥
ইহা শুনি জগদীশ আর শ্রীদুঃখিনী।
উত্তর না করে দোঁহে হইলেন মৌনী॥
দোঁহারে কাতর দেখি প্রভু গৌর রায়।
কহিতে লাগিল প্রভু অতি অমায়ায়॥
উত্তম করিলা দোঁহে কিছু চিন্তা নাই।
সর্বত্র ব্যবকর আমি আছি সর্ব ঠাঞি॥
কাষ্টে পাষানেতে কিম্বা আর মূর্ত্তিকায়।
ভক্তিভাবে যাহে ভক্ত পূজয় আমায়॥
ভক্ত ভক্তি বলে তাহে হই অধিষ্ঠান।
ভক্ত বাঞ্ছাপূর্ণ করি ইথে নাহি আন॥

আমাতে আমার ভক্তে আমার বিগ্রহে।
ভেদ আছে এই কথা যেই জন কহে ॥
নরক গমন হয় সর্বথা তাহার।
অমায়ায় তোমারে কহিলুঁ তত্ত্ব সার ॥
অতএব তুমি সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি।
পূজহ আমার মূর্ত্তি আমা জ্ঞান করি ॥
আনহ আমার মূর্ত্তি করিব দর্শন।
তিনজন একস্থানে করিব ভোজন ॥
ইহা শুনি জগদীশ মহাসুখী হৈলা।
প্রভু প্রতি মূর্ত্তি আনি তথা বসাইলা ॥
দুই প্রভু পাশে মধ্যে নিত্যানন্দ।
দুই প্রভু মুখ দেখে পাইয়া আনন্দ ॥
গৌর প্রেমে মত্ত সদা নিত্যানন্দ রায়।
একবার গৌরাঙ্গ প্রভুর দিগে চায় ॥
আর বার প্রতি মূর্ত্তি করে দরশন।
কিছু ভেহ নাই দেখি পরানন্দ মন ॥
দুই মহাপ্রভু তিঁহ একত্রে দেখিয়া।
জগদীশ প্রতি কহে প্রসন্ন হইয়া ॥
ধন্য ধন্য জগদীশ কহিয়ে তোমারে।
দুই গৌর প্রকট হইলা তব ঘরে ॥
তোমার মহিমা বুঝে কার হেন শক্তি।
সেই বুঝে গৌর পদে যার দৃঢ় ভক্তি ॥
এতেক শ্রীনিত্যানন্দ আপনে কহিলা।
জগদীশে ধরি প্রেমে আলিঙ্গন কৈলা ॥
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে।
তোমার সৌভাগ্য জানা গেল এতদিনে ॥
কোন বা স্বয়ং মূর্ত্তি কোন প্রকাশিত।
দুই এক কিছু ভেদ না হয় নিশ্চিত ॥
শুনি শ্রীগৌরগোপাল কহেন বচন।
অন্য কথা রাখি প্রভু করহ ভোজন ॥
তবে দুই মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ।
ভোজন করিলা তিনে হইয়া সানন্দ ॥
আচমন করি তিনে আসনে বসিলা।
জগদীশ গন্ধপুষ্প অঙ্গে আনি দিলা ॥
তবে তিনে তিনস্থানে করাই শয়ন।
ক্রমে জগদীশ কৈলা চরণ সেবন ॥
তবে তিন মহাপ্রভু নিদ্রাযুক্ত হৈলা।
জগদীশ গিয়া মহাপ্রসাদ পাইলা ॥
নাম সংকীর্ত্তনে তবে বসিলা আপনি।
গৌরাঙ্গ চরণ ধ্যানে রহিলা দুঃখিনী ॥
তবে গৌরগোপালের হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
মাতৃ সম্বোধনে কান্দে করে নানারঙ্গ ॥
শুনিয়া দুঃখিনী দেবী তথায় চলিলা।
ক্রোড়ে করি গোপালেরে স্তন পিয়াইলা ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ নিদ্রভঙ্গ হৈল।
দুঃখিনীর ক্রোড়ে গৌরগোপাল দেখিল ॥
দুঃখিনীরে নিত্যানন্দ কহিতে লাগিলা।
মনুষ্য জনম মাতা সার্থক করিলা ॥
গৌরাঙ্গ প্রভুর মাতা শচী ঠাকুরাণী।
এতদিন এইমাত্র আমরাহ জানি ॥

এবে দেখিলাম গৌর তোমার তনয়।
তোমার সৌভাগ্য মাতা কহনে না যায়॥
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
তোমার এ গূঢ় লীলা কে বুঝিবে অন্য॥
ধন্য ধন্য জগদীশ ধন্য শ্রীদুঃখিনী।
তোমার যশেতে পূর্ণ হইবে অবনী॥
এইরূপে দুঃখিনীরে প্রশংসা করিল।
হেনকালে চন্দ্র অস্ত নিশি পোহাইল॥
মহাপ্রভু উঠিয়া করিলা হরি ধ্বনি।
দুঃখিনী ক্রোড় হৈতে গৌর উঠিলা তখনি॥
তবে তিন প্রভু উঠি প্রাতঃ কৃত্য কৈলা।
মহাপ্রভু দুঃখী স্থানে বিদায় মাগিলা॥
মহাপ্রভু কহে মাতা হই হর্ষ মন।
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিব গমন॥
আমি এক গৌর আর এ গৌরগোপাল।
দুই মূর্ত্তি তব গৃহে আছি সমকাল॥
যেই মূর্ত্তি ইচ্ছা তব রাখ এই স্থানে।
এক মূর্ত্তি চলি যাই তীর্থ পর্য্যটনে॥
গোপাল চলুন আমি রহি তব ঘরে।
কিম্বা আমি চলি তুমি রাখ গোপালেরে।
এই বাক্য মহাপ্রভু দুঃখীরে কহিলা॥
শুনি দেবী গোপালেরে ক্রোড়েতে লইলা।
দেখি মহাপ্রভু কহে শুন গো দুঃখিনী॥
এবে তীর্থ পর্য্যটনে চলিলাম আমি।
এত কহি মহাপ্রভু প্রভু নিত্যানন্দ।
দুঃখিনী প্রবোধি চলে হইয়া সানন্দ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
জয় দয়াময় নিত্যানন্দ প্রভু ধন্য।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি দোঁহার প্রকাশ।
পূর্ণ কৈলা দুঃখিনী দেবীর অভিলাষ॥
ধন্য মোর প্রভু জগদীশ গুণমণি।
ধন্য দুঃখী ঠাকুরানী ভুবন পাবনী॥
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ নবদ্বীপ পুরে।
প্রকাশ রূপেতে পুনঃ স্থিতি যার ঘরে॥
জগদীশ দুঃখিনী প্রভুর পরিকর।
সে দোঁহার চরণে করি প্রনতি বিস্তর॥
এই সব লীলা বর্ণি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
অপরাধ ক্ষম প্রভু করুণা করিয়া॥
আমি অকিঞ্চন অতি সদামন্দ মন।
দীন হীনাধাম তাহে বিহীন ভজন॥
বর্ণিতেহ শক্তি নাহি শুদ্ধ নহে মন।
ভাগবতানন্দ কৃপা করায় বর্ণন॥
সেই প্রভু কৃপা করি আমারে লিখায়।
আমার শক্তিতে এই বর্ণন না হয়॥
আমার প্রভুর প্রভু ভাগবতানন্দ।
জন্ম জন্ম সেবি যেন তাঁর পদদ্বন্দ্ব॥
তাঁর পদরেণু পাব মনে করি আশ।
বর্ণিল আনন্দ গৌর গোপাল প্রকাশ॥

—০—

ইতি—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র
বিজয়ে শ্রীযশোড়া গ্রামে শ্রীগৌর গোপাল
মূর্ত্তি প্রকাশ কথনং নাম দশমো বর্ণঃ

—০—

একাদশ বর্ণ

জয় জয় জগদীশ, ভকত জনার ঈশ,
কৃপা করি মরি দুরাচারে।
মায়া হৈতে কর পার, নিজ গুণে আপনার,
নিবেদন করি বারে বারে ॥
তোমার চরিত্র যত, তাহা করিতে গ্রন্থিত,
কোন শক্তি নাহিক আমার।
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ মতে, প্রবর্ত্ত হৈলুঁ বর্ণিতে,
গ্রন্থ পূর্ণ কর আপনার ॥
শ্রীযশোড়া গ্রাম হৈতে, নিত্যানন্দ লই সাথে,
গৌরাঙ্গ আইলা শান্তিপুরে।
আসি অদ্বৈত ভবনে. আনাইয়া ভক্ত গণে,
শ্রীমুখে কহেন সভাকারে ॥
শুন ভক্তগণ কহি, মোর মনে ইচ্ছা এই,
নীলাচলে করিব গমন।
যার ইচ্ছা দরশনে, চলহ আমার সনে.
করিলাম এই নিবেদন ॥
নিত্যান্দ কহে রঙ্গে, যাইব তোমার সঙ্গে,
ইহা বহি কিবা ভাগ্য আর।
আমি যাব প্রভু সনে· কহিলাম দৃঢ় মনে,
যেন ইচ্ছা হয় এ সভার ॥
তবে গৌর ভক্ত বৃন্দ, পাইয়া পরমানন্দ,
প্রভুকে করিলা নিবেদন।
তোমার সঙ্গেতে যাব, পদ ছাড়া না রহিব,
এই আমা সভার বচন ॥

এত শুনি শ্রীচৈতন্য, কহিলেন ধন্য ধন্য,
বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে আমার।
শ্রীহরি স্মরণ করি, চলিলেন গৌরহরি,
সভাকারে করি পুরস্কার ॥
মিলি সর্ব্ব ভক্তগণ. চলিলেন ততক্ষণ,
করি নৃত্য সংকীর্ত্তন রঙ্গ।
প্রভুর উদ্বিগ্ন মন, নাহি হয় সুপ্রসন্ন,
ক্ষণে ক্ষণে হয় তাল ভঙ্গ ॥
তবে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়, মন মধ্যে বিচরয়,
জগদীশে ইহা কহি নাই।
বুঝিলাম সে নিমিত্ত, প্রসন্ন না হয় চিত্ত,
সংকীর্ত্তনে সুখ নাহি পাই ॥
এতেক বিচার করি, মহাপ্রভু গৌরহরি,
নিত্যানন্দ প্রতি আজ্ঞা কৈলা।
নীলাদ্রি চলিল হর্ষে, না কহি জগদীশে,
তেঁই মোর সুখ ভঙ্গ হৈল ॥
তুমি এই কার্য্য কর, আমার বচন ধর,
পণ্ডিতে আনাহ এই স্থানে।
প্রভুর ইঙ্গিত পাই, নিত্যানন্দ হর্ষ হই,
পণ্ডিতে আনান সেই ক্ষণে ॥
আসি তবে শ্রীপণ্ডিত, অষ্টাঙ্গেতে দণ্ডবৎ,
করি পড়ে প্রভুর চরণে।
প্রভুর দর্শন সুখে, বিস্মরয় আপনাকে,
বাক্য নাহি স্ফুরে শ্রীবদনে ॥
মহাপ্রভু তাঁরে দেখি, হইয়া পরম সুখী,
প্রেমানন্দে কৈলা আলিঙ্গন।

জগদীশে দিতে সুখ, হই প্রফুল্লিত মুখ,
কহে প্রভু মধুর বচন ॥
সঙ্গে লই ভক্তগণ, নীলাচলেতে গমন
করিলাম না কহি তোমারে।
সংকীর্ত্তন করিয়া যাই, তারে সুখ নাহি পাই,
তবে বিচারিলাম অন্তরে ॥
জগদীশে আনাইয়া, যাব আমি সঙ্গে লইয়া,
তবে হৈবে সুখেতে গমন।
এবেতে আইলা তুমি, সুখি হৈলাম আমি,
চল অগ্রে করিয়া নর্ত্তন ॥
মোর ভক্তগণ যত, সভাই তোমারে প্রীত,
সভে তোমা দেখি হর্ষ মন।
মনোরম নৃত্য করি, তুমি চল অগ্রসরি,
তবে সুখী হৈব ভক্তগণ ॥
মহাপ্রভু আজ্ঞা দিলা, শ্রীজগদীশ চলিলা,
নৃত্য করি কত রঙ্গ ভঙ্গে।
সকল বৈষ্ণব গণ, করি হরি সংকীর্ত্তন,
চলিলেন জগদীশ সঙ্গে ॥

দেখি সে নৃত্যের শোভা, সভাকার মনলোভা,
নাম দিলা শ্রীনৃত্য বিনোদী।
তাহা শুনি হর্ষমনে, নাচে বিনোদ বন্ধনে,
প্রেমাবেশে মত্ত নিরবধি ॥
এই রূপে প্রভু সঙ্গে, নৃত্য করি মহারঙ্গে,
চলিলেন ঠাকুর পণ্ডিত।
পথে করি নানা লীলা, ক্ষেত্রে গিয়া প্রবেশিলা,
প্রভু ভক্তগণের সহিত ॥
ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেখি, হইলেন সভে সুখী,
রহিলেন গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
প্রভু শ্রীশচীনন্দন, ভক্তে জীবন ধন,
বিহরেন সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
তবে প্রভু গৌরহরি, রহি নীলাচল পুরী,
সার্ব্বভৌমে আত্মসাথ কৈলা ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রবীন পণ্ডিত বর্য্য,
প্রভুর পরম ভক্ত হৈলা ॥
নিত্যানন্দ প্রভু স্থানে, প্রভু রাখি ভক্তগণে,
চলিলেন তীর্থ পর্য্যটনে।

১—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বিদ্যাবাচস্পতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দেবগুরু বৃহস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে প্রকট হন। যবন অত্যাচারে মহেশ্বর বিশারদ কাশী, সার্ব্বভৌম উড়িষ্যাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজসভায় ও বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়দেশে অবস্থান করেন। মহাপ্রভু ক্ষেত্রে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌমগৃহে অবস্থান করেন। গৌর প্রভাবে বেদান্তবাদ ছাড়িয়া শুদ্ধ ভক্তি পথগামী হন। গৌর কৃপা লাভ কালে প্রভুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবাবেগে শত শ্লোক দ্বারা গৌরাঙ্গের স্তুতি করেন। তাহাই চৈতন্য শতক নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ দেশেতে গিয়া, সংকীর্ত্তন প্রকাশিয়া,
উদ্ধারিলা বহির্মুখ গণে ॥
পুনঃ নীলাচলে আসি, মহাপ্রভু গৌর শশী,
নিজ ভক্তগণেরে মিলিলা।
ভক্তগণ প্রভু পাই, পরানন্দে মগ্ন হই,
নীলাচলে সভেই রহিলা ॥
একদিন গৌরচন্দ্র, সঙ্গে লই নিত্যানন্দ,
একস্থানে বসিয়া নিভৃতে।
নিত্যানন্দ করে ধরি, কহে সমাদর করি,
মনের বাসনা নানামতে ॥
শুন নিত্যানন্দ ভাই, প্রতিজ্ঞা করিলু এই,
উদ্ধারিব পতিত সকল।

মাতৃ আজ্ঞা অনুসারে, রহি নীলাচল পুরে,
সে প্রতিজ্ঞা হইল বিফল ॥
নিবেদন করি আমি, গৌড়দেশে যাই তুমি,
ভক্তিদান সভারে করহ।
পতিত উদ্ধার হয়, আমার প্রতিজ্ঞা রয়,
এই বাক্য আমার রাখহ ॥
শীঘ্র গতি চলি যাহ, আপনার সঙ্গে লহ,
জগদীশ মোর প্রান সম।
আর তব সহচর, ১ রামদাস ২ গদাধর,
আদি সব ভাগবতোত্তম ॥
এইকালে সেই স্থানে, মহাপ্রভু দরশনে,
ভগবানাচার্য্য প্রবেশিলা।

১—রামদাস—রামদাস বলিতে অভিরাম গোপালকে বুঝায়। ব্রজের শ্রীদাম সখা ব্রজ দেহ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ অভিরাম গোপাল নাম ধারন করেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে অবস্থান, মালিনী সৃষ্টি. খোল সাঙ্গের কাষ্ঠ ধারনে বংশীনাদ ও বকুল বৃক্ষ সৃষ্টি। তাঁহার প্রণামে নিত্যানন্দের ছয় পুত্রের অন্তর্দ্ধান, গৌড়দেশ বিগ্রহ শূন্য, শ্রীনিবাস আচার্য্যে প্রেমসঞ্চার, স্বমূর্ত্তি নির্ম্মান করিয়া তাহাতে অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি প্রভূত লীলা করেন। মৎপ্রণীত অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে বিষদ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

২—গদাধর - দাস গদাধরকে বুঝায়—আড়িয়াদহে তাঁহার শ্রীপাট। বলরাম প্রিয়া পূর্ণানন্দ ও রাধিকার বিভূতি চন্দ্রকান্তি মিলনেই দাস গদাধর প্রকট হন। আড়িয়াদহে কাজীদলন, তাঁর সেবিত শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি লইয়া নিত্যানন্দের নৃত্য প্রভৃতি তাঁহার প্রেমবৈচিত্রের পরিচায়ক। শেষ বয়সে কাটোয়ায় অবস্থান করে নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন। কাটোয়ায় কেশবভারতী স্থানে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।

৩—ভাগবানাচার্য্য—ভাগবানাচার্য্য খঞ্জ মালীপাড়ায় তাঁহার শ্রীপাট। কুলীন গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। নবদ্বীপে অবস্থান। গৌর সহ নদীয়া লীলা করিয়া গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে ক্ষেত্রবাস করেন। তৎপরে মালীপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। ছোটভাই গোপাল ভট্টাচার্য্য, পুত্র রঘুনাথাচার্য্য। মালীপাড়ায় অদ্যাপি তাঁহার সেবা বিদ্যমান।

গৌরনিত্যানন্দে দেখি. হইয়া পরম সুখী,
অষ্টাঙ্গেতে প্রণাম করিলা ॥
মহাপ্রভু তাঁরে কয়, হে আচার্য্য গুনময়,
দেশে যাহ নিত্যানন্দ সঙ্গে ।
আমার বচন ধর, গৃহাশ্রমে বাস কর,
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ॥
সম্বৎসর মধ্যে তব, এক সুপুত্র হইব,
রাখিহ শ্রীরঘুনাথ নাম ।
জগদীশ পণ্ডিতেরে, সমর্পন করি তারে,
আসিয়া রহিহ মোর স্থানে ॥
জগদীশ স্নেহে ভরে. পালন করিব তারে,
যোগ্য হৈলে মন্ত্র দীক্ষা দিব ।
ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থ যত, পড়াইব নানা মত,
কৃষ্ণতত্ত্ব সব জানাইব ॥
রঘুনাথের পুত্রগণ, শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ,
রঘুনাথ স্থানেতে করিব ।
আমার বচন এই, তব বংশে হব যেই,
জগদীশ পরিবার হৈব ॥
প্রভুর আজ্ঞা প্রমান, আচার্য্য শ্রীভগবান,
গৌড়দেশে চলে প্রেমরঙ্গে ।
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীভগবান সহিত,
চলিলেন নিত্যানন্দ সঙ্গে ॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ কন্দ,
ভক্তগণ লই কুতূহলে ।
গৌর বাক্য শিরে ধরি, নাম সংকীর্ত্তন করি,
আইলেন শ্রীগৌড় মণ্ডলে ॥
প্রভু ভাগবতানন্দ, বন্দি তাঁর পদ দ্বন্দ্ব,
ভক্তি ভাবে করিয়া যতন ।
সে প্রভুর প্রত্যাদেশে, এ হীন আনন্দ দাস,
এই গ্রন্থ করয়ে বর্ণন ॥

— ০ —

প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে জগদীশ পণ্ডিত ।
শ্রীগৌড় মণ্ডলে আসি হৈয়া উপস্থিত ॥
দেশে আসি নিজ নিজ গৃহে ভক্তগণ ।
গিয়া প্রবর্ত্তন কৈলা হরি সংকীর্ত্তন ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পরমান ।
গৃহাশ্রমে বাস কৈলা খঞ্জ ভগবান ॥
মহানন্দে ভগবান আচার্য্য ঠাকুর ।
গৃহাশ্রমে রহি ভক্তি যজেন প্রচুর ॥
এক পুত্র হৈল তাঁর প্রভুর কৃপায় ।
পুত্র পাই ভগবান আনন্দ হৃদয় ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু তাঁরে যৈছে আজ্ঞা দিলা ।
তৈছে রঘুনাথ নাম পুত্রের রাখিলা ॥
মহাপ্রভু আজ্ঞা মতে খঞ্জ মহাশয় ।
রঘুনাথে আনি জগদীশে সমর্পয় ॥
সবিনয়ে কহে খঞ্জ শুনহ পণ্ডিত ।
প্রভু প্রিয় ভক্ত তুমি ভুবনে বিদিত ॥
তোমা স্থানে রঘুনাথে কৈলুঁ সমর্পন ।
সর্ব্বপ্রকারে ইহার করিহ পালন ॥
যতন করিয়া অধ্যয়ণ করাইবা ।
উপযুক্ত কাল দেখি যজ্ঞসূত্র দিবা ॥

রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র তুমি দীক্ষা করাইবা।
কৃষ্ণ তত্ত্ব ভক্তি তত্ত্ব সব জানাইবা॥
মহাপ্রভু সমীপে গমন এবে করি।
সমর্পিল রঘুনাথ হইল তোমারি॥
জগদীশ কহে ছাড় আমারে বিনয়।
মোর প্রানসম রঘুনাথ সুনিশ্চয়॥
তবে খঞ্জ নীলাচলে প্রভুরে মিলিলা।
জগদীশ রঘুনাথে পালন করিলা॥
কতদিন পরে তাঁরে যজ্ঞসূত্র দিলা।
আপনে তাঁহারে সর্ব্ব শাস্ত্র পড়াইলা॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দিলা কৃপা করি।
আজ্ঞা কৈলা সদা কহ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
হেনমতে রঘুনাথ রহে যশোড়ায়।
সর্বদা নিপুন জগদীশের সেবায়॥
হেনকালে আইলা তথা এক গুনবান।
দূর্গাপুর নিবাসী কমলাকান্ত নাম॥
তিঁহ আসি জগদীশে আত্ম সমর্পিলা।
জগদীশ কৃপা করি মন্ত্র দীক্ষা দিলা॥
শিক্ষা লাগি কতদিন রহে প্রভু স্থানে।
প্রভুর করয়ে সেবা কায়বাক্যমনে॥
রঘুনাথ আচার্য্য কমলাকান্ত দাস।
এই দুই জগদীশ পণ্ডিতের দাস॥
একদিন প্রভু জগদীশের গোচর!
রঘুনাথ নিবেদয় যুড়ি দুই কর॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি মো পামরে জানাহ আপনি॥
রঘুনাথ বাক্য শুনি ঠাকুর পণ্ডিত।
কহিতে লাগিলা তাঁরে হই হরষিত॥
বহু জন্ম অন্তে জীব নরদেহ পায়।
সেই নরদেহ ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়॥
যথার্থ ঈশ্বর তত্ত্ব কেহ নাহি জানে।
স্ব স্ব মতে কেহ কারে ব্রহ্ম করি মানে॥
তাহা দেখি ভগবান তত্ত্ব আপনার।
যুগে যুগে প্রকাশেন হই অবতার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ঈশ্বর কৃপা করি।
অবতরে শ্বেত-রক্ত শ্যামবর্ণ ধরি।
নিজ তত্ত্ব ক্রমে তিনযুগে পরকাশে।
ধ্যান যজ্ঞ পূজা যুগধর্ম্ম উপদেশে॥
সেই সেই ধর্ম্ম জীব করি আচরণ।
মুক্ত হই যায় সভে বৈকুণ্ঠ ভবন॥
কিন্তু কলিযুগ মধ্যে বিশেষ আছয়।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়॥
পীত বর্ণ ধরি প্রভু নিজ তত্ত্ব কয়।
যুগ ধর্ম্ম হরি সংকীর্ত্তন প্রকাশয়॥
সেই ধর্ম্ম আচরিয়া যত সাধুগণ।
বৃন্দাবন ধামে পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
সেই পীত বর্ণ প্রভু কৃষ্ণ চৈতন্য।
পর তত্ত্ব সীমা তাহা বিনা নাহি অন্য॥
সে প্রভুর যেই মত সেই পরাৎপর।
তাহাই আচর অন্যে না কর আদর॥

তাথাহি—
আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ তনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্য কাচিদুপাসনা ব্রজ বধূবর্গে যা কল্পিতা॥
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরানমমলং প্রেম প্রদান ক্ষমং।
ইত্থং গৌর মহাপ্রভোর্ম্মতমত স্তত্রাদরং নাপরে॥
সেই গৌরচন্দ্র প্রভু ঈশ্বর আমার।
তিঁহ যেই আজ্ঞা কৈলা সেই তত্ত্ব সার॥
সেই তত্ত্ব তোমারে কহিব এবে আমি।
পরম বিশ্বাস করি তাহা শুন তুমি॥
পূর্ব্বে একদিন মহাপ্রভুর চরণে।
নিবেদন কৈলুঁ তত্ত্ব জানিবা কারনে॥
তাহে মহাপ্রভু যা করিলা উপদেশ।
সে কথা তোমারে কহি করিয়া বিশেষ॥
প্রভু আজ্ঞা কৈলা পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নন্দের নন্দন॥
তথাহি—শ্রীব্রহ্ম সংহিতায়াং—
ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ॥
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব কারণ কারণং॥
শ্রীমদ্ভাগবতেচ—
অহো ভাগ্য মহো ভাগ্যংনন্দ গোপ ব্রজৌকসাং
তম্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনং॥
প্রভু কহে ব্রহ্ম তত্ত্ব জ্ঞানের সীমা।
এবে কিছু শুন কৃষ্ণ ভক্তির মহিমা॥
ব্রহ্মাদির দুস্প্রাপ্য যে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
ভক্তি বলে ভক্ত পায় তাঁহার চরণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে।
শ্রীউদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতদ্বাক্যং
ন সাধয়তি মাং যোগেন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্ত্ব পস্ত্যাগো যথাভক্তির্ম্ম মোর্জ্জিতা॥
হেন ভক্তি প্রাপ্তি হয় ভক্ত সঙ্গ হইতে।
ভক্ত সঙ্গ পায় জীব পূর্ব সুকৃতিতে।
তথাহি শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরানে
ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।
তৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্রক্রুতৈং পূর্ব্ব সঞ্চিতৈঃ॥
শ্রীভাবার্থ দীপিকায়াঞ্চ
নহি কৃষ্ণে ভবেদ্ভক্তি বৈঁষ্ণবানুগ্রহং বিনা।
ইতি মত্বা হিতদ্ভক্তজনে ভক্তিং বিধিয়তাং॥
সেই কৃষ্ণ ভক্তি হয় নবধা প্রকার।
প্রহ্লাদের বাক্যে তাহা আছয়ে প্রচার॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে
শ্রীপ্রহ্লাদ বাক্যং—
শ্রবনং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরনং পাদ সেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণ।
ক্রিয়তে ভগবত্য ইধ্বাত্তন্ম ন্যোহ ধীতমুত্তমং॥
এইত কহিল কৃষ্ণ ভক্তির লক্ষণ।
বৃন্দাবন প্রাপ্তির উপায় এবে শুন॥
সিদ্ধান্তের পক্ষে গুরু সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
উপাসনা পক্ষে গুরু কৃষ্ণ পরিকর॥
কৃষ্ণ পরিকর গুরুদেবের চরণ।

আশ্রয় করিয়া মন্ত্র করিব গ্রহণ ॥
কায়মন বাক্যে গুরুদেবেরে সেবিব।
নববিধ ভক্তি অঙ্গ যাজন করিব ॥
বাহ্যদেহে করিবেক এতেক সাধন।
অন্তরেতে সিদ্ধদেহ করিব চিন্তন ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে মধুর।
এই চারি ভাব মধ্যে যে ভাব গুরুর ॥
আপনিহ সেই ভাবাক্রান্ত মন হৈব।
গুরু সঙ্গে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সেবিব ॥
গুরুর কৃপায় পক্ক হইলে সাধন।
নিশ্চয় পাইব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
এই উপদেশ কৈলা প্রভু গৌরহরি।
তাঁহার আজ্ঞায় আমি এ ধর্ম্ম আচরি ॥
তুমিহ করহ এই রূপ আচরন।
অনায়াসে পাবে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
এতেক কহিলা যদি প্রভু জগদীশ।
শুনি রঘুনাথ হৈলা অত্যন্ত হরিষ ॥
বহু স্তুতি করি পুনঃ কৈলা নিবেদন।
গৌরাঙ্গের তত্ত্ব প্রভু করাহ শ্রবন ॥
শুনি পণ্ডিতের মনে আনন্দ জন্মিল।
গৌরাঙ্গের তত্ত্ব তাঁরে বিস্তারি কহিল ॥
গৌরাঙ্গের তত্ব প্রভু কহিলেন যাহা।
গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে না লিখিলুঁ তাহা ॥
আমি ক্ষুদ্র জীব সে যে অনন্ত অপার।
বিস্তারি বর্ণিতে শক্তি নাহিক আমার ॥
সাধুজন পদে আমি করি পরিহার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥
আমা হৈতে এই গ্রন্থ বর্ণন না হয়।
তবে যে হইল ভাগবতের আজ্ঞায় ॥
কি জানি কি বুঝি প্রভু আপনে যাচিয়া।
ময়ি মূর্খে আজ্ঞা দিলা স্বপনে আসিয়া॥
সে প্রভুর আজ্ঞা বলে এ গ্রন্থ প্রকাশ।
করিলেক দীনহীন এ আনন্দ দাস ॥

—০—

ইতি—জগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র বিজয়ে
শ্রীরঘুনাথাচার্য্য দীক্ষা শিক্ষা বর্ণনং
নামৈকাদশো বর্ণঃ।

দ্বাদশ বর্ণ

জয় জয় জগদীশ কৃপা পারাকার।
কৃপা করি মো পামরে করহ উদ্ধার ॥
এইরূপে রঘুনাথাচার্য্য মহাশয়।
দীক্ষা শিক্ষা লই গেলা আপন আলয় ॥
১ মালীপাড়া গ্রাম মধ্যে তাঁহার বসতি।
প্রবর্ত্তন কৈলা তিঁহ তথা হরিভক্তি ॥

১—মালিপাড়া—হুগলী জেলায় অবস্থিত, হাওড়া—ব্যাণ্ডেল রেল পথে চুঁচুঁড়া ষ্টেশন তথা হৈতে ১৭ বা ১৮ নং বাসে সেনহাট (সেনেটী) নামক বাস ষ্টপেজে নামিয়া এক মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। বর্ত্তমানে গোস্বামী মালীপাড়া নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তথায় রাধাগোবিন্দ দেবের সেবা বিরাজিত।

দূর্গাপুরবাসী শ্রীকমলাকান্ত দাস।
দেশে গিয়া তিঁহ ভক্তি করিলা প্রকাশ॥
এইরূপে শ্রীজগদীশের শিষ্যগণ।
প্রবর্ত্তন কৈলা সভে হরি সংকীর্ত্তন॥
এথা জগদীশ প্রভু যশোড়া থাকিয়া।
নিস্তারিলা বহু জীব কৃষ্ণ ভক্তি দিয়া॥
এইরূপে কৃষ্ণ ভক্ত হৈলা বহুজন।
কীর্ত্তন প্রভাবে শুদ্ধ হৈল সর্বমন॥
তাহাতেই পণ্ডিতের আনন্দ হইলা।
আপনার মনসুখে গৃহেতে রহিলা॥
কিছুদিন অন্তে মহাপ্রভুর কৃপায়।
এক কন্যা এক পুত্র পণ্ডিতের হয়॥
শ্রীরস মঞ্জরী নাম কন্যার রাখিল।
শ্রীরামভদ্র নাম পুত্রের হইল॥
কন্যা পুত্র পাইয়া দুঃখিনী হর্ষমন।
দৃঢ় ভক্তি ভাবে সেবে গৌরাঙ্গ চরণ॥
কতদিনে দুহিকার কন্যা কাল হৈল।
তাঁর বিভা হেতু প্রভু চিন্তিতে লাগিল॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মনে হইল তাঁর স্মৃতি।
শ্রীপাট ১ জিরাটে ২ গঙ্গাগোস্বামীর স্থিতি॥
নিত্যানন্দ প্রভুর হয়েন তিঁহ কন্যা।
ত্রিলোক মধ্যেতে তিঁহ অতিশয় মান্যা॥
তাঁর স্বামী মহাশয় ৩ শ্রীমাধবাচার্য্য।
ব্যবহার পরমার্থ সর্বমতে আর্য্য॥

১—জিরাট—হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী জীরাট ষ্টেশন তথায় প্রভু নিত্যানন্দ কন্যা গঙ্গাদেবীর শ্রীপাট।

২—গঙ্গাদেবী—প্রভু নিত্যানন্দের কন্যা। স্বয়ং গঙ্গাদেবী প্রভু নিত্যানন্দের কন্যারূপে প্রকট হন। অভিরাম গোপাল প্রণাম ও স্তব করে তাঁহার মহিমা বিদিত করেন।

৩—শ্রীমাধবাচার্য্য— প্রভু নিত্যানন্দের জামাতা। শান্তনু রাজা, মধুস্পন্দা ও মাধবী। সখির মিলনেই মাধবাচার্য্যের নন্যাপুরে আবির্ভাব। পিতা বিশ্বেশ্বর, মাতা মহালক্ষ্মী। পালক পিতা ভগীরথ। ভগীরথ পত্নী জয়দুর্গার সঙ্গে মহালক্ষ্মীর দৃঢ় প্রীতি ছিল। মহালক্ষ্মী মৃত্যুকালে শিশুপুত্র মাধবকে জয়দুর্গার উপরে পালনের ভার প্রদান করেন। পিতা বিশ্বেশ্বর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহন করেন। ফলে মাধব ভগীরথের গৃহে অবস্থান করে প্রতিপালিত হন। পরবর্ত্তীকালে প্রভু নিত্যানন্দ নিজ কন্যা গঙ্গাদেবীকে তাহাকে অর্পন করেন। জিরাটে শ্রীগোপীনাথ সেবা স্থাপন করেন। তিনি খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা পরিচালনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

গোপাল বল্লভ নামে তাঁহার তনয়।
তাঁরে কন্যা দিব ইহা করিলা নিশ্চয়॥
ইহা মনে স্থির করি ঠাকুর পণ্ডিত।
এক বিপ্র পাঠাইলা জিরাটে ত্বরিত॥
সেই বিপ্র শ্রীমাধবাচার্য্য পাশ গিয়া।
পণ্ডিতের মনঃকথা কহে বিবরিয়া॥
তাহা শুনি শ্রীমাধবাচার্য্য মহাশয়।
বিচার করেন হই আনন্দ হৃদয়॥
জগদীশ কন্যাসহ আমার তনয়।
বিভা দিব ইহা আমি করিলুঁ নিশ্চয়॥
এতেক বিচারি অন্তঃপুরে প্রবেশিলা।
শ্রীগঙ্গাদেবীরে সর্ব বৃত্তান্ত কহিলা॥
জগদীশ পণ্ডিত মহান্ত মহামতি।
তাঁর কন্যা আছে সর্বগুনবতী॥
মোর পুত্র সহ তাঁর বিবাহ কারণে।
পাঠাইলা এক বিপ্র মোর সন্নিধানে॥
তব ইচ্ছা কিবা হয় কহত আমারে।
শীঘ্র চাহি ব্রাহ্মণে বিদায় করিবারে॥
শুনি গঙ্গাদেবী কহিলেন তাঁর প্রতি।
যে ইচ্ছা তোমার তাহে আমার সম্মতি॥
মোর মন কথা যদি জিজ্ঞাস আপনি।
জগদীশ মহান্ত প্রবীন আমি জানি॥
তিঁহ যদি কন্যা দেন আমার তনয়ে।
তাহাই কর্ত্তব্য এই আমার নিশ্চয়ে॥
শুনি শ্রীমাধবাচার্য্য সন্তুষ্ট হইলা।
সেই বিপ্র সঙ্গে লই যশোড়া আইলা॥
জানি জগদীশ তাঁরে আগুসরি লইলা।
অপূর্ব আসন দিয়া তাঁরে বসাইলা॥
দোঁহে বসি ইষ্টগোষ্ঠী করি কতক্ষণ।
তবে জগদীশ তাঁরে কহেন বচন॥
তব পুত্র গোপীবল্লভ মহাশয়।
তাঁরে আমি কন্যা দিব আমার নিশ্চয়॥
যে কর্ত্তব্য ইহার তা কহ মোর স্থান।
তোমার নিকটে মোর এই নিবেদন॥
শুনি শ্রীমাধবাচার্য্য কহেন তাঁহারে।
আমার মনের কথা কহিয়ে তোমারে॥
তোমার কন্যার সহ আমার তনয়।
বিভাদিব এই কথা আমার নিশ্চয়॥
এত কহি দোঁহে তবে লগ্ন স্থির কৈলা।
শুভদিনে পণ্ডিত কন্যার বিভা দিলা॥
তাঁর কতদিন পরে পণ্ডিত ঠাকুর।
পুত্রের বিবাহ দিলা আনন্দ প্রচুর॥
পুত্র কন্যা বিভা দিয়া ঠাকুর পণ্ডিত।
জগন্নাথ সেবা করে হই আনন্দিত॥
এইরূপে জগদীশ গৃহ ধর্ম্ম করে।
হরিনাম দিয়া বহু জীবকে নিস্তারে॥
নিজ পুত্র রামভদ্রে শক্তি সঞ্চারিলা।
তিঁহ ভক্তি দিয়া বহু জীব নিস্তারিলা॥
সে সব বর্ণিলে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার।
এ কারণে লিখিলুঁ বিশেষ তাহার॥

তাহার চরণ পদ্মে করি নমস্কার।
ইথে যেন অপরাধ না হয় আমার ॥
এরূপে শ্রীজগদীশ জীব নিস্তারিয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈলা গৌরপদ ধেয়াইয়া ॥
পৌষ মাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়ার দিন।
অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন বৃন্দাবনে ॥
জগদীশ চরিত্র বর্ণিতে শক্তিকার।
ব্রজে কলাবতী জীউ নামে খ্যাত যাঁর ॥
গৌরাঙ্গের লীলার সাহার্য্য করিবারে।
পুরুষ রূপেতে অবতার বিপ্র ঘরে ॥
নিজ কার্য্য সাধি পুনঃ গেলা বৃন্দাবন।
কিঞ্চিৎ তাঁহার লীলা এ গ্রন্থে বর্ণন ॥
জগদীশ প্রভুর আশ্রিত যে জন।
তাঁ সভার প্রতি মোর এই নিবেদন ॥
জগদীশ চরিত্র এই করহ শ্রবণ।
ভক্তি ভাবে ভজ জগদীশের চরণ ॥
যাঁর প্রতি জগদীশ করুণা করয়।
অনায়াসে তাঁর বৃন্দাবন প্রাপ্তি হয় ॥
জগদীশ প্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সমগ্র বর্ণিতে শক্তি নাহিক আমার ॥
স্বপ্নে ভাগবতানন্দ প্রভু আজ্ঞা কৈল।
তাঁহার আজ্ঞায় সূত্র বর্ণন হইল ॥
ইহা শুনিলেই হয় সর্বপাপ নাশ।
অনায়াসে হয় বৃন্দাবন ধামে বাস ॥
এবে কহি জগদীশ লীলা অনুক্রম।
প্রথম বর্ণেতে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥
দ্বিতীয় বর্ণেতে প্রভুর জন্মান্ন প্রাশন।
তৃতীয় বর্ণেতে উপনয়ন বর্ণন ॥
চতুর্থ বর্ণেতে প্রভুর শাস্ত্র অধ্যাপন।
নিরাকার বাদী বিপ্রের কুবুদ্ধি খণ্ডন ॥
পঞ্চম বর্ণেতে প্রভুর বিবাহ বর্ণন।
মহেশ পণ্ডিতের জন্ম তাহাতে লিখন ॥
ষষ্ঠেতে প্রভুর পিতামাতা অন্তর্দ্ধান।
শ্রাদ্ধাদি করিলা প্রভু শাস্ত্রের বিধান ॥
পূর্বদেশ ছাড়ি বিপ্র গেলা নবদ্বীপে।
তথা বাস করিলেন গঙ্গার সপীপে ॥
সপ্তমেতে মহাপ্রভু সহিত মিলন।
মহাপ্রভু কৈলা বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষন ॥
অষ্টমে জগদীশ পণ্ডিত মহাশয়।
নীলাদ্রি গমন কৈলা প্রভুর আজ্ঞায় ॥
জগন্নাথ কলেবর তথা হৈতে আনি।
যশোড়াতে সেবা প্রকাশিলেন আপনি ॥
নবমেতে গৌরাঙ্গের যশোড়া গমন।
যাচিয়া পায়স প্রভু করিলা ভোজন ॥
নিত্যানন্দ প্রভু ইচ্ছা ভোজন মাগিলা।
ইচ্ছামত পণ্ডিত ভোজন করাইলা ॥
দশমে গৌরগোপাল স্থাপন কথন।
পণ্ডিতেরে গৃহে পুনঃ প্রভু আগমন ॥
একাদশে মহাপ্রভু আনন্দিত হৈয়া।
শ্রীক্ষেত্র গমন কৈলা পণ্ডিতেরে লৈয়া ॥

রঘুনাথাচার্য্য জন্ম তাহাতে বর্ণিল।
যৈছে তাঁরে জগদীশ দীক্ষা শিক্ষা দিল॥
কমলাকান্ত দাস নামে এক মহাশয়।
তিঁহ কৈলা জগদীশ চরণ আশ্রয়॥
দ্বাদশে শ্রীজগদীশ নানা লীলা করি।
অন্তর্দ্ধানে হৈলা বহু পতিত উদ্ধারি॥
দ্বাদশ বর্ণেতে গ্রন্থ হইল সম্পূর্ণ।
সূত্র মাত্র সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন॥
জগদীশ লীলা কোটি সুধাসিন্ধু ময়।
সেই ভাগ্যবান যেই ইহা আস্বাদয়॥
ক্ষুদ্র জীব হই আমি অধম পামর।
বৈষ্ণব ঠাকুর অপরাধে ক্ষমা কর॥
আমি অতি মন্দ বুদ্ধি বিষয় লালস।
সদাই উন্মত্ত ফিরি হৈয়া মায়াবশ॥
ভাল মন্দ নাহি জানি আমি মূঢ় জন।
আত্ম শুদ্ধি হেতু কিছু করি এ স্তবন॥
করুনায় মহাপ্রভু কৈলা অবতার।
মহা মহা পাপীগণে করিলা উদ্ধার॥
গৌরাঙ্গ কৃপায় তাঁর হৈলা সাধুজন।
তাঁহারা উদ্ধার কৈলা বহু জীবগণ॥
আমি মূর্খাধম তাহে না জানি ভজন।
আমি কি করিতে জানি প্রভুর স্তবন॥
ভালমন্দ জ্ঞান নাহি শুদ্ধ নাহি মন।
মোর শক্তি নাহি করি প্রভুর স্তবন॥
প্রভু প্রিয় ভক্ত যৈছে করিলা বর্ণন।
তদনুসারেতে কিছু করিয়ে স্তবন॥

তথাহি—
নাহং কৃতীন সুকৃতী ন হি শাস্ত্রবেত্তা।
নাহং গুনী ন চ সুধীর্ন হি ধর্ম্মবিজ্ঞঃ॥
সর্বাক্ষমং পতিত মার্ত্তম নাথ বক্ষো হাহা।
শচী হৃদয়নন্দন রক্ষ রক্ষ॥

কৃপাকর গোরাচান্দ করুণার সিন্ধু।
অত্যন্ত পামর আমি, অধম তারন তুমি,
দীনহীন অকিঞ্চন বন্ধু॥ ধ্রু॥
আমি পাপী দুরাশয়, মোর মন স্থির নয়,
বিষয়ে ব্যাকুল দিবারাত্রি।
ভক্তি হীন মহাদীন, ভজন সাধন হীন,
তাহে মোর প্রাণ ভীত অতি॥
নহি আমি কভু কৃতি; নাহিক মোর সুকৃতী,
তাহে আমি নহি শাস্ত্র প্রাজ্ঞ।
কুবিষয়ী নিরবধি, কভু আমি নহি সুধী,
নাহি হই আমি ধর্ম্ম বিজ্ঞ॥
মোর সম পাপময়, ত্রিভুবনে কেহ নয়,
তাহে সভে করেন উপেক্ষা।
ইহা ভাবি মোর প্রাণ, সদা কম্প কম্পবান,
কোনমতে নাহি দেখি রক্ষা॥
বিচারিয়া দেখ মোর; পাপের নাহিক ওর,
কুকর্ম্মেতে মোর মন দক্ষ।
দয়াময় নাম ধর, প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর,
এইবার মোরে রক্ষ রক্ষ॥
অবতরি ভূমণ্ডলে, বহু পাপী উদ্ধারিলে,
তাহে যশ নাহি ভাবি মনে।

মো অধম পাপী কভু, উদ্ধারিতে পার প্রভু,
তবে যশ রহে ত্রিভুবনে ॥
বহু পাপী উদ্ধারিলে, আমা প্রতি না হেরিলে,
ইথে মোর মনে হয় ভয় ।
পতিত পাবন নাম, ধর প্রভু গুনধাম,
পাছে নামে কলঙ্ক রহয় ॥
আমি তুচ্ছ জীব দীন, বিষয়ে হইয়া লীন,
না ভজিলুঁ চরণ তোমার ।
তুমি প্রভু কৃপাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
এই বাক্য সর্বত্র প্রচার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভর্ত্তা, তুমি সভাকার পিতা,
জীব সব তোমার তনয় ।
দুর্দৈবেতে যদি পুত্র গমন করে অন্যত্র,
পিতা তারে কভু না ছাড়য় ॥
ব্রহ্মাণ্ডের জীব যত, উদ্ধারিলে নানা মত,
কাহার দুর্গতি না রহিল ।
তোমার করুণা বলে, সেই সব অবহেলে,
তব মায়া সিন্ধু তরি গেল ॥
শুন প্রভু গৌরহরি, এই নিবেদন করি,
মোর জন্ম ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
তবে যে পড়িয়া রহি, ত্রিতাপ যন্ত্রনা সহি,
বুঝি পূর্ব কর্ম্ম অনুসারে ॥
কলিযুগে অবতরি, আছহ প্রতিজ্ঞা করি,
মহাপাপী করিব উদ্ধার ।
মোর মনে দুঃখ এই, আমা হৈতে বুঝি সেই,
প্রতিজ্ঞা না রহিল তোমার ॥

কিম্বা অবতার কালে, এমত প্রতিজ্ঞা কৈল,
আমা ছাড়া সর্ব্ব জীবগণে ।
অনায়াসে উদ্ধারিবে, কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি দিবে,
বঞ্চিত হইলু সে কারণে ॥
তাহে কিছু নাহি দায়, শুন গৌর কৃপাময়,
নিবেদন করি বারে বারে ॥
এ গ্রন্থ বর্ণন কৈল; ইথে যে দোষ হৈল,
তাহা ক্ষমা করহ আমারে ।
ভাল মন্দ নাহি জানি, তব শাখা লীলা বর্ণি,
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া ।
এই গ্রন্থ ভক্তগণ, করেন যেন গ্রহণ,
ইহা কর করুণা করিয়া ॥
মোর ভাগ্যে হই যাহা, কিছুই না ভাবি তাহা,
এই অভিলাষ মাত্র মনে ।
ভাগবত প্রত্যাদেশে, গ্রন্থ হৈল বহু ক্লেশে,
গ্রহণ করুন ভক্তগণে ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ ধন্য,
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র ।
জয় শ্রীনিবাস জয়, গদাধর প্রেমময়,
জয় জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন, গৌর যার প্রাণধন,
জয় জয় ভট্ট রঘুনাথ ।
জয় শ্রীজীব গোসাঞিঃ; যা সম দয়াল নাঞিঃ,
পতিতে করেন আত্মসাথ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট জয়, পরম করুণাময়,
শ্রীরাধারমন যার প্রাণ ।

যাঁর শিষ্য শ্রীনিবাস, গ্রন্থ করি পরকাশ,
ভক্তি দানে জীব কৈলা ত্রান ॥
জয় রঘুনাথ দাস, গৌরাঙ্গের প্রিয় দাস,
সদা মত্ত গৌর গুণ গানে ।
শ্রীরূপ গোস্বামী আদি, দিবানিশি নিরবধি,
গৌর গুণ শুনে যাঁর স্থানে ॥

অসংখ্য মহান্তগণ, যাঁ সভার প্রানধন,
শচীর দুলাল গৌর হরি ।
তাঁ সভার শ্রীচরন, মস্তকে করি ধারন,
এইমাত্র পরিহার করি ॥

তাঁ সভার ভক্তগণ, এই পুস্তক গ্রহণ,
করুন হইয়া আনন্দিত ।
জগদীশ চরিত্র তবে, সর্বত্র ব্যাপিত হবে,
যে শুনিবে তার হৈবে হিত ॥

আমি বুদ্ধি হীন জন, এই যে গ্রন্থ বর্ণন,
আমা হৈতে কদাচ না হয় ।
তবে যে বর্ণন হৈল, অক্ষর যোটনা কৈল,
প্রভু ভাগবতের আজ্ঞায় ॥

সেই প্রভু যে কহিল, তাহাই গ্রন্থে লিখিল,
পূর্ণ হৈল তাঁহার ইচ্ছায় ।

এবে যদি ভক্ত গণ, গ্রন্থ করেন গ্রহণ,
তবে শ্রম সার্থক যে হয় ॥

গৌরভক্ত কৃপাসিন্ধু, মোর শিরে পদদ্বন্দ্ব,
ধর সভে করুণা করিয়া ।
তবে আমি অবহেলে, তোমা সভা কৃপাবলে,
যাই এই ভবাব্ধি তরিয়া ॥
প্রভু ভাগবতানন্দ, ভবের আনন্দ কন্দ,
ভব ভয় করহ মোচন ।
পড়ি ভব পারাবারে, ডাকিতেছি বারে বারে,
এইবার করহ রক্ষণ ॥
গৌরাঙ্গের আজ্ঞা মতে, অবতরি অবনীতে,
বহু পাপী করিলে উদ্ধার ।
মো হেন অধম জনে, দেখা দিলে আসি স্বপ্নে,
পুনঃ কি দর্শন পাব আর ॥
তাহাতে যে আজ্ঞা হৈল, সেইমত গ্রন্থ কৈল,
দীন হীন এ আনন্দ দাস ।
আর কিছু নাহি চাই. গৌরগুণ সদা গাই,
পূর্ণ কর এই অভিলাষ ॥

পুষ্পিকাঃ—ইতি শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য চরিত্র বিজয়ে শ্রীজগদীশ পণ্ডিতস্য অন্তর্দ্ধান কথনং নাম দ্বাদশো বর্ণঃ ॥

গৌর ভক্ত কথাং নিত্যং যঃ শৃনোতি সভক্তিতঃ ।
স ভবেং গৌরচন্দ্রস্য প্রিয়োনাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

শকাব্দাঃ—১৭৩৭

শ্রীশ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শাখা বর্ণন

শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
সেবক কোথাকার শ্রীপাট মালি পাড়ার ॥
কার সেবক ঠাকুর জগদানন্দ ঠাকুর জীউ ॥
তেহোঁ কার শ্রীযুত বৃন্দাবন বিহারী ঠাকুর জীউ ॥
তেহোঁ কার শ্রীযুত কুঞ্জ বিহরী ঠাকুর জীউ।
তেহোঁ কার শ্রীযুত ঠাকুর বল্লভ প্রভু ॥
তেহোঁ কার শ্রীযুত রঘুনাথ আচার্য্য ঠাকুর জীউ।
তেহোঁ কার শ্রীযুত জগদীশ ঠাকুর পণ্ডিত জীউ ॥
তেহোঁ কার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।
কোন পরিবার শ্রীযুত জগদীশ ঠাকুরের পরিবার ॥

সিদ্ধ প্রণালী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ঃ।

শ্রীমতি রাধিকা জীউ ॥ তদনুগা শ্রীমতি ললিতা জীউ, গোরোচনা বর্ণাঃ। মউরপিচ্ছ বস্ত্রাঃ তাম্বুল সেবা, ষোড়শ বর্ষীয়া। অনঙ্গ রঙ্গাম্বুজ কুঞ্জ নামা।

তদনুগা শ্রীকলাবতী জীউ, দ্বাদশ বর্ষীয়া, হরিচন্দন বর্ণাঃ। শুক পক্ষীবস্ত্রা, বসন্ত সুখদা নামা কুঞ্জ মার্জন গানাদি যন্ত্র পিনাক।

তদনুগা শ্রীমতী গুন মঞ্জরী, গৌর বর্ণা, রক্ত মিশ্র নীল বস্ত্রা, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া, সেবা তাম্বুল সংস্কার, যন্ত্র করতাল।

তদনুগা শ্রীমতী রসকলিকা মঞ্জরী, গুণদাউদি পুষ্প বর্ণা, দাড়িম পুষ্প বস্ত্রা, সুবর্ণ মত্যলঙ্কার ভূষিতা, সেবা গুলাপ, যন্ত্র তম্বুরা।

তদনুগা শ্রীমতী বৃন্দাবন মঞ্জরী, গৌর বর্ণা, নীল বস্ত্রা, রত্নালঙ্কার ভূষিতা, সেবা চামর, যন্ত্র কোপি লাষ।

তদনুগা শ্রীমতী জগন্মোহন মঞ্জরী, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণা, ধৌত বস্ত্র রত্নালঙ্কার ভূষিতা; সেবা গন্ধ চন্দন, যন্ত্র পাখোয়াজ।

তদনুগা মোহন মঞ্জরী, গৌর বর্ণা, রক্ত বস্ত্রা, সেবা কুঞ্জ মার্জন, যন্ত্র ঝাঝ।

তদনুগা শ্রীমতী অনঙ্গ মঞ্জরী, শ্যাম বর্ণা, রক্ত বস্ত্রা, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া, স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা, সেবা লবঙ্গ এলাচাদি, যন্ত্র মৃদঙ্গঃ ॥

— ০ —

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদৌ বিজয়েতাম্

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ঃ

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য (পাঁচ টাকা)। ২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (সাতটাকা)। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় (দশ টাকা) ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন (কুড়ি টাকা) ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী—(১, ২, ৩ খণ্ড)—ষাট টাকা, (৪. ৫, ৬, ৭,)—ষাট টাকা, (৮, ৯ খণ্ড)—পঞ্চাশ টাকা, ১০ খণ্ড (যন্ত্রস্থ), ৬। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী—১ম খণ্ড (পনের টাকা)। ২য় খণ্ড (পাঁচ টাকা)। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম (পাঁচ টাকা) ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত (দশ টাকা)। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার (বারো টাকা) ১০। সীতাদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ (চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১২। অভিরাম লীলামৃত (ত্রিশ টাকা)। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ (চার টাকা)। ১৪। সাধক স্মরণ (পাঁচ টাকা)। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় (দশ টাকা)। ১৬। নিত্য ভজন পদ্ধতি—১ম খণ্ড (বার টাকা)। ২য় খণ্ড (পনের টাকা)। ১৭। অভিরাম লীলা রহস্য (সাত টাকা)। ১৭। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি (দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১৯। পঞ্চশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (পাঁচ টাকা)। ২০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ (ছয় টাকা)। ২১। শুভাগমণী স্মরণিকা (এক টাকা)। ২২। অনুরাগবল্লী (সাত টাকা)। ২৩। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (পাঁচ টাকা)। ২৪। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ২৫। শ্যামানন্দ প্রকাশ (দশ টাকা)। ২৬। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারহস্য (আশী টাকা)। ২৭। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (পাঁচ টাকা)। ২৮। শ্রীনিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (বার টাকা)। ১৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (সাত টাকা)। ৩০। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ—১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী—(কুড়ি টাকা)। ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী) যন্ত্রস্থ। ৩১। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা (কুড়ি টাকা) (প্রাচীন গ্রন্থ সমন্বয়ে)। ৩২। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ (পাঁচ টাকা)। ৩৩। জগদীশ চরিত্র বিজয়—(কুড়ি টাকা)।

বিঃ দ্রঃ—গ্রন্থাবলী ডাকযোগে পাঠান হইয়া থাকে। ধর্ম্মগ্রন্থ বিক্রেতাগণকে কমিশনে গ্রন্থ দেওয়া হয়।

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা ॥ পোঃ হালিসহর ॥ উত্তর ২৪ পরগণা ॥ পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীপাট যশোড়ায় বিরাজিত

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের আনীত
শ্রীজগন্নাথ দেব